উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮২,৩০৭.৩৭ (+৩৯৭.৭৪)

নিফটি : ২৫,২৮৯.৯০ (+১৩২.৪০)

খাদে গাড়ি, মৃত ১০ সেনা ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১৩°	২৮°	১২°	২৮°	১২°	২৬°	১৩°

রাজ্য বিজেপিতে বিয়ে-অস্বস্তি ১২

তৈরি হচ্ছে ভারতীয় সিনেমার মন্তাজ দায়িত্বে বনশালি ৭

৯ মাঘ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 23 January 2026 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 245

উত্তরের খোঁজে

বন্দে ভারতের রোশনাই, তলায় তলায় বহু ছাই

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রায়গঞ্জে যাওয়ার পথে সেদিন কুলিক এক্সপ্রেসে দাঁড়িয়েছে সামসী স্টেশনে। আলিপুরদুয়ার যাওয়ার একটা ভিস্টাডোম কামরা এখন লাগানো হয় কুলিক এক্সপ্রেসের শেষে। আলিপুরদুয়ারে যাওয়ার যাত্রী হয় না বলে এই ব্যবস্থা। তবে কুলিকেও শনি-রবিবার বাদে অন্য দিন এই কামরা ফাঁকাই থাকে।

ওই ট্রেনে ভিস্টাডোমে সামসী যেতে চাইলে বড় বিপদ। শেষ কামরাই থাকে প্ল্যাটফর্মের অনেক বাইরে। ঝাঁপ দিয়ে নামতে হবে।

এরপর ছয়ের পাতায়

উধাও নন ভেজ ফুড অপশন

সব বন্দে-যাত্রায় আমিষ খাওয়া ‘বারণ’!

দীপ সাহা ও সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ‘বলি হচ্ছেটা কী মশাই?’

ফোনটা ধরতেই রেগেমেগে কথাটা বলে উঠলেন শুভময় জোয়ারদার। বুঝতে পারলাম না প্রসঙ্গটা কী? ধীরগলায় বললাম, ‘কেন? কী হল?’

-আরে, আজ আপনাদের কাগজেই পড়লাম, বন্দে ভারত স্লিপারে নাকি নন ভেজ খাবার দেওয়া হচ্ছে না। এখন এনজেপি-পাটনা বন্দে ভারতের টিকিট কাটতে গিয়ে দেখছি, সেখানেও আর নন ভেজ অপশন নেই। যা-তা করছে রেল। ওদের অনুশাসনে কি আমাদের নিরামিশাষী হতে হবে নাকি! কী আজব কাণ্ড।’

ভদ্রলোকের ফোনটা কেটে আইআরসিটিসি অ্যাপ খুলে এনজেপি-হাওড়া, এনজেপি-গুয়াহাটি, এনজেপি-পাটনা, দিল্লি-বেনারস বন্দে ভারতের টিকিট কাটার চেষ্টা করে দেখলাম, তিনি ভুল বলেননি। সবক’টি বন্দে ভারতেই ‘নো ফুড’ অপশন থাকলেও আমিষ খাবার উধাও। অর্থাৎ, একান্ত যদি খেতেই হয়, তাহলে পেট ভরাতে হবে নিরামিষ ভোজেই।

বাণিজ্যিক যাত্রার শুরুতে গোলাপে অভ্যর্থনা।

এদিকে, এতসব কাণ্ড হয়ে গেলেও রেল কিন্তু কোনও ঘোষণা করেনি। এমনকি বন্দে ভারত স্লিপারে ‘সাত্ত্বিক অনুশাসন’ নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হলেও রেলকর্তারা ‘স্পিকটি নট’। তাহলে কি চুপিসারেই দেশের সব বন্দে ভারতকে ‘শাকাহারি’ করে তোলার চেষ্টা চলছে, প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। তাদের দাবি, খাদ্যাভ্যাস মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার। সেখানে রাষ্ট্র বা রেল হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

এরপর ছয়ের পাতায়

মন্ত্রী হওয়ার গ্যারান্টি পেলে পদ্মেও ‘রাজি’

জল মাপছেন স্বপ্না

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : মন্ত্রিত্বের আশ্বাস না পেলে প্রার্থী হবেন না স্বপ্না। কোন দল তাঁকে মন্ত্রী হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়, তা নিয়ে এখন দরদাম করছেন এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী অ্যাথলিট। স্বপ্নার বক্তব্য, ‘আমি অনেক খেলেছি। এখন মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। মানুষের জন্য ভালো কাজ করার জন্য মন্ত্রী হওয়া খুব দরকার।’

তৃণমূলের পর স্বপ্নাকে প্রার্থী করার জন্য বাজিয়ে দেখছে বিজেপি। গত রবিবার স্বপ্নার কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত দুই দূত সহ কয়েকজন। সে খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পরদিনই গেরুয়া শিবিরের জেলা ও ব্লক স্তরের কয়েকজন নেতা স্বপ্নার বাড়িতে গিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। তৃণমূলের পর বিজেপি থেকেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, সেকথা স্বপ্না নিজেও স্বীকার করেছেন। তবে দরকষাকষিতে আপাতত স্বপ্না তৃণমূলের দিকেই কিছুটা ঝুঁকে। বিজেপি অবশ্য তাঁর রেলের চাকরিকে তাস হিসাবে খেলতে চাইছে।

বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে তৃণমূল জলপাইগুড়ি জেলায় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমজনতার পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য রাজবংশী মুখকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে বারবার। এই কৌশল বিগত দিনে অনেক আসনেই তাদের ভোট বৈতরণি পার করে দিয়েছে। স্বপ্নাকে প্রার্থী করার পিছনেও সেই অঙ্কই কাজ করছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের ঘুঁটি এত সহজে পাকা হতে দিতে রাজি নয়। তাই সোমবারই স্বপ্নার বাড়িতে

এরপর ছয়ের পাতায়

> আমি অনেক খেলেছি। এখন মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। মানুষের জন্য ভালো কাজ করার জন্য মন্ত্রী হওয়া খুব দরকার।
>
> -স্বপ্না বর্মন

কালিয়াগঞ্জে নিজের বাড়িতে স্বপ্না বর্মন।

DESUN HOSPITAL SILIGURI

যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে

• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট

24x7 Emergency
90 5171 5171

Alipurduar: Chowpathi, 6292137151 | Birpara: Old Bus Stand, 9007750315 | Dhupguri: Millpara, 6292137152 | Dinhata: Main Chowpathi, 9831933597 | Dinhata: Rangpur Road, 9147713490 | Falakata: Madari Road, 7596022495 Haldibari: Dewanganje Road, 7596059694 | Islampur: Opp. Public Bus Terminus, 7596059692 | Kamakhyaguri: Haribari, 9147148836 | Malbazar: New Bus Stand, 6292137150 | Gazole: Bus Stand, 9147713494 Mathabhanga: Opp. Shani Mandir, 7596059693 | Maynaguri: Bus Stand, 9007750214 | Siliguri: Sevoke Road, Near Cosmos Mall, 9147389608 | Samsi: Hospital Road, 7596022494 | Kaliaganj: N.S. Road, Vivekananda More, 8981448371 Kaliachak: Hotel Grand, Chowrangi More, 9147389612 | Sujapur: Near Sujapur Market, 9147360714 | Buniadpur: Chaudhuri Market (Near SBI) 9147389610 | Gangarampur: Royalton Mall, 9073678145 | Naxalbari: babu Para, 8981118076 Tufanganj: Old Bus Stand, 9147409847

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ জিও পাগলা, দুপুর ১.৩০ মন মানে না, বিকেল ৪.৩০ সাত পাকে বাঁধা, সন্ধে ৭.৩০ বাঘাযতীন, রাত ১০.৩০ শুধু তোমার জন্য
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১২.৫৫ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, বিকেল ৩.৫৫ প্রেম আমার, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার, মারব নয় মরবো, রাত ১০.৩০ মন মানে না
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ স্বার্থপর, সন্ধে ৭.০০ আশা ও ভালোবাসা, রাত ১২.৩০ টনিক
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সুভাষচন্দ্র
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নীল আকাশের চাঁদনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বধুয়াঁ
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৪ শূরবীর, দুপুর ১.৪৩ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৪.০৮ রাম লখন, সন্ধে ৭.৩০ সূরয়া দ্য সোলজার, রাত ১০.২০ দবং
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৪০ দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে, বিকেল ৪.৪০ কেয়া কহেনা, সন্ধে ৬.৫০ গুলাম ই মোস্তাফা, রাত ১০.০০ ঢোল
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ৯.০৪ তেজস্বিনী, দুপুর ১২.২৪ ময়দান ই জঙ্গ, বিকেল ৩.২৬ মেরি বিবি কা জবাব নেহি, সন্ধে ৬.০৩ আগ, রাত ৮.৫০ ক্ষত্রিয়
জি সিনেমা : দুপুর ১২.২২ রাবণাসূরা, বিকেল ৫.৪৫ কুলি নাম্বার ওয়ান, রাত ৮.০০ জয় হো, ১১.৩৩ ব্রুস লি দ্য ফাইটার
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩০ শিবা দ্য সুপার হিরো থ্রি, দুপুর ১.৫০ সিং সাব দ্য গ্রেট, বিকেল ৪.৫৩ এনকাউন্টার শংকর, সন্ধে ৭.৩০ অ্যান্টনি, রাত ১০.২০ ম্যায় হুঁ খুদ্দার

সুভাষচন্দ্র দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

দ্য ওয়ে অফ চিতা সন্ধে ৬.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

সুপার থার্টি সন্ধে ৭.৫৭ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

কাটিহার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ইএল/২৯/০৩_২০২৬/কে/১৩৯৩, তারিখ: ১৩-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ০৩_২০২৬। কাজের নাম : ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ "এডিইএন/ডিএইচআর -এর আওতাধীন সুকনা থেকে দার্জিলিং (ডিএইচআর-সেকশন) পর্যন্ত কোয়ার্টার মেরামত এবং রঙ করার মাধ্যমে সুকনা - দার্জিলিং (মোট - ১০০ ইউনিট)"। টেন্ডার মূল্য: ৫২,৪০,০৭২/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,০৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জিঅ্যান্ডসিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইলেকট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এপি-ইএল-টিআরডি-৩০-২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং: এপি-ইএল-টিআরডি-৩০-২৫-২৬, কাজের নাম: সিনি. এডিইএন/১/নিউ কোচবিহার-এর অধীনে বেতগারা-আলতাগ্রামের মধ্যে কিমি ৫০/৯-৫১/৬-এর মধ্যে স্থায়ী ডাইভারশন-এ পাইল ফাউন্ডেশনের ১×১২.২ এম পিএসসি স্ল্যাব-এর সাথে ব্রিজ নং. ৫৮ -এ পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য সিনি. ডিইএন/১-এর অধীনে ব্রিজ নং. ৫৮-এ স্থায়ী পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল (টিআরডি) কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৫৩,৩৫,৪৫৮.৬৬ টাকা, বায়নার ধন: ১,০৬,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ১৩-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি, ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৫/ডিসেম্বর/১০, তারিখঃ ২৩-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/ এসইউ আর /এফএলএস/২০২৫/০২। কাজের নাম: নিম্নলিখিত-এর জন্য ফাইনাল লোকেশন সার্ভে (এফএলএস) পরিচালনা করার জন্য (i) নতুন বিজি রেলওয়ে লাইন প্রকল্প (আনুমানিক দৈর্ঘ্য-৯০০.০০ কিমি)। (ii) ভারত, নেপাল এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পের গেজ রূপান্তর/দ্বৈতকরণ/তৃতীয় লাইন/তৃতীয় এবং চতুর্থ লাইন (আনুমানিক দৈর্ঘ্য=৬০০.০০ কিমি) (iii) সিকিম রাজ্যে গ্যাংটক থেকে নাথুলা পর্যন্ত প্রিলিমিনারি ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্রাফিক সার্ভে (আনুমানিক দৈর্ঘ্য =২৪০.০০ কিমি)-এর সাথে জিও-টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন। রেলওয়ে বোর্ডের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে সমস্ত বিষয়ে এফআইআরআর/ইআইআরআর, ইপিসি নথি প্রস্তুতকরণ এবং ডিপিআর জমা দেওয়া ইত্যাদি। আনুমানিক মূল্য: ৩৫,৮৪,৬৮,৭৭৮.৭১ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১২-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং সংশোধনী নং. ১ এর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/সার্ভে, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

মেকানিকাল / ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/০৫_২০২৬/কে/১৪৩৩, তারিখঃ ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: ০৫_২০২৬; কাজের নাম: (ক) "ডিজেল লোকো শেড, মালদা টাউন, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ইলেক্ট্রিক্যাল লোকোমোটিভ-এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাব"-এর মেকানিকাল বিভাগ কাজের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। (খ) "কাটিহার ডিভিশনের তালুকা রোড স্টেশনে ৬ মিটার প্রশস্ত ফুট ওভার ব্রিজ-এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ"-এর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৬৪,০০,৬৭৫.৫৭ টাকা; বায়নার ধন: ১,২৮,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দুর্দান্ত সেল

নিউজ ব্যুরো

২২ জানুয়ারি : রিলায়েন্স ডিজিটাল নিয়ে এসেছে জনপ্রিয় ডিজিটাল ইন্ডিয়া সেল। এতে ইলেক্ট্রনিক্স ও হোম অ্যাপ্লায়েন্সেসের ওপর থাকছে আকর্ষণীয় অফার। ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত গ্রাহকরা এই সুবিধা পাবেন। অফারে থাকছে ২৬ হাজার টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ব্যাংক ডিসকাউন্ট, কনজিউমার ড্যুরাবেল লোনের ওপরে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক ও ইউপিআই পেমেন্টের ওপর ৫% ক্যাশব্যাক। দেশের সব রিলায়েন্স ডিজিটাল, মাই জিও আউটলেট ও অনলাইনে উপলব্ধ।

ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬-আরটি, তারিখঃ ১৬-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. এন_১_এইচকিউ-২০২৫-২৬-আরটি। কাজের নামঃ এইচইউএনএ সেকশনের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের নিউ বঙ্গাইগাঁও (এনবিকিউ) - গোয়ালপাড়া (জিএলপিটি) - কামাখ্যা (কেওয়াইকিউ) (১৭৬ আরকেএম) এবং গোলকগঞ্জ (জিকেজে) থেকে অভয়াপুরী (এওয়াইইউ) (৮৪.৮৪ আরকেএম) সেকশনে কমিউনিকেশন ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ২৬,৩৫,৬৬,৫৬৭.৪২ টাকা। বায়নার ধনঃ ১৪,৬৭,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৮-০২-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in -এ উপলব্ধ থাকবে।

প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অ্যাফিডেভিট

আমি Monirul Islam, S/o Lt Latifur Rahaman, গ্রাম পালসাহার, পোঃ ডিকুল, থানা কুশমন্ডি, জেলা দ: দিনাজপুর। পুরাতন রেশন কার্ডে আমার নাম Monirul Islam @ Niutan Raheman, ২০০২ ভোটার লিস্টে (Part no 145, SL no 806) আমার নাম Niutan Raheman ও বাবার নাম Latifur Raheman ছাপার কারণে ২১/০১/২৬ এ J.M (1st class) গঙ্গারামপুর কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভট বলে আমি Monirul Islam @ Niutan Raheman ও আমার বাবা Latifur Rahaman @ Latifur Raheman উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/120092)

•

ছেলে Ranajoy Barman এর জন্ম শংসাপত্রে পিতার নাম অপূর্ব বর্মন থাকায় 7.01.2026 দিনহাটা JM(1st.Cl.) কোর্টে 464 নং অ্যাফিডেভিট বলে Apu Barman হলাম। অপু বর্মন, সাং - মনসব শেওড়াগুড়ি। (S/M)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩০৬৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩০৬৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বিক্রয়

জেলা - মালদা, থানা + ব্লক হবিবপুর, মৌজা হোগলা, জে এল 22, দাগ নং 2/283 খং নং 430,431,432,433,434, জমি মোট পরিমাণ 40 একর জমি বিক্রয় হইবে, যোগাযোগ করুন M - 8436031485.
(C/120089)

ব্যবসা

Need Business Partners/Sub Dealers for North Bengal areas by Greaves Genset Authorized dealer having H.O. at Kolkata & Siliguri. Contact 9830215112 or 8981809841. (K)

অ্যাফিডেভিট

I, Ayesah Begam, W/o Bappa Hossain, R/o Natunpara, PO: Jaldapara, PS & Dist: Alipurduar. My name is recorded as Asha Khatun in place of Ayesah Begam in my Aadhar card (No: 524332727072). By affidavit on 07/01/2026 at Alipurduar LD. 1st class J.M court my name has been rectified from Asha Khatun to Ayesah Begam. Asha Khatun & Ayesah Begam is one and same identical person. (C/1201105)

•

আমি Paramita Bhadra স্বামী রতন ভদ্র সাতকুড়া, দিনহাটা গত 03/01/2026 (ইং) তারিখে Judicial Magistrate দিনহাটা কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No 149) দ্বারা Parmita Bhadra এবং Paramita Bhadra একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম। (C/120082)

অ্যাফিডেভিট

আমি Neelam Kumari পিতা Ram Sharan Das, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে, গত ২২/৫/২০২৫ তারিখে অ্যাফিডেভিট বলে Neelam Kumari, sister Neelam Robert ও sister Neeam Robert এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/120086)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
"BORDER 2"
*ing : Sunny Deol, Varun Dhawan, Ahan Shetty
Time : 12:30, 4:00 7:30 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
BORDER 2
Show time : 12:00, 3:30, 7:00 P.M.
A/C with Dolby Sound

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881

জানুপ্রিয়া হোস্টেল	SHOW TIME 10.45 AM BENGALI (U/A)
BORDER2	SHOW TIME 1.00 PM, 7.00 PM HINDI (U/A)
হোক কলরব	SHOW TIME 4.30 PM BENGALI (A)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সঠিক বিনিয়োগ করতে পারলে আজ লাভবান হবেন। সাহসিক কোনও সিদ্ধান্তে সমাজে প্রশংসিত হবেন। বৃষ : জেদ ও পরিশ্রমের ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। রাস্তাঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে শত্রুরা পরাস্ত হবে। দাম্পত্যে সুখশান্তি বজায় থাকবে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা একটু সাবধানে থাকবেন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আজ দিন ভালো যাবে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। সিংহ : নিজের রাগ সংবরণ করতে না পারলে সংসারে অশান্তি বাড়বে। পৈতৃক ব্যবসার কাগজপত্র নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক। কন্যা : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়াতে না পারলে সাংসারিক চাপ বাড়বে। বাত এবং নার্ভের রোগে ভোগান্তি। তুলা : বহুদিন ধরে আটকে থাকা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আজ সেরে ফেলুন। ছোটখাটো সমস্যায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। বৃশ্চিক : বেহিসেবী খরচের কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ পেতে পারেন। ভ্রমণে আনন্দ। ধনু : পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর সম্পত্তি পেতে পারেন। জ্বর-সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। মকর : ঈশ্বরচিন্তায় মানসিক চাপ কমবে। স্ত্রীর সঙ্গে সারাদিন ভালো সময় কাটবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে একটু সতর্ক থাকুন। কোনও আত্মীয়ের কূট চালে পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার যোগ। মীন : কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ৩ মাঘ, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬, ৯ মাঘ, সংবৎ ৫ মাঘ সুদি, ৩ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১৩। শুক্রবার, পঞ্চমী রাত্রি ১২।২৯। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ২।২। পরিঘযোগ দিবা ৩।৫১। ববকরণ দিবা ১।৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২৯ গতে কৌলবকরণ। জিন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।৭ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দিবা ২।২ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ২।২ গতে দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১২।২৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৯।৮ গতে ১১।৪৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৩১ গতে ১০।১০ মধ্যে। যাত্রা-নাই শুভকর্ম্ম-বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ২।২ মধ্যে ভুমিক্রয়বিক্রয় দিবা ২।২ গতে নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যনিষ্ক্রমণ ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ। বিবাহ- রাত্রি ১০।১০ গতে ১।২৩ মধ্যে কন্যা ও তুলালগ্নে পুনঃ শেষরাত্রি ৫।৪৪ গতে ৬।২৬ মধ্যে মকরলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ষটপঞ্চমীব্রত, শ্রীপঞ্চমী, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী সরস্বতী পূজা, মস্যাধার (দোয়াত), লেখনী (কলম), পুস্তক (বই) ও বাদ্যযন্ত্রাদির পূজা। মদনপঞ্চমী এবং রতিকামদের পূজা। গোস্বামিমতে বসন্তপঞ্চমীকৃত্য। শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্চ্চন। শ্রীপঞ্চমী পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রঃ ওঁ জয় জয় দেবী চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে। নেতাজি সুভাসচন্দ্র বসুর জন্মদিন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ৮।৩১ গতে ১০।৪৪ মধ্যে ও ১২।৫৮ গতে ২।১৭ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৮ গতে ৮।৫১ মধ্যে ও ৩।৪৩ গতে ৪।৩৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।৩৪ গতে ১১।২৫ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।২৬ মধ্যে।

— FLAT —
50%
— OFF* —
MORE STYLES ADDED
*On selected merchandise.
*T & C Apply.
STYLE BAAZAR
BIG FASHION SALE
5% EXTRA CASHBACK SBI card
#Min. Trxn.: ₹2,000; Max. Cashback: ₹750 per card account; Validity: 03 Jan - 31 Jan 2026. T&C Apply.
Brands Available
— FOR MEN — square up WALSEY KIRTLE
— FOR LADIES — Awaya Miss19 MISS DESI
— FOR KIDS — Miss12 dozo
— FOR HOME — HOME FOCUS
মেন্সওয়্যার। লেডিসওয়্যার। কিডসওয়্যার। হোমনিডস। বিউটি কেয়ার
Helpline: 18004102244
উত্তরবঙ্গ: আলিপুরদুয়ার। ইসলামপুর। কালিয়াচক। কোচবিহার। গাজোল। চাঁচল। জলপাইগুড়ি। তুফানগঞ্জ। দিনহাটা। ধূপগুড়ী। পাকুয়াহাট। বালুরঘাট। মালবাজার। মালদা (রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ • সুকান্ত মোড়ে)। রায়গঞ্জ (দেহশ্রী মোড় · বিধাননগর মোড়)। রতুয়া। শিলিগুড়ী
কলকাতা : অ্যাক্রিস মল (3rd ফ্লোর) • গড়িয়াহাট (একডালিয়া মোড়) • বাগুইআটি (VIP রোড) • বেহালা (জেম্‌স লং সরনী) • মেটিয়াবুরুজ (বিচালিঘাট রোড) • মেট্রো সিনেমা হল (জওহরলাল নেহেরু রোড) • লিন্ডসে স্ট্রিট (সিমপার্ক মলের পাশে) • ঠাকুরপুকুর (পুলিশ স্টেশনের বিপরীতে) • হাতিবাগান (নর্থল্যান্ড হসপিটালের বিপরীতে)
দক্ষিণবঙ্গ: আমতলা। আরামবাগ। ইলামবাজার। উলুবেড়িয়া। এগরা। করিমপুর। কৃষ্ণনগর। কাটোয়া। কাঁথি। কাঁচরাপাড়া। কাকদ্বীপ। খড়গপুর। গুসকরা। চাকদহ। চুঁচুড়া। ডানকুনি। ডোমকল। দুর্গাপুর। ধুলিয়ান। নলহাটী। নৈহাটী। পান্ডুয়া। বোলপুর। বহরমপুর। বাঁকুড়া। ব্যারাকপুর। বারুইপুর (কুলপি রোড, অজেয় সঙ্ঘ ক্লাবের নিকটে · কুলপি রোড, শিবানী পীঠ)। বসিরহাট। বনগাঁও। বাগনান। বর্ধমান (পুলিশ লাইন বাজার · পারকাস রোড মোড়)। বেলুড় (রঙ্গোলি মল)। বাখরাহাট। বরানগর। মেমারী। মালঞ্চ। রঘুনাথগঞ্জ। রামপুরহাট। রানাঘাট। রামরাজাতলা। শ্রীরামপুর। সোদপুর। সালকিয়া। সিঙ্গুর। সাঁতরাগাছি। সিউড়ী
হাবড়া। হাওড়া ময়দান

দলের মিছিলে গরহাজির শোকজ হওয়া দুই নেতা

মচকাবেন না অরূপ-তাপস

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : প্রকাশ্য সভায় বিধায়ক সম্পর্কে কটূক্তি করায় কেন্দ্র করে দলের তরফে শোকজের চিঠি পাওয়া নেতারা হাজির হলেন না দলের কর্মসূচিতে। এদিন এসআইআর-এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে দেখা যায়নি দলের জেলা সম্পাদক অরূপ দে এবং ধূপগুড়ি টাউন ব্লক জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি তাপস করকে। মিছিলে হাঁটতে দেখা যায়নি দুই নেতার অনুগামী, বিশেষ করে দলের এসসি ওবিসি সেলের নেতাদের। দলের অন্দরে কানাঘুষো, আপাতত দলীয় কর্মসূচি থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন দুই নেতা। বৃহস্পতিবার দুই নেতা দাবি করেছেন, দলের তরফে কোনও শোকজের চিঠি পাননি। মিছিলে গরহাজিরা প্রসঙ্গে প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অরূপ বলেন, 'বিকেলে হঠাৎ ফেসবুকে দলের মিছিল দেখলাম। আমি বা আমার মতো শহরের বেশিরভাগ দলীয় কর্মীই মিছিলের খবরও জানেন না বা ডাকও পাননি। শোকজ নিয়ে তৃণমূল নেতার দাবি, 'শোকজের চিঠি পেলে অবশ্যই জবাব দেব। আমরা হাতে না পেলেও ফেসবুকে শোকজ লেটার পোস্ট হতে দেখছি। দলীয় চিঠি প্রকাশ্যে সমাজমাধ্যমে কীভাবে ঘুরছে, তা জানা নেই। এসব পোস্ট করা সেটা দলবিরোধী কাজ হচ্ছে কি না দলের নেতারা ভালোই জানেন।'

ধূপগুড়িতে এসআইআর-বিরোধী প্রতিবাদ মিছিল। বৃহস্পতিবার।

■ প্রতিবাদ মিছিলে দেখা যায়নি দলের জেলা সম্পাদক অরূপ দে এবং ধূপগুড়ি টাউন ব্লক জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি তাপস করকে

■ দলের অন্দরে কানাঘুষো, আপাতত দলীয় কর্মসূচি থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন দুই নেতা

বিধানসভা নির্বাচনের আগে ধূপগুড়িতে তৃণমূলের অন্দরে কোন্দল বড় আকার নিচ্ছে। তবে এদিন দলের এসআইআর বিরোধী মিছিলে বড়সড়ো জমায়েত করে দল। বিকেলে শহরের বৈরাতিগুড়ি ময়দানে জমায়েত হয়ে শুরু হয় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল। শহরের অন্যপ্রান্তে নেতাজিপাড়ায় দলের গ্রামীণ ব্লক দপ্তরের সামনে মিছিল শেষে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। আগাগোড়া কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন মহুয়া, বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় প্রমুখ। দলের মিছিলে হাজির ছিলেন তৃণমূল মহিলার জেলা সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, দলের সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি মিজওয়ানুর রহমান, ধূপগুড়ি বিধানসভার দলীয় অবজার্ভার দুলাল দেবনাথ, জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং প্রমুখ।

দুই নেতাকে শোকজকে 'দলীয় অভ্যন্তরীণ বিষয়' বলে এড়িয়ে গেলেও বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দলীয় শৃঙ্খলা ইস্যুতে দল যে জিরো টলারেন্স নীতিতে জোর দিচ্ছে তা স্পষ্ট করে দেন জেলা তৃণমূল সভানেত্রী। এদিনের মিছিল ও দুই নেতার অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে স্থানীয় বিধায়কের কৌশলী জবাব, 'এসআইআর-এর নামে বিজেপির বাংলা ও বাঙালি-বিরোধী চক্রান্ত এবং হয়রানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর গর্জে উঠতে দলনেত্রীর নির্দেশে তৃণমূলের সমস্ত কর্মী পথে নেমেছেন। যাঁরা তৃণমূল করেন তাঁরা দলের আহ্বানে পর ঘরে বসে থাকেননি। হাজার হাজার লোকের ভিড়ে নির্দিষ্টভাবে কে কে অনুপস্থিত ছিলেন বলতে পারব না।'

তবে, শোকজের চিঠিতে তাঁরা যে নিজেদের দাবি থেকে সরবেন না, তা এদিন অরূপ দে'র বডি ল্যাঙ্গুয়েজে স্পষ্ট হয়েছে। দলের অন্দরে এই লড়াই কোনদিকে মোড় নেয় তা আন্দাজ করতে পারছেন না কেউই।

পথশ্রী প্রকল্পে নাম বিভ্রাট

মালবাজার, ২২ জানুয়ারি : উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে! দুই এলাকায় রাস্তা তৈরির কাজের কথা হয়েছে। যদিও কোনও কাজই এখনও শেষ হয়নি। তার আগেই একটি জায়গার নামের সাইনবোর্ড অন্য এলাকায় বসানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। পথশ্রী প্রকল্পের নাম বিভ্রাট নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

পথশ্রী প্রকল্পে নিদামের কুলকুলি লাইনের প্রদীপ নাগাসিয়ার বাড়ি থেকে সুরজ ওরাওঁয়ের বাড়ি হয়ে বাগানের ৩৫ নম্বর সেকশন পর্যন্ত ২ কিমি রাস্তার কাজ শুরু করার কথা ছিল। সম্প্রতি মাল ব্লকে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুরজংঝোরা চা বাগানের বালিলাইনে একটি কাঁচা রাস্তার পাশে বসানো হয়েছে একটি সাইনবোর্ড। ওই সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে নিদাম চা বাগানের নাম। এদিকে, নিদাম চা বাগানের বাসিন্দাদের ক্ষোভ, তাঁদের এলাকাতেও রাস্তার কাজ শুরু হবার কথা ছিল। তাহলে সেই বোর্ড কীভাবে গুরজংঝোরা চা বাগানে গেল, তা নিয়ে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন।

বৃহস্পতিবার রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতে জমায়েত করেন নিদাম চা বাগানের কুলকুলি লাইনের শ্রমিকরা। পঞ্চায়েত প্রধান বাইরে থাকায় নির্বাহী আধিকারিকের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন। নিদামের বাসিন্দা প্রতিমা ওরাওঁ, জোসিন্তা ওরাওঁদের অভিযোগ, যে রাস্তার কাজের উদ্বোধন হয়নি, সেই রাস্তার কাজের সাইনবোর্ডে অন্য জায়গায় কীভাবে ব্যবহার হতে পারে। প্রতিমা বলেন, 'কুলকুলি লাইনের রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সেখানে অ্যাম্বুল্যান্স যেতে পারে না। অনেক সময় রোগীকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় না। তার আগেই মারা যায়। এসব দেখেও এত বড় ভুল মেনে নেওয়া যায় না।'

তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি কাঞ্ছা রানা বলেন, 'অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে কথা বলে ভুল সংশোধন করা হবে।' তবে প্রধান অশোক চিকবড়াইকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

শিলান্যাস

ক্রান্তি, ২২ জানুয়ারি : ক্রান্তি ব্লকের রহমতটারি এলাকায় বৃহস্পতিবার একটি রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা কৃষ্ণা রায়। উপস্থিত ছিলেন ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মালতী টুডু, উপপ্রধান আজিজুর রহমান প্রমুখ। পথশ্রী প্রকল্পে প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হবে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল ছিল। মাসছয়েক আগে গ্রামবাসীরা ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অবশেষে রাস্তাটির শিলান্যাস হওয়ায় বাসিন্দারা খুশি।

রিসর্টে ডিজে বন্ধ নিয়ে বৈঠক লাটাগুড়িতে। বৃহস্পতিবার।

রাতে নিষেধ সাউন্ডবক্সে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : লাটাগুড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চগ্রামে সাউন্ড বক্স বাজানো নিয়ে এবার কড়া অবস্থান নিল বন দপ্তর ও পুলিশ প্রশাসন। পর্যটনকেন্দ্র সংলগ্ন জঙ্গল ও জনবসতিপূর্ণ এলাকায় শব্দ দূষণের অভিযোগ বাড়তে থাকায় বৃহস্পতিবার লাটাগুড়ি রেঞ্জ অফিসে বন দপ্তরের উদ্যোগে পুলিশ প্রশাসন, পরিবেশপ্রেমী ও রিসর্ট মালিকদের নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। বৈঠকে রাত ন'টার পর লাটাগুড়ির কোনও রিসর্টে সাউন্ড বক্স না বাজানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৫০ ডেসিবেলের বেশি শব্দের কোনও সাউন্ড বক্স ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই নির্দেশ কার্যকর করতে বন দপ্তর ও পুলিশের যৌথ টিম নিয়মিত নজরদারি চালাবে। বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'কোনও রিসর্ট নিয়ম ভাঙছে কি না তা দেখার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও বনকর্মীদের নিয়ে একটি যৌথ দল গঠিত হবে। নিয়ম ভাঙলে সংশ্লিষ্ট রিসর্টের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিয়েবাড়ি, জন্মদিন কিংবা অন্নপ্রাশন- বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান লাটাগুড়ির প্রচুর রিসর্টে হইহুল্লোড় করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তেমনই বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব পড়ছিল বলে পরিবেশপ্রেমীদের তরফে অভিযোগ জানানো হয়। চলতি বছর ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ১২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। ওই দুই পরীক্ষা চলাকালীন লাটাগুড়ির কোনও রিসর্টে সাউন্ড বক্স বাজানো যাবে না বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিরাজ চন্দ্রর কথায়, 'আমরা চাই বন ও বন্যপ্রাণীর স্বার্থে ইকো সেনসিটিভ জোন সংলগ্ন এলাকায় কোনও সাউন্ড বক্স না বাজুক।'

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, প্রশাসনের সিদ্ধান্ত সমস্ত রিসর্ট কর্তৃপক্ষ আগামীদিনে অনুসরণ করবে বলে তারা অঙ্গীকারবদ্ধ।

মহুয়াকে নিশানা

মালবাজার, ২২ জানুয়ারি : মালবাজারের বিজেপি কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দলের আদিবাসী নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বিভ্রান্তিকর প্রচার করছে বলে তিনি সরব হন। একইসঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলের কর্মীরা কীভাবে কাজ করবেন, সেই নির্দেশও দেন।

বিশেষ করে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপকে নিশানায় নেন মনোজ। তাঁর দাবি, ওদলাবাড়ির বিভিন্ন নদীর বালি-পাথর পাচারের টাকা মহুয়ার কাছে যায়। তিনি আরও বলেন, 'এসআইআর নির্বাচন কমিশনের একটি সাধারণ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি হয়। তৃণমূল সেটা চায় না বলেই বিরোধিতা করছে।'

স্মারকলিপি

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি হতে হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার সদর মহকুমা শাসককে দশ দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দিল জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেস কমিটি।

বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/০৬_২০২৬/কে/১৪৩৪ তারিখঃ ১৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা.** ০৬_২০২৬। **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বৈদ্যুতিক সম্পদের ক্ষুদ্র মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,৭৮,০৫,৫৭৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৩৯,০০০/- টাকা। **টেন্ডার হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১০-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জেষ্ঠ ডিইই (জিএন্ডসিএইজি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দুই বাগানে ম্যানেজারের বাংলোয় তালা শ্রমিকদের

মেটেলি, ২২ জানুয়ারি : বকেয়া মজুরি, পুজোর বোনাস সহ একাধিক দাবিতে বৃহস্পতিবার মেটেলি ব্লকের নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকরা গেট মিটিং করেন। ম্যানেজার সহ অন্য সহকারী ম্যানেজারদের বাংলোর গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন শ্রমিকরা। শ্রমিক নেতা রামচন্দ্র পোর্জার দাবি, নতুন মালিক না আসা পর্যন্ত ম্যানেজারের গেটে তালা ঝুলবে।

নাগেশ্বরী চা বাগানের শ্রমিকদের অভিযোগ, গত ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত একটি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া থাকলেও এখনও পর্যন্ত তা মেটায়নি বাগান কর্তৃপক্ষ। ২৩ জানুয়ারি দুই পাক্ষিক মজুরি দেওয়ার কথা থাকলেও কিছু জানানো হয়নি। দুই পাক্ষিক মজুরি ছাড়াও পুজোর ৫ শতাংশ বোনাস বকেয়া। প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রায় ৭ কোটি টাকা জমা হয়নি। গ্র্যাচুইটি বাবদ বকেয়া পৌনে ৩ কোটি টাকা।

অপরদিকে, কিলকোট চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর গেটেও তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন শ্রমিকরা। দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলছে ওই চা বাগানে। দুই পাক্ষিক মজুরি বকেয়া থাকায় সম্প্রতি শ্রমিকরা বাগানের সাইনবোর্ডে লেখা কোম্পানির নাম কালো কালি দিয়ে ঢেকে দেন। তাঁরা প্রশাসনের কাছে নতুন মালিকের দাবি জানিয়েছেন। তবে এখনও দেখা নেই বাগানের ম্যানেজারের।

ধিক্কার দিবস পালন আশাকর্মীদের

বানারহাট ও রাজগঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : আশাকর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের অভিযোগে বৃহস্পতিবার বানারহাটে ধিক্কার দিবস পালন করলেন আশাকর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মীদের সংগঠন এআইইউটিইউসি'র উদ্যোগে বানারহাট ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে আশাকর্মীরা একত্রিত হয়ে ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ মিছিলে শামিল হন। মিছিলটি বানারহাট এলাকার গুরুত্বপূর্ণ পথ পরিক্রমা করে বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে এসে স্লোগান দেয়।

আশাকর্মীরা স্পষ্ট জানান, তাঁদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। পাশাপাশি তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছে অবিলম্বে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

রাজগঞ্জ থানার সামনে বৃহস্পতিবার আশাকর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। আশাকর্মীদের নেত্রী চন্দনা রায় বলেন, 'আমাদের ন্যূনতম মজুরি ১৫ হাজার টাকাও দেওয়া হচ্ছে না। স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবেও ঘোষণা করা হয়নি। ২১ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে আমাদের দেখা করতে বলা হয়। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই অনেক আশাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেকের উপর পুলিশ অত্যাচার করেছে। সেজন্য এদিন বিক্ষোভে শামিল হয়েছি। গত বছরের ডিসেম্বর মাস থেকে কর্মবিরতি চলছে। দাবি না মানা হলে এই আন্দোলন চলতে থাকবে।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

প্রস্তুতি।। হলদিবাড়ি হাইস্কুলে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

সংস্কারের কাজ বন্ধ করলেন কাউন্সিলার

পুকুরের মাটি বিক্রি হচ্ছে বাইরে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : নিয়ম মেনে পুকুর সংস্কার করছে না ঠিকাদারি সংস্থা, এমন অভিযোগে সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল জলপাইগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে। ওই ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে পুকুরের মাটি বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তৃণমূল কাউন্সিলার মণীন্দ্রনাথ বর্মন। জানা গিয়েছে, কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারি সংস্থাকে পুকুরের মাটি এলাকার দুটি স্কুলের মাঠে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন কাউন্সিলার। কিন্তু তিনি জানতে পারেন সেই কাজ করা হচ্ছে না। যে কারণে বৃহস্পতিবার পুকুর এলাকায় পৌঁছে সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেন তিনি। জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমি এখনও কিছু জানি না। পুকুর সংস্কারের কাজে কী সমস্যা হয়েছে, তা নিয়ে কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হবে।'

আম্রুত প্রকল্পে শহরে দুটি পুকুর সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে পুরসভা। যার মধ্যে রয়েছে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হাইস্কুল সংলগ্ন পুকুরটি।

> আমি এই বিষয়ে এখনও কিছু জানি না। পুকুর সংস্কারের কাজে কী সমস্যা হয়েছে, তা নিয়ে কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করা হবে।
>
> সৈকত চট্টোপাধ্যায়

পুকুরটি সংস্কারের জন্য ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সংস্কারে পুকুরটি খনন প্রয়োজন হয়েছে। এই ওয়ার্ডে সোনালি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং জলপাইগুড়ি হাইস্কুল রয়েছে। সোনালি স্কুলের ভেতরে যে মাঠটি রয়েছে, তা বর্ষার সময় জলে ভরে থাকে। ছাত্রীদের স্কুলে যেতে সমস্যায় পড়তে হয়। যে কারণে পুকুর খননের কাজ শুরু হতেই কাউন্সিলার মণীন্দ্রনাথ কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারকে বলেছিলেন পুকুরের মাটি যেন ওই দুই স্কুলের মাঠে প্রথমে ফেলা হয়। অভিযোগ, পুকুরের মাটি স্কুলের মাঠে না ফেলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থা বাইরে বিক্রি করে দিচ্ছে। এমন অভিযোগ পৌঁছায় মণীন্দ্রর কাছে। এরপরেই বৃহস্পতিবার তিনি পুকুরের সামনে গিয়ে মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে দেন। মণীন্দ্র বলেন, 'এই পুকুর সংস্কারের কাজের কার্যবিবরণী একাধিকবার ঠিকাদারের কাছে চেয়ে পাইনি আমি। এমনকি আমাকে পুরসভা থেকেও তা দেওয়া হয়নি। আমি ঠিকাদারকে বলেছিলাম পুকুরের মাটি প্রথমে এলাকার দুটি স্কুলের মাঠে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে ওয়ার্ডের একটি বস্তি এলাকাতেও কিছু বিপজ্জনক গর্ত রয়েছে। সেগুলি ভরাট করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু আমি জানতি পারি পুকুরের মাটি বাইরে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাই কাজ বন্ধ করে দিয়েছি।' কাজের বরাত পাওয়া ঠিকাদারকে মাটি বাইরে বিক্রির কথা তাঁর কাছে স্বীকার করেছেন বলে তৃণমূল কাউন্সিলারের দাবি। বিষয়টি নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন বলেও জানান মণীন্দ্র। ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়ায় প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

IN THE COURT OF LD. CIVIL JUDGE SENIOR DIVISION 1ST COURT, MALDA
PROBATE CASE NO. 08/2025
Petitioners: -
1) Babul Jha @ Babul Chandra Jha
2) Sukumar Jha,
Both S/o-Late Manipada Jha
Residing at-Subhashpally
Under English Bazar Municipality
P.S-English Bazar,
Dist-Malda (W.B.)

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে, মৃত মানুবালা ঝা গত ইংরেজি ৩১/১২/২০০৯ তারিখে মারা গিয়েছেন। তার নিজস্ব সন্তান না থাকায় তিনি মারা যাওয়ার সময় কেবলমাত্র তার দুই ভ্রাতৃপুত্র 'বাবুল ঝা ওরফে বাবুল চন্দ্র ঝা' এবং 'সুকুমার ঝা'কে ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যান। মৃত মানুবালা ঝা তার জীবদ্দশায় উক্ত দুই ভ্রাতৃপুত্রদের 'জেলা মালদহের রতুয়া থানার অন্তর্গত সুলতানপুর মৌজার জে.এল. নং-১৩৭, আর.এস. খতিয়ান নং-৭৯ এবং ১৫১, বর্তমান এল.আর. খতিয়ান নং-১৩১০ এর এল.আর. ৪৩৮ নং দাগের ৬৬ শতক ও এল.আর. ৪৫৮ নং দাগের ৪১ শতক ভূসম্পত্তি' তার মৃত্যুর পর ভোগদখলের অধিকারী হয়ে যেন তাহারা স্বত্ব লাভ করে এই মর্মে একটি উইলপত্র সম্পাদন করেছিলেন। মানুবালা ঝা'র মৃত্যুর পর দরখাস্তকারীগণ উক্ত উইল প্রবেটের প্রার্থনায় মাননীয় আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করেছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির দিন হতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে উইল প্রবেট মোকদ্দমার বিরুদ্ধে কারও যদি কোনও আপত্তি থাকে, তাহলে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবুর মাধ্যমে মাননীয় আদালতে উপস্থিত হয়ে দরখাস্তকারীগণের প্রার্থনা কেন মঞ্জুর হইবে না তার উত্তর দিবেন অন্যথায় মোকদ্দমার ধার্য্য দিবসে মাননীয় আদালত উক্ত মোকদ্দমার শুনানী করে নেবেন। আগামী ১৩-০২-২০২৬ তারিখের মধ্যে সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন প্রথম আদালতে হাজির হইয়া লিখিত আকারে আপত্তি জানাইতে পারেন।

অনুমত্যনুসারে,
Tirtha Chakraborty
Sheristader
Civil Judge Sr. Div.
1st Court, Malda

১৪টি গোরু উদ্ধার

ময়নাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি ভোটপাট্টি সংলগ্ন রাজারহাট মোড় এলাকায় পুলিশ একটি গোরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান আটক করে। বুধবার রাতে পিকআপ ভ্যান থেকে ১৪টি গোরু উদ্ধার হয়েছে। গাড়ির চালক পলাতক। ভোটপাট্টি ফাঁড়ির ওসি তেনজিং ভুটিয়া বলেন, 'যাঁদের গোরু চুরি হয়েছিল তাঁদের ডাকা হবে। পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে অসম নম্বরের একটি পিকআপ ভ্যানে গোরুগুলি পাচারের চেষ্টা চলছিল। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পিকআপ ভ্যানের ওপরের দিকের অংশে মাচা তৈরি করে পেঁয়াজের বস্তা রেখে দেওয়া হয়, যাতে বাইরে থেকে দেখে পেঁয়াজবোঝাই রয়েছে বলে মনে হয়। রাতেরবেলা রাজারহাট মোড় দিয়ে গাড়িটি যাওয়ার সময় ওসি'র নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা পিকআপ ভ্যানটির পিছু নেয়। গাড়ি থামিয়ে পেঁয়াজের বস্তা সরাতেই ভিতর থেকে গোরুর শব্দ শুনতে পায় পুলিশ। ততক্ষণে অবশ্য গাড়ির চালক পালিয়ে যায়। এরপর গাড়িটিকে আটক করে ভোটপাট্টি ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলি ময়নাগুড়ি কলেজ সংলগ্ন একটি খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে।

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

ফেব্রুয়ারি' ২০২৬ মাসের জন্য ডিওয়াই সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ফেব্রুয়ারি/২০২৬	১৩-০২-২০২৬, ২০-০২-২০২৬ এবং ২৭-০২-২০২৬

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এস/৩৭/২০২৫-২৬, তারিখ: ২০-০১-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্রম নং: ১; টেন্ডার নং: ৪০/২৫/০৬৩৪/ওটি/২০৯/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: পিটিএফই টাইপ নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক), আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং টিআই/এসপিসি/ওএইচই/এসএনএস/০০০০ রেভ-১ অনুযায়ী, এ অ্যান্ড সি স্লিপ নং-১ সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৪৪৪, শর্ট নিউট্রাল সেকশন অ্যাসেম্বলি (ফেজ ব্রেক)] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ) সেফটি ফ্ল্যাগ পরিবর্তন: নন-সেফটি থেকে সেফটি। (i) পরিমাণ—৩ সেট, নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, পশ্চিমবঙ্গের জন্য (ii) পরিমাণ—৪ সেট, কাটিহার জিএসডি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, বিহারের জন্য পি.এল. নং—৪৬১২০১৭৮।

ক্রম.নং.: ২; টেন্ডার নং. : ৩০/২৫/১৮৪৫ই/ওটি/২১০/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৬-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএমইউ হুইলের জন্য বেয়ারিং ব্যতীত সাসপেনশন টিউব ও ফিটিংস—মোট ১০টি আইটেম, সিজিএল ডিআরজি নং সিজিএম/১০৬০০১ রেভ-২ অথবা সর্বশেষ / বিএইচইএল ড্রইং নং ০৪৪৬১৫৯৯০১৫, রেভ-০০ অথবা সর্বশেষ অনুযায়ী। (১) সাসপেনশন টিউব: সিজিএম/১০৬৮০১ রেভ-৮ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ০৪৪৬১৫৯৯০১১ অনুযায়ী — ০১টি, (২) বেয়ারিং হাউজিং: সিজিএম/২০৬৮০৩ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩২ অনুযায়ী — ০১টি, (৩) অ্যাডজাস্টমেন্ট ওয়াশার: সিজিএম/২০৬৮০৫ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩৩ অনুযায়ী — ০১টি, (৪) এন্ড কভার (আরডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০৬ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩০ অনুযায়ী — ০১টি, (৫) এন্ড কভার (জিডব্লিউই): সিজিএম/২০৬৮০২ রেভ-২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০৩১ অনুযায়ী — ০১টি, (৬) অ্যাবাটমেন্ট পিস: সিজিএম/২০৬৮০৪ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৮ অনুযায়ী — ০১টি, (৭) এনক্লোজার: সিজিএম/২০৬৮০১ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ১৪৪৬১৫৯৯০২৯ অনুযায়ী — ০১টি, (৮) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১০ × ৩০: সিজিএম/৪২২০১ রেভ-০ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০১ অনুযায়ী — ০৬টি, (৯) সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু এম১২ × ৭০: সিজিএম/৪২২০২ (আইটেম নং-২) রেভ-২ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৪৪৩৯১৫৬০০০৩ (আইটেম-০০১) অনুযায়ী — ১৬টি, (১০) গ্রিজ নিপল: সিজিএম/৪২২০৩ রেভ-১ / বিএইচইএল ডিআরজি নং ৩৪৩৯৪০২৮০০৩ অনুযায়ী — ০২টি। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৮০ সেট, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) -এর জন্য। পি.এল. নং—৩১৯৩৩৯১৯।

ক্রম.নং.:৩; টেন্ডার নং. : ৬১/২৫/৫২৫৬এ/ওটি/২১১/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ০৯-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ৬০ কেজি ইউআইসি /৫২ কেজি রেল সেকশনের জন্য ফ্ল্যাট টো-সহ ইলাস্টিক রেল ক্লিপ এমকে-ভি, আরডিএসও ড্রইং নং টি-৫৯১৯ অনুযায়ী; আইআরএস-টি-৩১-২০২১ (আইআরএস-টি-৩১-২০২১) স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ সংশোধনীসহ; অল্টারনেটিভ নং-২ অনুযায়ী, প্রযোজ্য হলে সর্বশেষ পরিবর্তনসহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: আরআইটিইএস নন-টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেম: ৩১০০৫৫৮, ইলাস্টিক রেল ক্লিপস] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ - ৩০,০০,০০০টি, ডিওয়াই সিএমএম/নিউ জলপাইগুড়ি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (পশ্চিমবঙ্গ)-এর জন্য। (ii) পরিমাণ - ২০,০০,০০০টি, ডেপুটি সিএমএম/পাণ্ডু, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম)-এর জন্য। পি.এল.নং-৬০১১০০২৮।

ক্রম. নং.: ৪; টেন্ডার নং. : ৬০/২৫/৫৩০০/ওটি/২১২/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩০-০১-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) নিউ গুয়াহাটি ওয়াগন ডিপোর জন্য অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেম (এটিইএস)—এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় জনবলসহ, টার্নকি ভিত্তিতে। স্পেসিফিকেশন ও কাজের পরিধি: সংযুক্ত অ্যানেক্সার-এ অনুযায়ী। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬০১২২। (২) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৪টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ গুয়াহাটি, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬৬১০৪১৭৬। (৩) বঙাইগাঁও, ডাংতাল ও মালিগাঁও থেকে চলাচলকারী ট্রেনসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে সি অ্যান্ড ডব্লিউ ডিপো, নিউ বঙাইগাঁও-এ অটোমেটেড ট্রেন এক্সামিনেশন সিস্টেমের সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও কমিশনিং, প্রয়োজনীয় কর্মী সহ, টার্নকি ভিত্তিতে। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০০০৫৮। (৪) ৫ বছরের জন্য সিএএমসি [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—৩টি, এসএসই/সিএন্ডডব্লিউ/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৭৮৭৯০২৪০।

ক্রম. নং.: ৫; টেন্ডার নং. : ৬০/২৪/৫১০৪/ওটি/২১৩/২০২৫-২৬;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ১২-০২-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) ৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন ইওটি ক্রেন -এর সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং, ডিএসএল সহ; শিডিউল-IV অনুযায়ী স্পেয়ারস, শিডিউল-I অনুযায়ী নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস; শিডিউল-V অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ সরঞ্জামাদি এবং সহগামী আনুষঙ্গিক হিসেবে পণ্য অন্যান্য যে কোনো অ্যাক্সেসরি সহ। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (সরবরাহ)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৩০৭২১। (২) সেকশন-V এর ধারা ১৭ অনুযায়ী ওয়ারেন্টি শেষ হওয়ার পর ৫ বছরের জন্য কমপ্রিহেনসিভ এএমসি-এর ব্যয়। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখের পর মাস অনুযায়ী, এএমসি সময়কাল: ৫ বছর, ডিসকাউন্টিং হার: ১০%, শুরু হবে: ২য় বছরের পর] [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি), স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: এএমসি] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৬, (৩) ওয়ারেন্টি সময়কালের ১ম ও ২য় বছরে প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য। [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, স্টেজ ইনস্পেকশন: প্রযোজ্য নয়, স্টেজ: ০] [আইটেমের ধরন: পরিষেবা (অত্যাবশ্যক পরিষেবা)] পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, আসামের জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৭। (৪) শিডিউল-IV অনুযায়ী পৃথক পৃথক আইটেমের ব্রেক-আপ এবং শিডিউল-I-এ নির্দিষ্ট অতিরিক্ত স্পেয়ার ও আইটেমসমূহ (যেমন স্লিং/লিফটিং ট্যাকলস)। [ওয়ারেন্টি সময়কাল: সরবরাহের তারিখ থেকে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, স্টেজ ইনস্পেকশন: না, স্টেজ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং] আইটেমের ধরন: পণ্য (অত্যাবশ্যক স্পেয়ার)। পরিমাণ—১টি, এসএসই/ডব্লিউটিএস/নিউ বঙাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (আসাম) এর জন্য। পি.এল. নং—৬০৩২২০২৮।

দ্রষ্টব্য:- টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার সংক্রান্ত নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইট (**www.ireps.gov.in**) দেখতে পারেন। যে সম্ভাব্য দরদাতারা উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই উপরের ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তবে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তবে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে উপরোক্ত টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

পিসিএমএম, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Great Eastern™
We serve you best

Great Eastern
PRESENTS
Cost to Cost
OFFER

CASH BACK Upto 45000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI OFF*
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE*
BAJAJ FINSERV | HDB FINANCIAL SERVICES | IDFC FIRST Bank

ONIDA
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*

Godrej
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 28990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 33490*

VOLTAS
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 34990*

Haier
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

LLOYD
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

Carrier
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 37990*

HITACHI
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*

LG
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 40990*

IFB
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 30990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

Whirlpool
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 29990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 32990*

BLUE STAR
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 33990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

MITSUBISHI ELECTRIC
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 36990*

Panasonic
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 32990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 38990*

SAMSUNG
1.5 Ton 3 Star Inverter ₹ 31990*
1.5 Ton 5 Star Inverter ₹ 39990*

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

75 QLED ₹ 55,990*

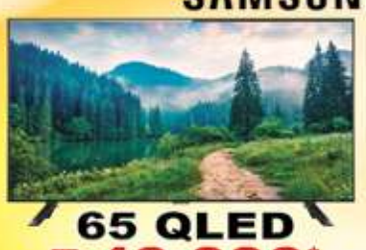
65 QLED ₹ 40,990*

55 4K Google TV ₹ 25,990*

43 SMART ₹ 14,990*

32 SMART ₹ 7,990*

24 ₹ 5,990*

IFB 187 L ₹ 14990*
Godrej 184 L ₹ 15490*
Haier 185 L ₹ 15490*
Godrej 238 L ₹ 21490*
LG 242 L ₹ 22990*
Haier 240 L ₹ 23990*
Godrej 330 L ₹ 33990*
LG 308 L ₹ 28990*
Haier 300 L ₹ 30490*
Godrej 600 L ₹ 70990*
LG 650 L ₹ 75190*
FREE PHILIPS MIXER GRINDER / FREE MICROWAVE — COST PRICE

Haier 7 KG ₹ 15290*
Godrej 7 KG ₹ 15990*
BOSCH 7 KG ₹ 17990*
LG 8 KG ₹ 18690*
IFB 6.5 KG ₹ 18490*
LG 7 KG ₹ 26990*
Godrej 7 KG ₹ 26990*
LG 9 KG ₹ 32990*
IFB 7 KG ₹ 31490*
BOSCH 7 KG ₹ 33490*
FREE IRON — COST PRICE

Apple 17 (128) Cost Price 82900* 4000/- Cashback On EMI
SAMSUNG S 25(12/256) Cost Price 70990*
vivo X 300 (12/256) Cost Price 75999* 10% Cashback
oppo Reno15 (8/256) Cost Price 41999* Including Cashback
FREE NECK BAND Worth Rs. 1149/- With Every Mobile
BAJAJ INDUCTION + IMMERSION ROD ₹ 1990*
BAJAJ MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 1990*
PHILIPS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹ 2090*
KENSTAR MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER ₹ 2790*
AIR FRYER ₹ 2990*

GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:
SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257
BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100
RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028
MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029
BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660
JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859
S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025
COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI ds.

*Condition Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock lasts. *Price includes cash back and exchange offer. *Offer applicable on selected Models and Brands.

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

ফের ত্রাস কেজিএফ

রিকভারি এজেন্ট পরিচয়ে তোলাবাজি

শমিদীপ দত্ত

ছবি : এআই

শিলিগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : রাতে তোলাবাজি, সকালে 'রিকভারি এজেন্ট'। রামকৃষ্ণ মিশন কাণ্ডে জেলহাজতে যাওয়ার পর এমনই পরিকল্পনা নিয়েছিল কেজিএফ গ্যাংয়ের সদস্যরা। জেলহাজত থেকে একে একে জামিন পাওয়ার পর সেই পরিকল্পনামতোই কাজ করছে তারা। খাতায়-কলমে বর্তমানে তারা এনজেপি এলাকার একটি রিকভারি এজেন্সির কর্মী। সেই 'ট্যাগ'কে সামনে রেখে দিনেদুপুরে ইস্টার্ন বাইপাস ও সংলগ্ন সেবক রোড, এনজেপি এলাকায় নিজেদের দাপট দেখিয়ে চলেছে ওই দুষ্কৃতীরা। রাস্তায় ইচ্ছামতো টু হুইলার দাঁড় করিয়ে খুলে নেওয়া হচ্ছে চাবি। গলা উঁচু করে দাবি করা হচ্ছে, বাইকের 'ইএমআই' বাকি রয়েছে। তাদের ফাঁদে পড়ে গেলেই টাকাপয়সা দিয়ে 'জান-মান' বাঁচাচ্ছেন অনেকে।

হঠাৎ করে পুলিশের নজরে পড়ে গেলে এগিয়ে আসছে ওই 'রিকভারি এজেন্সি'। সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ওই রিকভারি এজেন্টরা ভুল বাইক ধরেছে। বাস্তবে অনেকে ইএমআই বাকি রেখেই টু হুইলার অন্য লোককে বিক্রি করে দিচ্ছে। দিনের আলোয় চলা এধরনের ঘটনা নজরে এসেছে বলে স্বীকার করছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। তাঁর বক্তব্য, 'বিষয়টা আমাদেরও নজরে এসেছে। আমরা ওই রিকভারি এজেন্সিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, কোনও মানুষ যদি এধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ এক্ষেত্রে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করছে না কেন? একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে ওই ধরনের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে কখনোই অভিযোগ দায়ের করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে অবশ্য পুলিশ প্রশাসনের স্পষ্ট করে কোনও বক্তব্য নেই।

এদিকে, সেবক রোডে রেডিমেড দোকান বসানোর কারবার প্রকাশ্যে আসতেই বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সক্রিয় হয় ভক্তিনগর থানা। পুলিশের তরফে কোথায় কোথায় এধরনের দোকান বসানো হয়েছে, সেটা সরেজমিনে দেখা হয়। দোকানে বসা লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তথ্য বের করার চেষ্টা করেন পুলিশকর্মীরা। যদিও এখনও পর্যন্ত ঘটনায় কাউকেই গ্রেপ্তার করতে পারেনি ভক্তিনগর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, ওই দুষ্কৃতীদের তরফেও বিষয়টা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহলে যোগাযোগের চেষ্টা করছে বলে খবর। যদিও শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) বলেছেন, 'ওই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবেই।' বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই গ্যাং সদস্যদের দুই মাথা আশিঘর এলাকার। সম্পর্কে তাঁরা দাদা-ভাই। চক্রে রয়েছে এনজেপি সহ সেবক রোড, শালুগাড়া এলাকার কয়েকজন। রিকভারি এজেন্টের ট্যাগ লাগিয়ে কীভাবে চলছে চক্র? সম্প্রতি এমন অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছিলেন আদর্শনগর এলাকার বাসিন্দা বিক্রমাদিত্য মণ্ডল। তিনি বলছিলেন, 'চেকপোস্ট দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই চারজন আমার বাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা জানায়, আমার ইএমআই বাকি রয়েছে। আমি অনেকদিন টাকা মেটাইনি। আরও দুজন নিজেদের অফিসার পরিচয় দিয়ে সামনে চলে আসে। কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলি, আমার কোনও ইএমআই বাকি নেই। বিষয়টা অন্যরকম হচ্ছে বুঝতে পেরে, ভক্তিনগর ট্রাফিক গার্ডের এক কর্তাকে ফোন করার সঙ্গেই ওরা সরে যায়।' একই অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছেন সুভাষপল্লির বাসিন্দা ধীরেন দাস। তিনি বলেন, 'ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই দুজন বাইকের সামনে চলে আসে। তারা জানায় আমার বাইকের ইএমআই বাকি রয়েছে। এরপরই তারা বলে, বাইক নিয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। ওই সময় পুলিশের একটি ভ্যান যেতে দেখেই ওরা সরে যায়। সত্যি কথা বলতে ঝামেলার মধ্যে কে আর পড়তে চায়, তাই আর পুলিশের কাছে যাইনি।'

> **আমরা ওই রিকভারি এজেন্সিকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, কেউ যদি অভিযোগ দায়ের করেন তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**
>
> **রাকেশ সিং**
> ডিসিপি (ইস্ট), শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

জল মাপছেন স্বপ্না

প্রথম পাতার পর

যান বিজেপির চার নেতা। তবে, মন্ত্রিত্বের ব্যাপারে স্বপ্নার দাবি তাঁরা দলের ওপরমহলে জানাবেন বলে ফিরে এসেছেন।

বিজেপির শিলিগুড়ি জোনের ইনচার্জ বাপি গোস্বামী বলেছেন, 'স্বপ্না বর্মন আমাদের ঘরের মেয়ে। আমি স্বপ্নাকে অনুরোধ করব, তৃণমূলের মতো চোরেদের দলে যেন না যান।' তবে এবার উত্তরবঙ্গে রাজবংশী অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির প্রার্থীতালিকায় চমকের পর চমক অপেক্ষা করছে বলে বাপি জানিয়েছেন।

এদিকে, স্বপ্নার কাছে তৃণমূল প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, এই খবর জানাজানির পরই ক্রীড়াজগৎ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে ফোন আসছে স্বপ্নার কাছে। স্বপ্নার পক্ষে ক্রীড়ামন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে বলে অনেকে মতামত দিয়েছেন। তবে রাজনৈতিক দলগুলির দড়ি টানাটানির মধ্যে স্বপ্না যেন নিজের মন্ত্রিত্বের দাবি থেকে সরে না আসেন সেই কথাও অনেকে বলেছেন।

দুই শিবির থেকেই প্রস্তাব আসায় স্বপ্না কিছুটা ফাঁপরে পড়েছেন। তিনি রেলে কর্মরত। তৃণমূলের প্রার্থী হলে পরিস্থিতির চাপে তাঁকে রেলের চাকরি হারাতে হতে পারে, এমনটাও আশঙ্কা করছেন স্বপ্না। এই অবস্থায় তিনি দরদাম করে কোন নৌকায় পা রাখেন, তা দেখার অপেক্ষায় জলপাইগুড়ি।

সরস্বতীপুজোর আগে মনমরা পড়ুয়ারা

গঙ্গায় বিলীন আনন্দ

আজাদ

মানিকচক, ২২ জানুয়ারি : ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিষ্ণুর তিন সহধর্মিণী ছিলেন। সরস্বতী গঙ্গাকে ঈর্ষা করতেন। একসময় তাঁদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে সরস্বতী গঙ্গাকে মর্ত্যে নদী হয়ে যাওয়ার শাপ দেন। গঙ্গা বোধহয় সেই অভিশাপেরই বদলা নিয়েছেন মানিকচকে। সেখানে নদীর গ্রাসে একের পর এক স্কুল। কোনও কোনও স্কুলের অস্তিত্বই নেই, সেখানকার পড়ুয়ারা অঞ্জলি দেয় অন্য স্কুলে। আবার কোনও কোনও স্কুলে এবছরই শেষ পুজো, কারণ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে নদী।

আসলে ভাঙনের ঠেলায় শুধুমাত্র ভিটেমাটি হারিয়ে সাধারণ মানুষের যাযাবর দশা হয়নি, যাযাবর দশা মা সরস্বতীরও। গত বন্যায় গোটা গ্রাম সহ কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি তলিয়ে গিয়েছে গঙ্গাগর্ভে। বর্তমানে কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের ঠাঁই হয়েছে পার্শ্ববর্তী বড় কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে। প্রশাসনিক উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ের প্রাতঃবিভাগে ভবনহীন কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের ক্লাস হয়। তবে পড়ুয়া কচিকাঁচাদের ঠাঁই মিললেও আলাদা করে মা সরস্বতীর ঠাঁই মেলেনি আশ্রয়দাতা নতুন ভবনে। আগে তো নিজেদের স্কুলে নিজেদের মতো করে তারা পুজো করত। এবার 'আশ্রয়দাতা' স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলিতভাবে পুজো করছে। তাই মনমরা ভবনহীন কালুটোনটোলার ছাত্রছাত্রীরা।

তবে শুধু কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, এই একই দশার স্বাদের অপেক্ষায় পার্শ্ববর্তী ভাট্টা কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুল ভবনের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বিদ্যালয় ভবন ঘেঁষে বইছে গঙ্গা। হয়তো আগামী মরশুমে আর এই বিদ্যালয় ভবনের দেখা মিলবে না। তাই শেষবারের পুজো বলে বেশ ধুমধাম করে সরস্বতীপুজো উদযাপনে ব্যস্ত ভাট্টা কার্তিকটোলার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা।

গত বছরের অগাস্ট মাসে গঙ্গাভাঙনে গোটা গ্রাম সহ তলিয়ে যায় কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন। প্রশাসনিক উদ্যোগে সেই বিদ্যালয়ের ১৭২ জন শিক্ষার্থীর ঠাঁই হয় পার্শ্ববর্তী বড় কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাদের পঠনপাঠনের সময়সূচি বেঁধে দেওয়া হয়। স্কুল ভবন হারিয়ে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫২ জনে। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ৬। প্রচণ্ড শীতে সাতসকালে পঠনপাঠনে প্রচণ্ড অসুবিধা হলেও সবকিছুই একরকম চলছিল। তবে সরস্বতীপুজো নিয়ে কেমন যেন সবার মন খারাপ সকলের। স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দুটি স্কুলের পড়ুয়ারা মিলিতভাবে এবার একটি পুজো করবে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের স্কুলের পুজো নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করতে দেখা গেল সোনা মাহাতো, ওম মাহাতোদের। গতবার পুজোয় কেমন আনন্দ হয়েছিল, তাদের দেওয়া আলপনা কীভাবে ছোট্ট ভাই নষ্ট করে দিয়েছিল, কে নিজের কাঁধে নিয়ে মা সরস্বতী বিসর্জন করতে গিয়েছিল- এসবই ছিল বৃহস্পতিবার তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

কালুটোনটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনও নেই, নিজস্ব পুজোও আর নেই। পার্শ্ববর্তী ভাট্টা কার্তিকটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও পুজো এখনও আছে। সামনের বছর কি আর থাকবে? সেটাই আলোচনার বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তাঁরা তো একপ্রকার ধরেই নিয়েছেন যে, এবারই স্কুল ভবনে শেষ পুজো। তাই শেষবারের মতো জাঁকজমক করে পুজোর আয়োজন করছেন তাঁরা। পুজোর দিনই ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। সেই স্কুলের সহ শিক্ষক অনিমেষ মণ্ডল বললেন, 'ইতিমধ্যেই স্কুলের কিছু অংশ গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। হয়তো আগামী ভাঙন মরশুমে আর এই ভবন থাকবে না। তাই হয়তো এই ভবনে এবারই আমাদের শেষ পুজো। আর শেষ পুজো বলেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী সকলের উদ্যোগে এই পুজোটাকে একটু আলাদা রকমভাবে পালনের চেষ্টা করছি। যাতে এই স্কুল ভবনে শেষ পুজো সকলের মনে থাকে।'

গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যেতে পারে এই স্কুলটিও। আশঙ্কা তেমনই।

অবশেষে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বন দপ্তরের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের পূর্ণ অবয়ব। তথ্য : অভিজিৎ ঘোষ।

আমিষ খাওয়া 'বারণ'!

প্রথম পাতার পর

বিশেষত, বন্দে ভারতের মতো প্রিমিয়াম ট্রেনে, যেখানে যাত্রীরা চড়া দামে টিকিট কাটেন, সেখানে তাঁদের পছন্দমতো খাবার বেছে নেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া আসলে স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয়। তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলির মতে, কৌশলে হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডা বা ধর্মীয় অনুশাসন চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই রেল মেনু থেকে মাছ-মাংস-ডিম বাদ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর কথা, 'মাছেভাতে বাঙালির ওপর রোলার চালাতে চাইছে বিজেপি। এটাই এখন বিজেপির অ্যাজেন্ডা।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের মতে, 'ভারতবর্ষ বহুত্ববাদের দেশ। এই দেশে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বিজেপির এই কৌশলের পেছনে রয়েছে হিন্দুবাদকে চাপিয়ে দেওয়া।'

প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ঘটনা জানার পর প্রতিক্রিয়া দেওয়ার জন্য পরে ফোন করবেন বললেও আর সাড়া দেননি। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাও খুব সতর্ক। সব শোনার পর তাঁর বক্তব্য, 'সরকারিভাবে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। তাই কোনও মন্তব্য করব না।'

এদিকে, ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবারই বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার। যাত্রীদের হাতে গোলাপ তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও মাঝপথে বিঁধল 'খাবার-কাঁটা'। চলন্ত ট্রেনেই ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রিমিয়াম ট্রেনটির যাত্রীদের একাংশ। বিজ্ঞাপনি ঢক্কানিনাদের মোড়কে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা কামাখ্যা থেকে সওয়ার হয়েছিলেন, এক কাপ চা না মেলায় হতাশ তাঁরা। শুধু তাই নয়, রাতে মিলেছে ঠান্ডা খাবার। এমনকি ঘোষিত মেনু ও বাস্তবের প্রাপ্তিতেও আকাশ-পাতাল ফারাক। যথারীতি সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছেন অনেকেই। তাঁদের প্রশ্ন, কড়ায়গন্ডায় যখন বাড়তি টাকা গুনে নেওয়া হচ্ছে, তখন কেন এমন পরিষেবার মান?

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তা সৌভিক সরকার বললেন, 'কলকাতা থেকে অসমে এসেছিলাম শুধুমাত্র ট্রেনটির প্রথম যাত্রার সাক্ষী হতে। কিন্তু বলতে আপত্তি নেই, মোহভঙ্গ হয়েছে। খিচুড়ির সঙ্গে আমরা যে ধেরনের লাবড়া খাই, তরকারি হিসেবে তা দেওয়া হয়েছে। আমি তো তাও এক টুকরো ফুলকপি পেয়েছি, অনেকের তাও ভাগ্যে জোটেনি। প্রতিটি খাবারই ছিল ঠান্ডা।'

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা অবশ্য অভিযোগ মানতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'অত্যন্ত উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। যা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও প্রশংসা করেছেন যাত্রীরা।'

প্রথম বাণিজ্যিক যাত্রায় যাত্রীদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের পদস্থ কর্তারা, যা দেখে আপ্লুত হন সিংহভাগ যাত্রী। কিন্তু তাঁদের মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগেনি। ট্রেনটির যাত্রা শুরু হতে হাতে জলের বোতল পেয়ে অনেকেই গলা ভিজিয়ে নিয়েছিলেন চা পানের আশায়। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরেও সঙ্গে বিস্কুট তো দূরের কথা, চা-কফিও মেলেনি। যা নিয়ে ফিশফাশ চলছিল অনেকক্ষণ ধরেই, তা ক্ষোভে পরিণত হয় রাতের খাবারের প্যাকেট হাতে ওঠার পর। রেলের তরফে জানানো হয়েছিল, কামাখ্যা থেকে হাওড়াগামী ট্রেনটিতে দেওয়া হবে অসমের সুগন্ধি জোহা ভাত, মাটি মাহুর ডালি, মশুর ডালি, মরশুমি সবজি ভাজা ও নারকেলের বরফি। কিন্তু যাত্রীদের অভিজ্ঞতা, অল্প পরিমাণ ঠান্ডা ভাতের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে লাবড়া জাতীয় একটি তরকারি, ভাজা সবজি এবং সাধারণ মানের ডাল।

খাবারের মান নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত বহরমপুরের শঙ্খশুভ্র দত্ত। তিনি বললেন, 'এক কাপ চা কিনে যে খাব, আইআরসিটিসির সেই ব্যবস্থাও নেই ট্রেনটিতে।'

সবে যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ শুরু তা বোঝালেন রেলপ্রেমী সুভদ্র দত্ত। তাঁর কথায়, 'এটা ঠিকই, কোনও বন্দে ভারতেই নন ভেজ ফুড অপশন দেখাচ্ছে না। রাজধানী বা অন্য ট্রেনগুলিতে কিন্তু দিব্যি আছে। ফলে এটা যে যান্ত্রিক কোনও সমস্যা নয়, তা স্পষ্ট। রেল সিদ্ধান্ত না বদলালে প্রবল ক্ষোভের মুখে পড়তে হবে।'

একই কথা বলছেন প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর খোঁচা, 'কোনও সরকার খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন বা তার চেষ্টাও করতে পারে না। তা সংবিধান বিরোধী।'

উদয়নের হাত ধরতে চান দিলীপ

ইগো ডোবাল রবিকে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২২ জানুয়ারি : হাতের কাছেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রয়েছেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোচবিহার শহরে নানা উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারতেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কিন্তু শুধুমাত্র 'ইগোর' কারণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে কোচবিহার পুরসভা কোনও প্রকল্পের প্রস্তাব জানায়নি বলে অভিযোগ। কাউন্সিলারদের অনুরোধে শহরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজ হলেও পুরসভার তরফে কোনও আবেদন জমা পড়েছে কি না তা মনে করতে পারছেন না মন্ত্রী উদয়ন গুহ। যদিও ওই অভিযোগ মানতে নারাজ প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক রেখে তাঁর পূর্বসূরি যে ভুল করেছিলেন তা বেশ ভালোভাবেই টের পেয়েছেন নয়া চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা। সেই কারণে উদয়নের সঙ্গে পুরসভার সুসম্পর্ক তৈরি করে শহরের বিভিন্ন কাজের প্রস্তাব পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। দিলীপের কথায়, 'শহরের উন্নয়নের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর কাছে বেশ কিছু প্রস্তাব পাঠানো হবে। আমাদের জেলাতে যখন একজন মন্ত্রী রয়েছেন, তাই সেখান থেকে যতটা বেশি সম্ভব উন্নয়ন করে নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।'

কোচবিহারের রাজনীতিতে উদয়ন ও রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা কারও অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ এর আগে প্রকাশ্যেই উদয়নের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। রাজনৈতিক মহলের দাবি, সেই দ্বন্দ্বের কারণেই পুরসভার তরফে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে কোনও কাজের প্রস্তাব জমা পড়েনি। যদিও উদয়নের দাবি, 'পুরসভার কাছ থেকে সেভাবে কাজের কোনও আবেদন না পেলেও কোচবিহার শহরের উন্নয়নে অনেক কাজ করা হয়েছে। কোচবিহার শহরের বড় কাজগুলি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নাগরিক পরিষেবার জন্যই ১৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। পুরসভা নতুন করে আবেদন জানালে সেই কাজও করা হবে।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মন্ত্রীর দাবি মানতে চাননি। প্রাক্তন চেয়ারম্যান বলেন, 'এর আগে শহরের মিনি বাসস্ট্যান্ড সংস্কার, আর্ট গ্যালারি তৈরি, ভবানীগঞ্জ বাজার সংস্কার করা সহ প্রচুর কাজের প্রস্তাব উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজগুলি হয়নি।' স্বাভাবিকভাবেই রবি-উদয়নের এই তর্জা নিয়ে ফের রাজনৈতিক মহল সরগরম।

গত নির্বাচনে কোচবিহার শহরে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পিছিয়ে ছিল। নির্বাচনের আগে এবার শহরে নিজেদের হারানো জমি ফিরে পেতে তৃণমূল রণকৌশল তৈরি করে ফেলেছে। দিলীপ জানিয়েছেন, শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ৫০০ পথবাতি সহ নানা প্রকল্পের আবেদন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জানানো হবে।

কাউন্সিলারদের সঙ্গে নতুন চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা। -ফাইল চিত্র

বন্দে ভারতের রোশনাই, তলায় তলায় বহু ছাই

প্রথম পাতার পর

অথবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পরের স্টেশন ভালুকায় নামতে হবে। সেদিন এমনই যাত্রীদের দেখলাম দিশেহারা।

দু'দিন পরে বারসই স্টেশনে কাটিহার-রাধিকাপুর প্যাসেঞ্জার থামল দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে। অনেক যাত্রীকেই দেখা গেল বিভ্রান্ত। কী করে মূল শহরের দিকে যাবেন। একটাই ওভারব্রিজ, সেটা একেবারে পেছনে। মাঝে একটা ওভারব্রিজ তৈরি হচ্ছে, কবে হবে শেষ ঠিক নেই।

প্রধানমন্ত্রী বন্দে ভারতের স্লিপার ক্লাস উদ্বোধন করতে মালদা এসেছিলেন বলে ওই ডিভিশনের অধিকাংশ স্টেশন সেদিন আলোয় আলোয় সাজানো। মঞ্চও বিশাল। যেন প্রধানমন্ত্রী ওই স্টেশনেই আসছেন, এমন হাবভাব। মালদা স্টেশনে তো প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালগুলোতে কী সুন্দর সুন্দর ছবি! অথচ অনেক ছোট স্টেশনেই মোদির ওয়ান স্টপ শপগুলো ভেঙেচুরে পড়ে আছে।

প্রশ্ন উঠবে, বন্দে ভারত দিয়ে ঢাক বাজানোর মাঝে রেলের অন্য প্রকল্পগুলো কী দুরবস্থায় পড়ে রয়েছে! কীরকম দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকদের মতো অবস্থা হয়ে গিয়েছে এককালের দুর্দান্ত ট্রেনগুলোর। শতাব্দী, রাজধানী, দুরন্ত, জনশতাব্দী-- সবাই আজ অনেক পিছনে। তাদের দিকে তাকানোর আর লোক নেই। ওই ট্রেনগুলোর কামরার দুরবস্থা দিন-দিন বেড়েই চলেছে।

বুধবার হাওড়া স্টেশনে কী ধুন্ধুমার হাওড়া-এনজেপি শতাব্দী এক্সপ্রেসে। ট্রেন ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাওয়ার মুখে আরপিএফ গিয়ে সব যাত্রীকে নামিয়ে দিল। সবাই নামতে বাধ্য হলেন মালপত্র নিয়ে। দু'ঘণ্টা পরে ছাড়ল শতাব্দী। কী ব্যাপার, না একটা কোচে সমস্যা থাকায় সেটাকে ইয়ার্ডে নিয়ে যেতে হয়। ভাবুন কাণ্ড! ওদিকে অমৃত এক্সপ্রেস, অমৃত প্রকল্প হচ্ছে, আর এদিকে বিষ!

ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত মোট ৪৮ ট্রেন বাতিল করেছে রেল। কুয়াশার জন্য। ওদিকে বন্দে ভারত বাড়ছে। সেখানে কুয়াশার সমস্যা নেই। কুয়াশায় ট্রেন চালানোর জন্য বিশেষ যন্ত্র কেনায় তো খরচ করা যেত। তখন শুনি রেলের টাকা নেই। অমৃত ভারত প্রকল্পের এত টাকা কোথায় যায়?

উত্তরবঙ্গের অনেক ছোট ছোট স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্প ঘোষণা করে মানুষকে অনেক আশাবাদী করে তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই কাজ এমন ঢিলেঢালা হচ্ছে যে যন্ত্রণাই বাড়ছে শুধু। কতদিন ধরে স্টেশনে ভাঙচুর হবে, কেউ জানে না। অনেক স্টেশনে প্ল্যাটফর্মের সামান্য অংশ প্লাস্টারিং হয়েছে, বাকি সব ভাঙাচোরা। হাঁটা মুশকিল। বড় বড় ওভারব্রিজ হয়েছে, সেগুলো অসম্পূর্ণ। লিফট হয়নি। এনজেপি স্টেশনেই যেখানে কাজকর্ম শামুকের গতিতে চলছে, তখন অন্য ছোট স্টেশনের বেহাল দশা তো বুঝতেই পারছেন।

বন্দে ভারত বন্দে ভারত করতে করতে কেন্দ্রীয় সরকার ও রেলমন্ত্রক ওপরের আলোটুকু দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকারে পড়ে থাকছে বিশাল অংশ। যা আসলে বন্দে অব্যবস্থা এক্সপ্রেস।

ভেবে দেখুন এককালে উত্তরবঙ্গের সেরা দুটি ট্রেন দার্জিলিং মেল এবং কামরূপ এক্সপ্রেসের কী দুরবস্থা! গোটা দেশে তাকালে এমন বহু ট্রেন দেখা যাবে, যা অতীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এখন আর নেই। নিজের দলের সাংসদ, বিধায়কদের অনুরোধ রাখতে অনেক স্টেশনে স্টপ হচ্ছে, যে স্টেশনে টিকিট কাটার যাত্রীই হয় না। ভোট হয়ে গেলে স্টপ বাতিল অনিবার্য। এই করতে করতে সেই ট্রেনগুলোর মহিমাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

নতুন ট্রেন আসবে বলে পুরোনো ট্রেনগুলোর মহিমা নষ্ট করার অধিকার কি কেন্দ্রের রয়েছে? ছ'বছর আগের মার্চে বয়স্ক নাগরিকদের টিকিটের ছাড় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই নিয়ম ফেরানো হয়নি আর। বয়স্ক মানুষেরা কেন বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাস নিয়ে উদ্দীপ্ত হবেন? তাঁদের তো কপাল মন্দই করে রেখেছে ভারতীয় রেল।

পার্লামেন্টারি কমিটি সুপারিশ করেছিল, অন্তত স্লিপার এবং এসি থ্রি-টিয়ার ক্লাসের জন্য সিনিয়ার নাগরিকদের টিকিটে ছাড় দেওয়া হোক। সেটা মানেনি রেল। কোভিড প্যান্ডেমিক ছারখার করে দিয়ে গিয়েছে অনেক স্বপ্ন। রেলের সিনিয়ারদের স্বপ্নও ছারখার।

ভারতীয় রেলের সবচেয়ে খারাপ দিকের মধ্যে রয়েছে উপচে পড়া ভিড়, পরিচ্ছন্নতার চূড়ান্ত অভাব, নিরাপত্তার অভাব, খাবারের খারাপ মান। এইগুলো কিন্তু একেবারেই দূর হয়নি। আজও রিজার্ভেশন কম্পার্টমেন্টে প্রচুর যাত্রী ঢুকে পড়েন রিজার্ভেশন ছাড়াই। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ বহু যুগ ধরে এই রোগে আক্রান্ত। এই রোগ দেখা যায় কলকাতা-মুম্বই-দিল্লি-চেন্নাইয়ের মতো বড় স্টেশনের অনেক ট্রেনেই। নিত্যযাত্রীদের দাপট কমাতে পারেনি কেন্দ্র। বাড়তি কোনও চেষ্টাই দেখা যায়নি রেলমন্ত্রকের।

শুধু বন্দে ভারত বন্দে ভারত না করে এসবের দিকে নজর দিলে কাজে লাগত। দরকার ছিল পুরোনো ট্রেনগুলোকে নতুন লুক দেওয়া। সেটাও হয়নি। হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনটার কথাই ধরা হোক উদাহরণ হিসেবে। গাড়িটার কামরাগুলোর অবস্থা দিন-দিন খারাপ হচ্ছে। কারও মাথাব্যথা নেই। সাংসদদেরও নয়। নইলে নতুন ট্রেনের দাবির পাশাপাশি এই দাবিগুলো তুলতেন তাঁরা।

দূরপাল্লার ট্রেনে অস্বাস্থ্যকর টয়লেট একটা মাথাব্যথার কারণ। এত নোংরা চারদিক। ঠিক একই অবস্থা এসি কোচগুলোর বেডরোলের, স্টেশনের টয়লেটগুলোর। বন্দে ভারতের খাবার নিয়ে প্রচুর ধন্য ধন্য করলেন রেলের ভাড়া করা ব্লগার ও ভ্লগাররা। বাস্তব হল, বহুদিন ধরে একই রকম খাবার মেলে বন্দে ভারতে। কোনও বৈচিত্র্য নেই। এবং বন্দে ভারতের কর্মীদের এত কম টাকা বেতন দিয়ে রাখে আইআরসিটিসি, তাঁদের লজ্জার মাথা খেয়ে প্রত্যেক দিন টিপস তুলতে হয়। রাতে মাত্র ঘণ্টা তিনেক ঘুম। সারাদিন যাতায়াতেই চলে যায়। এত পরিশ্রমের ফলে অনেককেই দেখা যায় মাঝপথে কোনওমতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

তাঁদের তো বটেই, বন্দে ভারতে টিকিট পরীক্ষকদেরও বসার জায়গা থাকে না। সিট ফাঁকা থাকলে ঠিক আছে, নইলে অনেক সময় দুই কামরার মাঝে প্যাকেটের ওপরে তাঁদের বসে থাকতে হয়। এই তো বন্দে ভারত!

ভারতীয় রেলের অধিকাংশ ট্রেনে জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উপচে পড়ে ভিড়ে। অধিকাংশ স্টেশনেই লিফট বা এসকালেটার না থাকায় বয়স্করা পড়েন বিপদে। অনেক জায়গাতেই চলে সমাজবিরোধীদের দাপট। তৎকাল টিকিট চালু হওয়ার পর এজেন্টের দাপট এখনও কমেনি। কী করে তারা সাধারণ যাত্রীদের আগে টিকিট পেয়ে যায় এটা একটা প্রশ্ন। প্রিমিয়াম তৎকালে ব্যবসার জন্য প্রচুর টিকিট ফাঁকা পড়ে থাকে, অথচ যাত্রীরা টিকিট পান না। ট্রাভেল এজেন্ট আপনাকে লোয়ার বার্থ দিতে পারে, এমনি গেলে বয়স্করাও নাও পেতে পারেন।

রেলে যেমন অফিসারদের সামন্ততান্ত্রিক প্রথা আজও চলে, সময় এখনও কুখ্যাতই রয়ে গিয়েছে। এত বন্দে ভারত নিয়ে ঢাক পেটায় সরকার, তার সময় কমানোর দিকে কোনও নজর নেই। এনজেপি-হাওড়া বন্দে ভারতের যাত্রাপথ আরও অন্তত আধ ঘণ্টা থেকে ৪৫ মিনিট কমানো যায়। কারও সে ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই। ১১০ থেকে নেমে মাঝে মাঝে ২৮ কিলোমিটার স্পিডে চলে বন্দে ভারত। এতটাই বাড়তি সময় দেওয়া। শতাব্দীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

ওই যে বন্দে ভারত, বন্দে ভারত করে ওই সাদা-কমলা বিদ্যুৎকে ভোটে কাজে লাগানোর খেলা চলবে!

ভিনরাজ্যে ২ শ্রমিকের মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর ও করণদিঘি, ২২ জানুয়ারি : ফের হরিশ্চন্দ্রপুরের এক শ্রমিকের ভিনরাজ্যে রহস্যমৃত্যু ঘটল। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর রেললাইনের ধারের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল ক্ষতবিক্ষত দেহ। ওই শ্রমিককে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের অনুমান। দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে মাথায় হাত পড়েছে স্ত্রীর। প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধিরা কেউই পাশে দাঁড়ায়নি বলে অভিযোগ। সেইসঙ্গে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি ব্লকের বাসুদেবপুরের বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিকের দেহও ফিরেছে এদিন।

মৃতের নাম আলমগির আলম (২৯)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুরের মশালদহ বাজারে। চেন্নাইতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন আলমগির। নয়দিন আগে আরেকটি কাজের জন্য হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। ট্রেনে ওঠার আগে স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ নেই। ফোনেও পাওয়া যাচ্ছিল না। আশপাশে থাকা তাঁর সহকর্মীরা স্থানীয় থানাতেও জানান। আটদিন নিখোঁজ থাকার পর চেন্নাইয়ের যে স্টেশন থেকে হায়দরাবাদ যাওয়ার জন্য তাঁর ট্রেনে ওঠার কথা ছিল তার পরবর্তী স্টেশনের কাছাকাছি রেললাইনের ধারে জঙ্গল থেকে আলমগিরের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়।

উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা অপর পরিযায়ী শ্রমিকের নাম আনওয়ারুল হক। তিনি কাজের খোঁজে তামিলনাড়ু গিয়েছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করালে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারে স্ত্রী সহ ৬ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। খবর পেয়ে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবারে।

ঝড় তুলেছেন সানি দেওল

বর্ডার ২ এবারে ঝড় নিয়ে আসছে। প্রজাতন্ত্র দিবস ছয়লাপ হয়ে যাবে। ধুরন্ধর ঝড় এখনও সমানে চলছে। তার মধ্যে বর্ডার ২ সব ধুয়ে দিতে আসছে। অ্যাডভান্স টিকিট বুকিং-এর যে হিড়িক শুরু হয়েছে, এর আগে আর কোনও ছবিই তা দেখতে পায়নি। এর মধ্যেই প্রায় ৬০-৬৫ হাজার টিকিট বিক্রি শেষ। দশ কোটি টাকার বেশি বক্স অফিসে মজুত। ন্যাশনাল চেনগুলো তো দাপিয়ে ব্যবসা করছেই, কিন্তু স্থানীয় মাল্টিপ্লেক্সেও এই সিনেমার অগ্রিম বাজার দুর্দান্ত।

এর মধ্যে রাজস্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বাংলাতে বর্ডার ২ একেবারে দৌড়চ্ছে। গুজরাটে অবশ্য এখনও বলার মতো তেমন কিছু ফলাফল হয়নি। তবে গদর ২-র থেকে এই ছবির বাজার যে ভালো, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সানি দেওল, দিলজিত দোসাঞ্জ, অহন শেট্টির এই ছবি তেমন কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে না। শাহিদ কাপুরের একটা ছবি অবশ্য আসছে, তবে তা এই ছবিকে নাড়াতে পারবে বলে আশা নেই। এর আগে সানি দেওলের গদর ২ যেখানে ৫০০ কোটি টাকার ওপর ব্যবসা করেছিল, সেখানে বর্ডার ২-র ব্যবসা আরও বেশি হওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

একনজরে সেরা

কল্পনায় মাতৃত্ব

অনেক মহিলা অন্তঃস্বত্ত্বা না হয়েও মনে করেন তিনি সন্তানধারণ করেছেন—এই মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রথম ছবি করেছেন সৌম্যদীপ ঘোষ চৌধুরী, নাম ন মাস ন দিন এবং অন্তহীন। ছবিটি মুক্তি পাবে আমেরিকায়, কারণ পরিবেশক সেখানকার। বাংলা ছবির জগতে এই ঘটনা এই প্রথম। ভারতে কবে ছবিটির মুক্তি, পরিচালক ঠিক করেননি।

পর্দায় কালরাত্রি

মনোজ সেনের উপন্যাস কালরাত্রি নিয়ে ছবি করেছেন অভিরূপ ঘোষ। পঞ্চাশের দশকের এক গ্রাম, সেখানে দুই বন্ধু একজন যুক্তিবাদী, অন্যজনের ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রবল, সেখানকার অলৌকিক ঘটনার মুখোমুখি হলে কী হয়, তাই নিয়েই ছবি। অভিনয়ে ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, দেবলীনা কুমার, গৌরব চক্রবর্তী, বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, মীর প্রমুখ।

রুটিনমাফিক অমিতাভ

৬ দশকের কেরিয়ার, এখনও নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং রুটিনে নড়চড় হয় না অমিতভ বচ্চনের। বক্তব্য তাঁর সহ অভিনেতা রাজ বুন্দেলার। তাঁর কথায়, তিনি শুটিং শেষ হলে বাড়ি ফিরে যেতেন। বাড়ির লোকদের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। শুনেছি, রাত আটটার পর ইন্ডাস্ট্রির লোকেদের জন্য তঁর বাড়ির দরজাও বন্ধ থাকত।

টিভিতে মিমি

জনপ্রিয় লাখ টাকায় লক্ষ্মীলাভ ধারাবাহিকের প্রতি মাসে ফিনালে হয়। জানুয়ারির ফিনালেতে উপস্থিত থাকবেন মিমি চক্রবর্তী। মহিলাকেন্দ্রিক এই অনুষ্ঠান নিয়ে অভিনেত্রী বলেছেন, 'আমি মাঝে মাঝে দেখি, আমার মা এই শো-এর নিয়মিত দর্শক। খুব ভালো লাগছে এই শো বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছেছে দেখে। শো-এর সচালক সুদীপ্তা চক্রবর্তী।

নামল বিদ্যা

চলতি সপ্তাহে টিআরপি রেটিংয়ের প্রথমে এল পরশুরাম আজকের নায়ক। দ্বিতীয় প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। তৃতীয় পরিণীতা, চারে রাঙামতি তীরন্দাজ, পাঁচে তাকে ধরি ধরি মনে করি ও ও মোর দরদিয়া, ছয় চিরসখা, সাত আমাদের দাদামণি, আট জোয়ার ভাঁটা, নয়ে লক্ষ্মী ঝাঁপি, দশে বেশ করেছি প্রেম করেছি এবং চিরদিনই তুমি যে আমার।

ডুবতে বসেছেন প্রভাস

প্রভাসের ম্যাজিক তাহলে শেষ? বাহুবলি ধমাকা আর চলছে না। তাঁর রাধেশ্যাম চূড়ান্ত ব্যর্থ। আর এবার রাজাসাব। প্রভাসের আর কোনও ছবির বোধহয় এমন ভরাডুবি হয়নি।

মাত্র ২১-২২ কোটিতে খেলা গুটিয়ে গেল। অথচ ছবি তৈরি করতে বিরাট খরচা হয়েছে। তার ওপর প্রভাস আর সঞ্জয় দত্ত স্ক্রিনে। কিন্তু এই হরর কমেডির যে এই হাল হবে, কে জানত।

দর্শকরা শুরু থেকেই এই ছবির অত্যন্ত খারাপ রিভিউ দিয়েছেন। সুতরাং প্রথম সপ্তাহেই মুখ থুবড়ে পড়েছে। তারপর আর মাথাচাড়া দিতে পারেনি। আসলে যে ছবিগুলোতে প্রভাস ম্যাজিক দেখিয়েছেন, সেই ছবিতে অ্যাকশান ছিলই। সেইসঙ্গে গল্পের মধ্যে ধর্মীয় কাহিনিও ছিল। এই দুইয়ের প্রভাবেই ছবি বাম্পার হিট। তাহলে কি অন্য কোনও গল্পের সঙ্গে মানানসই নন প্রভাস? সে কথা অবশ্য সময় বলবে। আপাতত রাজাসাব-এর ভরাডুবি সামলানোটা কঠিন।

সরস্বতীর বর পেয়েছেন যাঁরা

সরস্বতী বিদ্যেবতী। বিদ্যাবুদ্ধিতে কম যান না তারকারাও। বলিউডের তেমনই কয়েকজনের সার্টিফিকেটে সরস্বতী পুজোর দিনে চোখ রাখল তারাদের কথা।

'বিগ বি'র বিজ্ঞান ও কলা নৈপুণ্য

এককথায় তিনি 'অসাধারণ'। জীবন্ত কিংবদন্তি। বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক দিয়েও তিনি বেশ এগিয়ে। দিল্লির কিররি মাল কলেজ থেকে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে দুই-দুটি ডিগ্রি অর্জন করেছেন তিনি।

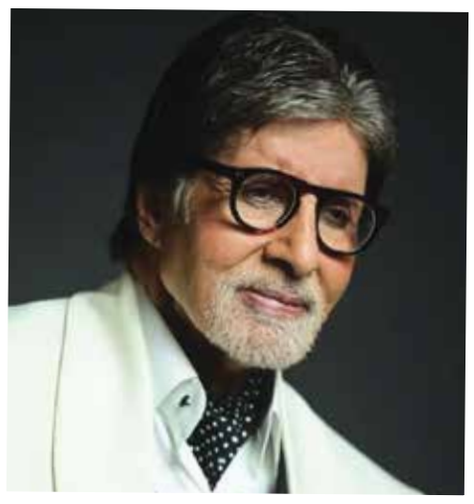

মাইক্রো কম্পিউটার ডিপ্লোমার কারিনা

প্রভাবশালী কাপুর পরিবারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই পড়া-লেখায় প্রথম সারিতে। অঙ্ক বাদে সব বিষয়েই ক্লাসে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। স্কুল পেরিয়ে দু-বছর বাণিজ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরে এক বছর আইন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ। সেইসঙ্গে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে মাইক্রো কম্পিউটারের ওপর কোর্সও করেছেন পাতৌদির নবাব পরিবারের গৃহবধূ।

ঐশ্বর্য মেধা ও স্থাপত্য

প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরী। তবে শুধুমাত্র রূপেই তিনি এগিয়ে নেই, পাশোনাতেও তিনি তুখোড়। বোর্ড পরীক্ষায় নব্বই শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ঝোঁক ছিল জুলজি বিষয়ে। কিন্তু মুম্বাইয়ের রাহেজা কলেজ অব আর্টসে স্থাপত্যবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। কিন্তু মাত্র ২১ বছর বয়সে বিশ্বসুন্দরীর মুকুট পরার পর পড়া-লেখার পর্বটা আর শেষ করতে পারেননি।

শাবানা চার বিষয়ে ডক্টরেট?

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিরল সাফল্যের অধিকারী তিনি। শাবানা আজমি। তাঁর মুকুটে রয়েছে তিন-তিনটি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রির পালক। সবশেষে যুক্ত হয়েছে আরও একটি ডক্টরেট ডিগ্রির রঙিন পালক। চতুর্থবারের মতো সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন বলিউডের প্রখ্যাত এ অভিনেত্রী। যুক্তরাজ্য, দিল্লি ও কলকাতার পর এবার কানাডা থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন শাবানা আজমি। ১৯৭৩ সালে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন শাবানা আজমি। পরবর্তী সময়ে যুক্তরাজ্যের লিডস, দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ও কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয় তাঁকে।

এগিয়ে বিদ্যা

ভারতের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে সমাজবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রির অধিকারী তিনি। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের নামকরণের সার্থকতা রক্ষা করেছেন বিদ্যা বালান।

অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সোনম

সিঙ্গাপুর ও যুক্তরাজ্য থেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন তিনি। অনিল কাপুরের কন্যা সিঙ্গাপুরের ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড কলেজে পড়ালেখার পাশাপাশি সিঙ্গাপুরে থিয়েটার অ্যান্ড আর্টস বিষয়েও দু-বছর উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন। এছাড়া যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডনে পলিটিক্যাল সায়েন্স ও অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন সোনম কাপুর।

ফ্যাশন ডিজাইনার সোনাক্ষী

শত্রুঘ্ন সিনহার কন্যা সোনাক্ষী সিনহা। উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন ফ্যাশন ডিজাইনিং বিষয়ে। মুম্বাইয়ের একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে বিদ্যালাভ করেছেন জনপ্রিয় এই তারকা অভিনেত্রী।

ভূগোলবিদ সোহা

সোহা আলি খান। নয়াদিল্লির দ্য ব্রিটিশ স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন তিনি। তারপর যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলিওল কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ভূগোল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। পরবর্তী সময়ে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

অর্থনীতির ছাত্র জন আব্রাহাম

বোম্বের স্কটিশচার্চ স্কুলে পড়াশোনা। তারপর জন আব্রাহাম ভর্তি হন জয় হিন্দ কলেজে। অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তী সময়ে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন জন।

ইলেকট্রনিক্সে মাধবনের ডিগ্রি

অভিনেতা ও টিভি সঞ্চালনার পাশাপাশি আর মাধবানের ঝুলিতে রয়েছে ইলেক্ট্রনিকস বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তিনি 'মহারাষ্ট্র বেস্ট ক্যাডেট' খেতাবও পেয়েছেন।

বাংলার আরও এক শিল্পীকে হেনস্তা

লগ্নজিতার পরে স্নিগ্ধজিত। সারেগামাপা-খ্যাত এই শিল্পী গিয়েছিলেন মেদিনীপুরে। সেখানে সরকারি উদ্যোগে সৃষ্টিশ্রী মেলা শুরু হয়েছে। সেই মেলাতেই গান গাইতে গিয়েছিলেন শিল্পী। আর সেখানেই হেনস্থার শিকার হন তিনি।

কী ঘটেছে স্নিগ্ধজিতের সঙ্গে? ঘটনার পরেও নিজের ক্ষোভ গোপন করতে পারছেন না শিল্পী। স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে, মঞ্চের ঠিক নীচেই অপদস্থ করা হয় তাঁকে।

গান গাইতে গাইতে মঞ্চ থেকে নেমে আসছিলেন স্নিগ্ধজিত। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দর্শকদের সঙ্গে হাত মেলাতে আসছিলেন তিনি। কয়েকজনের সঙ্গে হাতও মিলিয়েছেন। কিন্তু তারপরেই বিপত্তি। একটু এগিয়েছেন যেই, অমনি আচমকা কেউ জোরে ধাক্কা মারেন স্নিগ্ধজিতকে। বলেন, মঞ্চে ফিরে যেতে।

স্নিগ্ধজিত মঞ্চে ফিরে আসেন ঠিকই। কিন্তু ওপরে এসে বলেন যে, যিনি ধাক্কা মেরেছেন, তিনি স্নিগ্ধজিতের চেয়েও সিনিয়র। কথাটা ভালোভাবে বললেই তো সমস্যা মিটে যেত।

এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন, এই রাজ্যে শিল্পীদের কোনও নিরাপত্তা নেই। সরকারি অনুষ্ঠানে গিয়েও অপদস্থ হতে হচ্ছে। কেউ আবার বলছেন যে, স্নিগ্ধজিতকে হয়তো নিরাপত্তার খাতিরে মঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরো ঘটনাটা তদন্ত না করলে বোঝা যাবে না।

১১৩ বছরের ভারতীয় সিনেমার মন্তাজ তৈরিতে বনশালি

সময়ের মধ্যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার শেষ করতে দৌড়োচ্ছেন তিনি, তার মধ্যে ভারতীয় তথ্য ও সম্প্রচর মন্ত্রক সঞ্জয় লীলা বনশালিকে ভারতের ১১৩ বছরের সিনেমার ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ও সন্ধিক্ষণের মন্তাজ-ট্যাবলো বানানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নতুন দিল্লিতে ২৬ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডে এটি দেখানো হবে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্র জানাচ্ছে, প্রথমে তিনি এই সম্মান ফিরিয়েই দিচ্ছিলেন যাতে তাঁর ছবি থেকে মনঃসংযোগ সরে না যায়। তিনি সময়ের মধ্যে লাভ অ্যান্ড ওয়ার শেষ করতে চান। তাঁর টিম তাঁকে পরিষ্কার জনিয়ে দেয় এই চ্যালেঞ্জ তাঁর নেওয়া উচিত। ভারতীয় সিনেমার মর্যাদাকে তুলে ধরার এই সুযোগ হারানো বোকামি হবে। ফলে গত দু মাস নাওয়া-খাওয়া ভুলে তিনি ট্যাবলো তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যেই বলা হচ্ছে, ভারতীয় সিনেমার অতি প্রিয় মুহূর্তগুলো যেভাবে ট্যাবলোতে তিনি তুলে ধরেছেন, তা অসাধারণ। বনশালির নিজস্ব স্টাইলেই এটির নির্মাণ অবিস্মরণীয় হয়েছে।

৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিটের বর্ডার ২, শো পাচ্ছে কত?

প্রজাতন্ত্র দিবসের সপ্তাহের ছুটির সুযোগ নিতে সিঙ্গল স্ক্রিনগুলো সব শো বর্ডার ২-কে দিয়েছে। মাল্টিপ্লেক্সও পিছিয়ে নেই। চার থেকে সাতটি স্ক্রিনসমৃদ্ধ হলগুলো ১৪ থেকে ২০টি করে শো দিয়েছে ছবিকে। ছবির সময়সীমা ৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিট। এর ফলে অধিকাংশ হলে দুটো শো-এর মধ্যে ব্যবধান হবে ৪ ঘণ্টা। এমনকী ৩টি স্ক্রিন আছে এমন হল, সব শো দিচ্ছে বর্ডার ২-কে, অন্য ছবিকে শো দিচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে, হলগুলো তাদের প্রতিদিনের শিডিয়্যুল ঢেলে সাজাচ্ছে এই ছবির জন্য। সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, আহান শেট্টি, মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, মেধা রানা তো অভিনয়ে আছেনই, শোনা গিয়েছে সুনীল শেট্টি, কুলভূষণ খারবান্দা, অক্ষয় খান্নাও ছবিতে থাকবেন। নির্মাতারা অবশ্য এ বিষয়ে কিছু বলেননি। ছবির মুক্তি ২৩ জানুয়ারি।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৯ মাঘ ১৪৩২

বঙ্গের পদ্মকথা

পশ্চিমবঙ্গের জমি আন্দোলনের ইতিহাসে সিঙ্গুর এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। ২০০৬ সালে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের জেরে টাটাদের ন্যানো কারখানা সিঙ্গুর থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গুজরাটের সানন্দে। শিল্পপতি রতন টাটা বাংলা ছাড়ার আগে মহাকরণে দাঁড়িয়ে নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'বলেছিলাম, মাথায় বন্দুক ঠেকালেও সিঙ্গুর ছেড়ে যাব না। কিন্তু আপনি ট্রিগারটাই টিপে দিলেন।'

সিঙ্গুরে সেই টাটাদের কারখানার পরিত্যক্ত মাঠে গত ১৮ জানুয়ারি সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগের দিন প্রধানমন্ত্রীর সমাবেশ ছিল উত্তরবঙ্গের মালদায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মোদির আরও একটি সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গে হুগলির সিঙ্গুরকে। স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় শিল্পায়ন, কলকারখানা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি অনেক কিছুর বার্তার প্রত্যাশা ছিল সিঙ্গুরবাসীর।

জনসমাগম ভালোই হয়েছিল। কিন্তু মোদির ভাষণজুড়ে থাকল অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গ। শিল্প, কর্মসংস্থান নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না প্রধানমন্ত্রী। তাতে সিঙ্গুর তথা হুগলি তথা রাজ্যের মানুষ চূড়ান্ত হতাশ। রাজ্য বিজেপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা বুঝে উঠতে পারছেন না, এত ঢাকঢোল পিটিয়ে, এত প্রচার করে প্রধানমন্ত্রীর সভার আয়োজন হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বাংলায় তাঁর মূল্যবান সময় দিচ্ছেন, অথচ কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না কেন!

কিছুদিন আগে ঘন কুয়াশার কারণে নদিয়ার হাকিমপুরে তাঁর কপ্টার নামতে না পারায় দমদম বিমানবন্দর থেকে ভার্চুয়াল সভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেও তাঁদের নাগরিকত্ব নিয়ে মোদির নীরবতা মতুয়াদের হতাশ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের তিন মাস আগে খোদ প্রধানমন্ত্রীর এই রহস্যময় নীরবতার কারণ নিয়ে তাই জল্পনার শেষ নেই।

মতুয়াগড়ের সভায় মতুয়াদের সমস্যার সমাধান দূরের কথা, নামগন্ধই করলেন না তিনি। আবার কুড়ি বছর ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে সিঙ্গুর, মোদিজি সেখানে গিয়ে ভাষণ দিলেন বটে, কিন্তু শিল্পোন্নয়ন, বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি প্রসঙ্গ মুখেই আনলেন না। রাস্তাঘাটে হামেশা মোদি-মমতা সেটিং তত্ত্বের কথা শোনা যায়। বিভিন্ন সভায় প্রধানমন্ত্রীর মূল সমস্যা থেকে দূরে থাকা তাই চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে এখন।

ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হবে বলে অনুমান করা যায়। এই পরিস্থিতিতে একদিকে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ নাম বাদ যাবে বলে আগাম ঘোষণায় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উল্লাস, অন্যদিকে এসআইআর হয়রানি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মামলায় তৃণমূলের বড় জয় বহুচর্চিত দুটি বিষয়।

সুপ্রিম কোর্ট তৃণমূলের দুটি দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে। এক) মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে স্বীকৃত নথি হিসেবে মানতে হবে নির্বাচন কমিশনকে, দুই) তথ্যগত অসংগতির জন্য যাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে, তাঁদের পুরো তালিকা প্রকাশ করতে হবে। বাস্তবে এসআইআর-এ মানুষের হয়রানি বিজেপিকে কোণঠাসা করে দিচ্ছে। অন্যদিকে, আইপ্যাক নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী চরম অস্বস্তিতে।

রাজ্য বিজেপি অবশ্য তার ফায়দা তোলার তেমন কোনও চেষ্টা করছে না। দলে গোষ্ঠীকোন্দলও কম নয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কলকাতায় এসে প্রাক্তন ও সবচেয়ে সফল রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করার পর মনে করা হচ্ছিল, বঙ্গ বিজেপিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব আর নেই। কিন্তু ভুল ভাবা হয়েছিল। কারণ, সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যসভার সাংসদ ও বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আমন্ত্রণ পেলেও দিলীপ ব্রাত্যই ছিলেন।

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলা নিয়ে বিশেষ আশাবাদী নয়। দু'দিন আগে কেরল দখলে প্রধানমন্ত্রীকে যতটা আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ততটা আশাবাদী মনে হয়নি।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

– শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

'তিমির অবগুণ্ঠনে' এক বিকল্প পথের সন্ধানী

আজ জন্মদিনে আবেগের ঊর্ধ্বে উঠে নেতাজির রাষ্ট্রভাবনা, আদর্শগত দৃঢ়তা ও বিতর্কিত বাস্তববাদী রাজনীতির এক বস্তুনিষ্ঠ পুনর্মূল্যায়ন।

শুভময় সরকার

এআই

প্রতিটি ঋতু অজান্তেই চিহ্নিত হয়ে যায় কিছু স্মৃতি এবং অভ্যাসে, যেমন বৈশাখ মানেই নববর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথ, তেমনই জানুয়ারি এলেই কোথাও এক স্বদেশভাবনা আমাদের স্মৃতি এবং আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে যায় সেই কোনকাল থেকে। এই আবহমান স্মৃতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম বহন করে নিয়ে চলেছি আমরা। জানুয়ারি পড়লেই ক্যালেন্ডারে শেষ সপ্তাহের দিকে চোখ চলে যায় অজান্তেই। ২৩ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারি, বিশেষত জানুয়ারির ২৩ তারিখটি আমাদের বঙ্গজীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হ্যাঁ, কারণ 'নেতাজি'র জন্মদিন। সুভাষচন্দ্র বসু থেকে অনেক কাছের হয়ে আছেন আমাদের কাছে 'নেতাজি' হিসেবেই। বহুকাল আগের সেইসব ছুটির দিনের দুপুরগুলো মনে পড়ে। খাওয়াদাওয়ার পর মা পড়ে শোনাচ্ছেন শৈলেশ দে-র সেই বিখ্যাত বই 'আমি সুভাষ বলছি'র প্রথম খণ্ড থেকে কিছু অংশ। মায়ের আবেগমাখা কণ্ঠের উচ্চারণে সেই কৈশোরকালেই আমার মনের গভীরে মূর্ত হয়ে উঠছেন এক নায়ক, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি-সঙ্গী ভগৎ সিংয়ের সেই আওয়াজ 'বঙ্গাল কা শের আ গয়া', মায়ের সেদিনের সেই পাঠ আজও যেন আমার কানে ভাসে। হ্যাঁ, তিনি এভাবেই সুভাষচন্দ্র বসু থেকে 'নেতাজি' হয়ে উঠলেন আমার এবং আমার মতো লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে। ২৩ জানুয়ারির ভোর মানেই স্মৃতি এবং ইতিহাসের এক অদ্ভুত অনুভূতি আর আবেগ। হয়তো বা এই আবেগ একজন রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্রকে অতিমানব কিংবা 'সুপার-হিরো' হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। এটা কতটা সেই মানুষটিকে সঠিকভাবে চেনার বা বিশ্লেষণ করার পক্ষে ঠিক, সেটা ভিন্ন আলোচনার পরিসর কিন্তু এটাই বাস্তব।

রাষ্ট্রভাবনার রূপকার

তিনি অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী, বহুমাত্রিক ও বিতর্ক উদ্দীপক চরিত্র যাঁর জীবনের রহস্যময় পরিসমাপ্তি তাঁকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে হয়তো বা। নেতাজি কি কেবলমাত্র এক বিপ্লবী নেতা..! তাঁকে শুধুই বিপ্লবী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করলে তাঁর বহুমাত্রিকতাকে উপেক্ষা করা হবে। নেতাজি একজন গভীর চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সংগঠক, কূটনীতিক এবং নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রভাবনার এক রূপকার। জাতীয়তাবাদ (যাকে 'স্বদেশভাবনা' বলাটাই শ্রেয়), সামরিক সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক কূটনীতি সব পরিসরেই তাঁর স্বচ্ছ ভাবনার প্রকাশ লক্ষ করি আমরা। তাঁর নিজস্ব ভাবনা এতটাই স্বচ্ছ ছিল যে তিনি কোনও পরিস্থিতিতেই সেই ভাবনা থেকে সরে আসতে চাননি। জাহাজ থেকে নেমে সুভাষচন্দ্র প্রথম যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি গান্ধিজি। সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজের কাছ থেকে আদৌ কি পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব? ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে কেনই বা তিনি পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন...! সেদিন গান্ধিজি কিন্তু সুভাষের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। তিনি বরং কলকাতায় গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

স্পষ্ট বিশ্বাস

এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করলাম সুভাষচন্দ্রের ভাবনার স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে। আসলে আদর্শগতভাবে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা – কোনও আপস, ধাপে ধাপে অগ্রগতি এসবকে তিনি সরাসরি নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাসের জায়গাটা ছিল খুব স্পষ্ট – ঔপনিবেশিক শাসন ভাঙতে হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তার শক্তির জায়গাতেই আঘাত করতে হবে এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রগঠনে সুভাষচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক কিন্তু স্পষ্ট – রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকবে সামাজিক ন্যায়, অর্থনৈতিক সাম্য এবং শোষণহীন এক ব্যবস্থার দিকে এগোনো। তবে তাঁর এই ভাবনা অন্ধ অনুকরণ নয় বরং ভারতীয় বাস্তবতায় অভিযোজিত। একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গান্ধির অহিংস আন্দোলনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ সম্পূর্ণভাবে আদর্শগত এবং কৌশলগত, ব্যক্তিগত স্তরে অসম্মানের কোনও জায়গাই ছিল না। সশস্ত্র সংগ্রামের পথে গিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন উত্তর-পূর্ব দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে প্রবেশ করলেন, তার আগে দেশমাতৃকা এবং জাতির জনকের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়েছিলেন। সুতরাং গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ নিয়ে বহুল আলোচিত গল্পগাথার অনেকটাই ভিত্তিহীন। আসলে নেতাজি বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেবলমাত্র নৈতিক আহ্বানে নত করা যাবে না, সশস্ত্র প্রতিরোধ জরুরি এবং এর জন্য যা যা করার সব করতে হবে। ঠিক এই আদর্শগত জায়গাতেই গান্ধিজির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষেও সুভাষচন্দ্রের কিছু পদক্ষেপ নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, বিশেষত হিটলার এবং তোজোর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং সাহায্যপ্রার্থনা আজও বিতর্কের বিষয় কিন্তু এটাও পাশাপাশি সত্যি, তিনি তাঁর কূটনৈতিক ভাবনায় যুক্তিসংগতভাবেই এগিয়েছিলেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের প্রতীক— যেখানে আদর্শ, কৌশল ও বাস্তবতার সংঘাত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলধারার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর রাষ্ট্রভাবনা, ক্ষমতার ধারণা ও আন্তর্জাতিক সমীকরণের ব্যবহার এক বিকল্প রাজনৈতিক পথের ইঙ্গিত দেয়। আজকের আদর্শহীন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে নেতাজি তাই কেবল অতীতের কোনও চরিত্র নন, বরং এক অমীমাংসিত প্রশ্ন— যার উত্তর এখনও সময় নিজেই খুঁজে চলেছে।

আজাদ হিন্দ ফৌজ

সুভাষচন্দ্রের আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন তাঁর সবচেয়ে দৃঢ় এবং সাহসী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপে তাঁর নেতৃত্বের তিনটি দিক স্পষ্ট – সাংগঠনিক ক্ষমতা, প্রেরণা এবং কূটনীতি। প্রবাসী ভারতীয়দের সাহায্য নেওয়া এবং জার্মানির হাতে বন্দি ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রমাণ। রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতার আহ্বান নিছকই স্লোগান ছিল না সেদিন, তার বাইরেও ছিল এক মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র এবং জার্মানি ও জাপানের সঙ্গে জোট যতই বিতর্কিত হোক, ঔপনিবেশিক শাসন ভেঙে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে আন্তর্জাতিক শক্তিসমীকরণের ব্যবহার ছিল বাস্তববাদী রাজনীতি।

আরও বেশি প্রাসঙ্গিক

সময় যতই এগোচ্ছে, আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় রাজনীতির আদর্শহীনতা এবং ব্যক্তিস্বার্থের পঙ্কিলতায় আমরা যতই আবর্তিত হচ্ছি, যতই অসহায়ত্ব আমাদের গ্রাস করছে, তত যেন তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি গান্ধিজির সঙ্গে সুভাষের আদর্শগত লড়াইয়ের কথা। এ প্রসঙ্গেই সামান্য সংযোজন জরুরি, আদর্শগত চূড়ান্ত বিরোধ কিন্তু হয়েছিল জওহরলালের সঙ্গেও তবে কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধিজির অনুগামীদের সুভাষচন্দ্রকে রাজনৈতিকভাবে শেষ করে দেওয়ার নীতিগত বিরোধিতা কিন্তু নেহরু করেছিলেন। Sarvepalli Gopal তাঁর গ্রন্থের (Jawaharlal Nehru, vol.1) এক জায়গায় লিখেছেন – "He disapproved of the manner in which Bose was being hounded out after winning an election...."!

আজও এক ট্র্যাজিক নায়ক

এই নতুন সহস্রাব্দের ২৩ জানুয়ারিতে বসে আমরা আবেগহীনভাবে নির্মোহ দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হয়তো-বা বিশ্লেষণ করতে পারব না কারণ আজও যে তিনি বাঙালি তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে ভীষণভাবেই বর্তমান। সম্পূর্ণ আবেগমুক্ত হয়ে নেতাজিকে বিচার করার জন্য আমাদের আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। ইতিহাসের চুলচেরা বিশ্লেষণে তাঁর জীবনকে, রাজনৈতিক ভাবনাকে আমাদের দেখার সময় আসেনি কারণ আজও আমাদের কাছে তিনি এক Tragic Hero, 'সদা জাগ্রত এক জিজ্ঞাসা'...!

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৮২৩

শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক প্যারীচরণ সরকারের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৮৯

স্পেনের চিত্রশিল্পী সালভাদোর দালির মৃত্যু আজকের দিনে।

আলোচিত

ফর্ম-৭ গ্রহণ না হলে এবং ফর্ম-৬ আপলোড না হলে ভোট হওয়ার কোনও অর্থ নেই। নো এসআইআর, নো ভোট। ১২টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, অথচ আগুন জ্বলছে শুধু বাংলায়। ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে ক্ষমতায় থাকা যাবে না বুঝে তৃণমূল এসআইআর বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।

- শমীক ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

নয়াদিল্লিতে রাস্তার ম্যানহোলে নেমে সাফাইয়ের কাজ করছেন এক প্রৌঢ়। প্রবল শীতেও তাঁর গায়ে হাফহাতা টি-শার্ট। উশকোখুশকো চুল, রুক্ষ চেহারা। দেখে চৌধুরী হানজালা আলি নামে এক তরুণ তাঁর পরনের হুডি খুলে ওই সাফাইকর্মীকে পরিয়ে দেন ও আলিঙ্গন করেন।

ভাইরাল/২

বিয়ের পর বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ছেলে। গেটের সামনে চলছে বরণ। বরের মা ছেলেকে মিষ্টিমুখ করানোর সময় অসাবধানতাবশত চামচ থেকে রসগোল্লাটি মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কনে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় হাত বাড়িয়ে মিষ্টিটি লুফে নেন।

জনমন
জনমত

উপাসনা নাকি প্রদর্শনের উৎসব?

একালের সরস্বতীপুজো আর শুধু বিদ্যার আরাধনায় সীমাবদ্ধ নেই, সে যেন সময়ের আয়নায় দাঁড়িয়ে থাকা এক দ্বিধাগ্রস্ত উৎসব। একদিকে বীণা হাতে শুভ্রবসনা সরস্বতী, অন্যদিকে রঙিন আলো, ক্যামেরার ঝলকানি আর মুহূর্ত বন্দি করার অদম্য তাড়া। এই দুইয়ের মাঝখানেই আজকের সরস্বতীপুজো তার অর্থ খুঁজে ফেরে।

আগে বসন্তপঞ্চমীর সকালে বইখাতা বুকে জড়িয়ে বসে থাকত এক আশ্চর্য নীরবতা। কলমে ছিল লাজুকতা, পাতায় ছিল স্বপ্ন। আজ সেই জায়গায় ঢুকে পড়েছে রিল, স্টোরি আর 'পারফেক্ট ফ্রেম'-এর খোঁজ। সরস্বতীর সামনে মাথা নত করার আগেই মোবাইল তুলে নেওয়া হয়- বিদ্যার প্রার্থনা যেন ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বদলে যাচ্ছে।

একালের সরস্বতীপুজো আসলে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। আমরা একদিকে সাফল্যের প্রদর্শনে ব্যস্ত, অন্যদিকে গভীরে কোথাও জানি, বিদ্যা মানে শুধু ফলাফল নয়, বিদ্যা মানে সংযম, প্রশ্ন করতে শেখা, অন্যায়কে না বলা। সরস্বতীর বীণার তার যেন আজও কাঁপে সেই প্রশ্নে, আমরা কি সত্যিই শিখছি, না কেবল তথ্য সংগ্রহ করছি?

এই পুজো তাই আমাদের কাছে শুধু উৎসব নয়, এক ধরনের আত্মসমীক্ষা। মণ্ডপের আলো নিভে গেলে, ফুল শুকিয়ে গেলে, ছবির লাইক কমে গেলে তখন কী থাকে? থাকে কি সেই শেখার দায়বদ্ধতা, সেই মানবিক বোধ? যদি থাকে, তবেই সরস্বতী আমাদের জীবনে সত্য হয়ে ওঠেন।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

২৩ জানুয়ারি হোক দেশপ্রেম দিবস

যখনই নেতাজির জন্মদিনটি আসে তখনই এক শ্রেণির পেশাদার রাজনৈতিক নেতা, যাঁরা মনেপ্রাণে নেতাজির নীতি, আদর্শ, ত্যাগ, সংগ্রাম ও কর্মকাণ্ডকে সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে রূপ দিতে আজও সক্ষম হননি, তাঁরাই শুধু এই দিনটিকে পালনের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন। যেই ২৩ জানুয়ারি পার হয়ে যায় সবাই তখন চুপচাপ। যে নেতাজি আমাদের মন, প্রাণ, হৃদয় অন্তর সর্বকাল জুড়ে রয়েছেন, সেই মহান দেশপ্রেমিক ও চিরসংগ্রামী ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্নকে কি ভারতবাসী কখনও ভুলতে পারে, নাকি ভোলা যায়?

নেতাজির মতো মহান ও তেজস্বী নেতার বিকল্প আজও যে জন্মাননি, সেকথা ইতিহাসই বলে। অথচ এহেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী আদর্শবাদী, ত্যাগী মহান নেতাকে সামনে রেখে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী পেশাদার রাজনীতিক কথায় কথায় নিজেদের নেতাজিপ্রেমী বলে জাহির করেন, শুধুমাত্র নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত থাকেন।

তাই দেশবাসীর দাবি অনুযায়ী নেতাজির জন্মদিনটিকে জাতীয় দেশপ্রেম দিবস হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে ঘোষণা করুক এবং সেইসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়ী মহান দেশপ্রেমিক নেতাজিকে 'ভারতরত্ন' খেতাবে ভূষিত করা হোক। নচেৎ দেশবাসী মনে করবে নেতাজিকে প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে আন্তরিক নয় কেন্দ্রীয় সরকার।

নেপাল দে সরকার
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নাগর নদীর তীরে ইতিহাসের নীরব সাক্ষ্য

উত্তর দিনাজপুরের বাহিন জমিদারবাড়ি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনের নতুন সম্ভাবনা উন্মোচন করছে।

চন্দ্রসিংহ মণ্ডল

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ মহকুমার বাহিন গ্রামে শতাব্দীপ্রাচীন বাহিন জমিদারবাড়ি আজও অতীতের গৌরব বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। বাহিন, চূড়ামন ও ভূপালপুর- এই তিন জমিদার বংশ ছিল জেলার সবচেয়ে প্রভাবশালী ঐতিহাসিক শক্তি। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বাহিন জমিদাররা চূড়ামন জমিদার বংশের শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। চূড়ামন এস্টেটের প্রতিষ্ঠাতা ঘনশ্যাম কুণ্ডু নবাব আলিবর্দি খাঁর কর্মচারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে রায়চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরসূরিরাই বাহিন এলাকায় জমিদারি বিস্তার করেন এবং বাহিন গ্রামে পৃথক এস্টেট গড়ে তোলেন। দুই পরিবারই রায়চৌধুরী পদবি ব্যবহার করতেন এবং তৎকালীন প্রশাসনিক কাঠামোয় উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।

বাহিন জমিদারবাড়ি রায়গঞ্জ শহর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে নাগর নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। নদীর অপর পাড়ে বিহারের কাটিহার জেলার খিজনডারি গ্রাম অবস্থিত। ফলে মোগল ও ব্রিটিশ আমলে এই অঞ্চল জলপথ-নির্ভর বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। নাগর নদী হিমালয়ের পাদদেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে কুলিক নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মহানন্দায় মেশে এবং বাহিন এস্টেটের বাণিজ্য এই নদীপথেই পরিচালিত হয়।

জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে নাগর নদীর তীরে প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদে পোড়া ইট, লোহার দণ্ড, চুন-সুরকি এবং ব্যাসল্ট পাথরে খোদিত দেবদেবীর নকশা ব্যবহৃত হয়। স্থাপত্যে ইন্দো-সারাসেনিক শৈলীর প্রভাব দেখা যায় এবং

খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, সূক্ষ্ম জালি ও মিনারসদৃশ মোটিফ নির্মিত হয়। একসময় দোতলা প্রাসাদের বারান্দা থেকে নাগর নদী ও বিহারের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যেত। নদীর দিকে ধাপে নামা স্নানঘাটে জমিদার পরিবারের নারীরা জলক্রীড়া করতেন।

প্রাসাদ সংলগ্ন অঞ্চলজুড়ে মন্দির, কাছারি, কুঠি ও পুকুর বিস্তৃত ছিল। বর্তমানে উঁচু ঢিপি এলাকায় বাহিন বাসস্ট্যান্ড ও বাজার গড়ে উঠেছে। স্থানীয় যোগেন্দ্রনাথ দাশের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, শৈশবে তিনি প্রাসাদের সম্পূর্ণ কাঠামো দেখেছেন। জনশ্রুতি ও সীমিত নথির উপর ভিত্তি করেই আজ ইতিহাস পুনর্গঠন করা হচ্ছে।

বাহিন এস্টেটের অধীনে বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, হাটবাজার ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালিত হত। মো-গল আমলে মনসবদারি প্রথায় জমিদাররা সেনা সরবরাহ করতেন। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারি ব্যবস্থাকে আইনি রূপ দেয়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালের এস্টেট অ্যাকুইজিশন অ্যাক্টে এই প্রথার অবসান ঘটে।

শিক্ষা বিস্তারে উদয়নচন্দ্র রায়চৌধুরীর অবদান উল্লেখযোগ্য। নন্দলাল সিং বিহার বিধানসভার সদস্য হন এবং রাজেন্দ্র প্রসাদের সহযোগী হিসেবে পরিচিতি পান। জনশ্রুতি অনুযায়ী, ঈশ্বরচন্দ্র রায়চৌধুরী নাগর নদী থেকে প্রাপ্ত দুর্গামূর্তি স্থাপন করে পুজোর সূচনা করেন। পরবর্তীকালে ডাকাতির আতঙ্কে ১৯৬৫ সালে পরিবার প্রাসাদ ত্যাগ করে এবং ভারত সেবাশ্রমকে দায়িত্ব দেয়। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহ্য কমিশন প্রাসাদকে হেরিটেজ বিল্ডিং ঘোষণা করে। আজ এই ঐতিহাসিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিত পর্যটনশিল্প গড়ে উঠলে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫২

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। থেমে থেমে চলার ভঙ্গি ৩। চক্রবাক পাখি ৫। আশকরা ৬। নারীর কেশবিন্যাস ৮। ফাজিল লোক ১০। মাহাত্ম্য, গৌরব ১২। উন্নত, উচ্চ ১৪। টুপিবিশেষ ১৫। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী, শ্রীচৈতন্যের মা ১৬। ভৃত্য, পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। জলরাশির ভরপুর ভাব ২। চাঁদ, শিব ৪। মহাভারতে বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ অরণ্যবিশেষ ৭। প্রণালী, পদ্ধতি, ধরন, প্রথা ৯। ভূমিপুত্র, মঙ্গলগ্রহ, আকাশ ১০। অতি ধার্মিক বা মহৎব্যক্তি, যে ব্যক্তি মূলধন জোগায়, বৈষ্ণব পদকর্তা ১১। যে মাসের পূর্ণিমা মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্ত, অগ্রহায়ণ মাস ১৩। উধাও, অদৃশ্য

সমাধান ■ ৪৩৫১

পাশাপাশি : ১। বড়াই ৩। দানাপানি ৪। মহান ৫। ধন্যবাদ ৭। লহু ১০। রবি ১২। হাতযশ ১৪। ধরনা ১৫। শস্যাগার ১৬। তর্জন।

উপর-নীচ : ১। বৎসল ২। ইমন ৩। দানধর্ম ৬। বাজার ৮। হুজ্জত ৯। শশধর ১১। বিবিজান ১৩। বনাত।

বিন্দুবিসর্গ

এনজেপির নাম বদলে জেলার লাভ-লোকসান

অঙ্ক কষছে জলপাইগুড়ি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন নিয়ে জলপাইগুড়িতে নানা মুনির নানা মত। কেউ এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শিলিগুড়ির সঙ্গে মিলিয়ে করার প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন। কেউ আবার এনজেপির নাম পরিবর্তন হলে প্রতিবাদে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তবে, সমাজমাধ্যমে অধিকাংশই মনে করছেন, এনজেপি স্টেশনের নাম বদলে দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্টেশন করা হলে জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য স্টেশন করতে হবে জলপাইগুড়ি রোডকে। সেক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুরুত্ব বাড়িয়ে একাধিক ট্রেনের স্টপ হলে আখেরে ক্ষতি নেই জলপাইগুড়ির। যে সমস্ত ট্রেনের এখনও এনজেপিতে স্টপ রয়েছে অথচ জলপাইগুড়ি রোডে নেই, রাজধানী সহ এমন প্রতিটি ট্রেনের স্টপ জলপাইগুড়ি রোডে দিতে হবে। অন্যথায় নাম পরিবর্তন মানা হবে না। তবে বিশেষ করে জলপাইগুড়ি শহরের একাংশ বাসিন্দা এর বিরোধিতা করে বলেছেন, স্টেশনের নাম পরিবর্তনের নেপথ্যে জেলার অঙ্গচ্ছেদের চেষ্টা করা হলে সেটা মানা হবে না।

সার্কিট বেঞ্চ তৈরি নিয়ে দীর্ঘদিন টানাপোড়েন চলেছিল জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির মধ্যে। আন্দোলনের জেরে শেষপর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরেই। এবার এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন নিয়ে অবশ্য সরাসরি সংঘাত চাইছে না জলপাইগুড়ি।

শিলিগুড়ির বাসিন্দারা থেকে রাজনৈতিক নেতারা নাম পরিবর্তনের যুক্তি হিসেবে বলছেন, জলপাইগুড়ি শহর থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের দূরত্ব ৪০-৪৫ কিলোমিটার। স্টেশনটি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত হলেও শিলিগুড়ির লাগোয়া। এজন্য বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের কাছে নাম নিয়ে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

শিলিগুড়ির যুক্তিতে আপত্তি তুলছে না জলপাইগুড়ি। বরং তারা দেখতে চায়, এতে জলপাইগুড়ির লাভক্ষতি কী হল। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক অভ্র বসু বলেন, 'প্রথমে দেখতে হবে নাম পরিবর্তন হলে আমাদের জলপাইগুড়ি রোডে নতুন ট্রেনের স্টপ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাড়তি সুবিধে হল কি না। যদি এমনটা হয় যে এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শিলিগুড়ি হওয়ার মানে সেটিকে রেলমন্ত্রক থেকে দার্জিলিং জেলার স্টেশন হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন হিসেবে রোড স্টেশনকে ধরা হচ্ছে, তাহলে আশা করব এখানে ট্রেনের স্টপও বাড়বে। সেক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনে কোনও সমস্যা নেই। আমাদের একটাই দাবি থাকবে নাম পরিবর্তন হোক, কিন্তু জলপাইগুড়ি স্টেশনে রাজধানী সহ সমস্ত ট্রেনের স্টপ দিতে হবে।'

■ নাম পরিবর্তনের নেপথ্যে জেলার অঙ্গচ্ছেদের চেষ্টা হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

■ নাম পরিবর্তন হলে জলপাইগুড়ি স্টেশনে রাজধানী সহ সমস্ত ট্রেনের স্টপ দেওয়ার দাবি

■ তবে এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন নিয়ে সংঘাত চাইছে না জলপাইগুড়ি

এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তনের দাবির তীব্র বিরোধিতা করে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জলপাইগুড়ি সংগ্রামী মঞ্চ। জলপাইগুড়ি জেলার অংশের কোনও সরকারি সম্পত্তির নাম পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হলে আবার সার্কিট বেঞ্চের ধাঁচে আন্দোলন শুরু হবে বলে মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক আইনজীবী গৌতম পাল জানিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে আগামী দু-তিনদিনের মধ্যেই জলপাইগুড়ি সংগ্রামী মঞ্চ বৈঠকে বসতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

এক সময় আলিপুরদুয়ার ছিল জলপাইগুড়ি জেলার অংশ। জেলা ভাগ হওয়ার কারণে আলিপুরদুয়ার জেলার অধীনে চলে গিয়েছে বহু চা বাগান। সেক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিরও সম্মুখীন হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা। এনজেপি স্টেশনের নাম বদলে শিলিগুড়ি করার দাবি উঠতেই ফের জেলার অঙ্গচ্ছেদের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকেই। জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা কল্লোল বিশ্বাস বলেন, 'এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে শিলিগুড়ি স্টেশন করার দাবি নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু দেখতে হবে নাম পরিবর্তনের আড়ালে জেলার অঙ্গচ্ছেদ না হয়। এরপর যেন দাবি করা না হয় এনজেপি স্টেশনকে দার্জিলিং জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হোক। সেটা মেনে নেওয়া যাবে না।'

শহরের বাসিন্দা তথা জলপাইগুড়ি নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাবের সম্পাদক ভাস্কর দাস বলেন, 'বাইরের অনেকেই নিউ জলপাইগুড়ির সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরকে মিলিয়ে ফেলেন। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনকে শহরের মুখ্য স্টেশন করতে গেলে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নাম পরিবর্তন দরকার। শোনা যায়, অনেক ট্রেনের স্টপ নিউ জলপাইগুড়িতে আছে বলে জলপাইগুড়ি রোডে তা করা যাচ্ছে না। শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে জলপাইগুড়ি রোডে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপ দেওয়া দরকার।'

চারদিন দাঁড়িয়ে মালগাড়ি। নাগরাকাটার কাঁঠালতলায়।

ট্রেনে অবরুদ্ধ কাঁঠালতলা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২২ জানুয়ারি : নাগরাকাটার কাঁঠালতলা এলাকায় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জমিতে জনভোগান্তি চরমে পৌঁছেছে। স্টেশনের অদূরেই একটি মালগাড়ি গত চারদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকায় এলাকার কয়েকশো বাসিন্দা চূড়ান্ত যাতায়াত যন্ত্রণার শিকার হচ্ছেন। রেললাইনের এক পাড়ে নাগরাকাটা বাজার এবং অন্য পাড়ে কাঁঠালতলা ও সার্কাস লাইন এলাকা অবস্থিত। ফলে নিত্যপ্রয়োজনেই স্কুল পড়ুয়া, চা বাগানের শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও সাধারণ গৃহবধূদের এক পাড় থেকে অন্য পাড়ে যেতে হয়। বর্তমানে কোনও উপায় না থাকায় বাসিন্দারা ট্রেনের বগির তলা দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করছেন। বিষয়টি দেখা হচ্ছে বলে আলিপুরদুয়ার রেল ডিভিশন অবশ্য জানিয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই সমস্যা নাগরাকাটায় নতুন কিছু নয়। স্টেশনের শেষ লাইনে যখন কোনও ট্রেন দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, তখন তার বগিগুলি কাঁঠালতলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে যাতায়াতের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্মী প্রসাদ নামের এক বাসিন্দা জানান যে, ট্রেনের তলা দিয়ে পার হতে গিয়ে অনেকেই আঘাত পাচ্ছেন। রোপনা প্রসাদ নামের এক মাছ বিক্রেতা প্রতিদিন বয়স্ক মানুষের এই দুঃসহ ভোগান্তি প্রত্যক্ষ করছেন। কয়েক বছর আগে এভাবেই লাইন পার হওয়ার সময় আচমকা ট্রেন ছেড়ে দেওয়ায় এক তরুণ মারাত্মক জখম হয়েছিলেন বলে স্থানীয় বাসিন্দা ছবিলাল ছেত্রী জানান।

ভৌগোলিক সমস্যার কারণে এলাকার মানুষের এই ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার আক্ষেপ, 'ট্রেনের তলা দিয়ে যেতে অত্যন্ত ভয় লাগে। কিন্তু বিকল্প পথে যেতে হলে প্রায় দুই কিলোমিটার পথ ঘুরতে হয়।' শুক্রবার সরস্বতীপুজো থাকায় বৃহস্পতিবার বাজারে উপচে পড়া ভিড় ছিল। পুজোর কেনাকাটা করতে এসে অসংখ্য মানুষ এমন বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করতে গিয়ে নাকাল হন।

■ বিকল্প পথ না থাকায় কয়েকশো মানুষ প্রতিদিন ট্রেনের নীচ দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন

■ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ফুট ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস নির্মাণের দাবি বাসিন্দাদের

এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ফুট ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাসের দাবি জানিয়ে আসছেন। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল জানান, বিষয়টি একাধিকবার রেল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের মতে, 'জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে মন্ত্রকের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।' মালগাড়িটি সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে খবর।

বাইক ও স্কুটারের সংঘর্ষ

নাগরাকাটা, ২২ জানুয়ারি : বাইক ও স্কুটারের মুখোমুখি সংঘর্ষে জখম হলেন দুজন। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার গ্রাসমোড় চা বাগান লাগোয়া ৪ নম্বর গেটের সামনে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। আহত স্কুটারচালকের নাম ভোলানাথ ছেত্রী। বাড়ি লুকসান মোড়ে। অপর জখম বাইকচালকের নাম জানা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ভোলানাথ স্কুটার চালিয়ে ৪ নম্বর গেটের দিকে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় উলটো দিক থেকে আসা বাইকটি তাঁর স্কুটারে ধাক্কা মারে। দুই চালকই রাস্তায় ছিটকে পড়েন। এরপর স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে ভোলানাথকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হলে পরিবারের লোকেরা তাঁকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করান। অপর আহত ব্যক্তিও একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

পঞ্জিকা বলতে একটাই
নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা ®
Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

পরিবারের সঙ্গে সেই ছাত্র।

পরীক্ষার মুখে কমিশনের তলব

রাজগঞ্জ, ২২ জানুয়ারি : সামনেই বড় পরীক্ষা, আর কয়েকদিন পরেই বসতে হবে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে। কোথায় বইখাতা নিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারবেন তা না, নথিপত্র হাতে নিয়ে এখন এসআইআর-এর শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন রাজগঞ্জের বেদদ্যুতি বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন তাঁকে ডাকা হয়েছে, তার কারণ স্পষ্ট করে জানেন না তিনি।

রাজগঞ্জের বাবুপাড়ার বাসিন্দা বেদদ্যুতি। কমিশন থেকে তাঁকে নথিপত্র নিয়ে দেখা করতে বলা হয়েছে। বাধ্য হয়ে বৃহস্পতিবার ক্যাম্পে হাজির হন তিনি। ক্ষোভের সঙ্গে বেদদ্যুতি বলেন, 'কী কারণে ডাকা হয়েছে, আমাকে সেসব কিছু বলা হয়নি। তাই ২০০২ সালে বাবা-মার ভোটার লিস্টের জেরক্স কপি এবং আমার আধার কার্ড, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড সহ অন্যান্য নথিপত্র জমা দিয়েছি।' তাঁর অভিযোগ, 'আমার বাবা রাজগঞ্জ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। আমার মনে হচ্ছে তার জন্যই আমাকে হয়রান করা হচ্ছে।'

ছেলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন বাবা অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তো সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলে বলেন, 'মনে হচ্ছে বেশিরভাগ তৃণমূল কর্মীদের ডাকা হয়েছে।'

সুখানী গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ইসরাইল হক মেজাজ হারিয়ে বলেন, 'মুসলমানদের মধ্যে বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পদবির কোনও মিল থাকে না। শুধু সেই কারণেই আমার চড়িয়াপাড়া বুথের ২৫০ জনকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। টোটো করে আসতে গেলে যাতায়াতে ৮০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। গরিব মানুষগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে সারাদিন পড়ে থাকলে কত টাকা খরচ হয়?'

বিএলও-কে ঘরবন্দি করে বিক্ষোভ

তিনবার নথি দিয়েও নোটিশ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপ করার পর তথ্যগত গরমিলের কারণে তিনবার উপযুক্ত নথি জমা করেও এসেছে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্রেন্সি' নোটিশ। হাজিরা দেবার জন্য যেতে হবে প্রায় ২২ কিমি দূরে ময়নাগুড়ি শহরে। এই ক্ষোভে বৃহস্পতিবার প্রায় সাত ঘণ্টা বিএলও-কে একটি স্কুলের ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের বক্তব্য, একাধিকবার উপযুক্ত নথি জমা করেও নির্বাচন কমিশনের কোনও ভুলের কারণে গ্রামবাসীকে হয়রানিতে ফেলা হচ্ছে। লজিক্যাল ডিসক্রিপ্রেন্সির শুনানির জন্য তাঁরা এত দূরে যেতে চান না। গ্রামেই শুনানির দাবি জানানো হয়। এদিন ঘটনাটি ঘটে ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ধর্মপুর বাগানবাড়ি এলাকায়। ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস থেকে নির্বাচন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে যান। ভোটপট্টি ফাঁড়ির ওসি তেনজিং ভুটিয়ার নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরাও যান। দীর্ঘ বিক্ষোভের পর সন্ধ্যায় বিডিও অফিসের আধিকারিকদের আশ্বাসে বিএলও-কে ঘর থেকে বাইরে বের করে আনা হয়।

ময়নাগুড়ির বিডিও তথা ময়নাগুড়ি বিধানসভার এইআরও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'বাসিন্দাদের প্রস্তাব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ওই গ্রামের বাসিন্দাদের কাছাকাছি কোথাও শুনানির ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেই চেষ্টা চলছে।'

ময়নাগুড়ি ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬/২৩৯ ও ১৬/১৪০ নম্বর বুথের বাসিন্দারা এদিন বিক্ষোভে শামিল হন। ১৬/১৩৯ নম্বর বুথে ১৭৩ জন ও ১৬/১৪০ নম্বর বুথে ৮৬ জনের লজিক্যাল ডিসক্রিপ্রেন্সির নোটিশ এসেছে।

প্রথমবার নথি জমা দেবার পর তা পুনরায় যাচাই করার জন্য কমিশনের থেকে বলা হয়। দ্বিতীয় দফায় নথি জমার পরও তৃতীয় দফায় ফের নথি জমা করতে বলা হয়। বিএলও সেই তথ্য নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করেছেন। এতকিছুর পরও নোটিশ আসায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। এই কারণে এদিন ১৬/২৩৯ নম্বর বুথের বিএলও নবিউল ইসলামকে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের একটি ঘরে তালাবন্ধ করে আটকে রাখা হয়। ১৬/২৪০ নম্বর বুথের বিএলও বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে এলাকা থেকে সরে যান। বাসিন্দাদের বক্তব্য, একই নথি কতবার পেশ করব? নোটিশ পাওয়া অনেক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অসুস্থরা রয়েছেন। বিক্ষোভে শামিল লালু রহমান বলেন, তিনবার নথি জমা করেছি। এখন শুনছি ফের বিডিও অফিস গিয়ে নথি দেখাতে হবে। জমির পুরোনো দলিল, বাবার উপযুক্ত কাগজ দেখানোর পরেও হেনস্তা করার জন্য শুনানিতে ডাকা হচ্ছে।

নূর ইসলাম হক নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, '২০০২ সালে ভোটার লিস্টে বাবার নাম রয়েছে। আমার স্কুল সার্টিফিকেট দেখানোর পরেও আমার লজিক্যাল ডিসক্রিপ্রেন্সির নোটিশ এসেছে। এত দূরে গিয়ে আমাদের নথি দেখানো সম্ভব না।' একইরকমভাবে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানান এলাকার বাসিন্দা সামসুল মহম্মদ, মহম্মদ আমিনুর রহমানরা। এদিকে বিএলও নবিউল ইসলাম বলেন, বাসিন্দাদের থেকে বারবার নথি নিয়ে অনেক কষ্ট করে আমাকে পোর্টালে আপলোড করতে হচ্ছে। এখন বাসিন্দারা কেউই নোটিশ নিতে চাইছেন না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে সেটা জানিয়েছি।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন বিডিও অফিসের আধিকারিকরা।

> **২০০২ সালে ভোটার লিস্টে বাবার নাম রয়েছে। আমার স্কুল সার্টিফিকেট দেখানোর পরেও লজিক্যাল ডিসক্রিপ্রেন্সির নোটিশ এসেছে। এত দূরে গিয়ে নথি দেখানো সম্ভব না।**
>
> **নুর ইসলাম হক**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

এসআইআর নিয়ে ভোগান্তি, বিডিও'র দ্বারস্থ

নাগরাকাটা, ২২ জানুয়ারি : এসআইআর-এ চা বাগান ও বনবস্তি সহ নানা এলাকার সাধারণ মানুষকে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে। মানছে বিজেপিও। ভোগান্তি দূর করার জন্য প্রশাসনের তরফে যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক হেল্প ডেস্ক ও শুনানি ডেস্কের ব্যবস্থা করা হয় এমন দাবিতে সরব হয়েছে গেরুয়া শিবির। বৃহস্পতিবার বিজেপি'র পক্ষ থেকে একদল প্রতিনিধি এই দাবিতে নাগরাকাটার বিডিও জয়প্রকাশ মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করেন। দলের নেতারা এজন্য তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর দায়ভার চাপিয়ে দিয়েছেন। বিজেপি'র জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজ ভুজেল বলেন, 'এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। প্রশাসন একাজে পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করছে।' যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের চা শ্রমিক সংগঠনের নাগরাকাটা ব্রাঞ্চ কমিটির সভাপতি আজাদ আনসারি বলেন, 'বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা চিহ্নিত করার নামে দিন আনি দিন খাই গোছের একেবারে সাধারণ মানুষকে নানা ধরনের নথিপত্র নিয়ে শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার যে কর্মসূচি চালু হয়েছে তা শুধু অমানবিকই নয়, চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। নির্বাচন কমিশন ও সেইসঙ্গে বিজেপিকে এর পুরো দায়ভার নিতে হবে। আমরা আগেও বলেছি কমিশন বিজেপি'র অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে।' বিজেপি নেতারা এদিন বিডিও'র সঙ্গে দেখা করার পর বলেন, এসআইআর-এর মূল উদ্দেশ্য স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা। এটা নির্বাচন কমিশন করছে। এর সঙ্গে বিজেপি'র কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূল মানুষকে ভুল বোঝানোর খেলায় মেতে উঠেছে।

সেমিনার

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : স্টার্টআপের খুঁটিনাটি নিয়ে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। অংশ নেয় মোট ৯০ জন পড়ুয়া। পড়ুয়ারা কীভাবে নিজেদের আইডিয়াকে কাজে লাগিয়ে কোম্পানি খুলতে পারে, সেবিষয়ে আলোচনা করেন 'স্টারআপ কি পাঠশালা'-র কো-ফাউন্ডার প্রভাত দাস। প্রভাত বলেন, 'আমাদের দেশে অনেক বিনিয়োগকারী রয়েছেন, যাঁরা ছোট ছোট স্টার্টআপ কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ করেন।' বিনিয়োগের জন্য কীভাবে আবেদন করতে হয়, তা নিয়েও তিনি আলোচনা করেন।

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ

সংশোধনী

কিছু ট্রেনের পরীক্ষামূলক স্টপেজ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে **১৩১৬৩/১৩১৬৪ শিয়ালদহ-সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের ধুলিয়ানগঙ্গা স্টেশনে পরীক্ষামূলক স্টপেজ শুরু হওয়ার তারিখে সংশোধন করা হয়েছে।** সংশোধিত তারিখ সহ ধুলিয়ানগঙ্গা স্টেশনে **১৩১৬৩/১৩১৬৪ শিয়ালদহ-সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেসের** পরীক্ষামূলক স্টপেজের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ট্রেন নং এবং নাম	স্টেশন	সময়সূচি		যে তারিখ থেকে থামবে
		পৌঁ.	ছা.	
১৩১৬৩ শিয়ালদহ-সহরসা হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৩.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর)	ধুলিয়ানগঙ্গা	০৫.০২	০৫.০৪	২৪.০১.২০২৬
১৩১৬৪ সহরসা-শিয়ালদহ হাটেবাজারে এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৪.০১.২০২৬ থেকে কার্যকর)		২৩.৩৩	২৩.৩৫	২৪.০১.২০২৬

দ্রষ্টব্যঃ এই ট্রেনটির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

মালার মতো জড়িয়ে আছে নদী

মালবাজারের নামকরণ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন লেপচা ভাষা থেকে এর নামকরণ, কারও মতে এক ব্রিটিশ আধিকারিকের নামে রাখা হয়েছে নাম।

কোন নামে ডেকে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২২ জানুয়ারি : মালবাজার শহরের নাম ছড়িয়ে রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী এই শহরের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৮৯ সালে মালবাজার শহরে রূপান্তর হলেও তার ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরোনো। ১৭৭২ সালের আগে বর্তমান মালবাজার শহর এবং ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস ছিল লেপচা জনজাতির। সেসময়ে মাল নদীকে তাঁরা 'মালং লা' নামে অভিহিত করতেন। তাঁদের ভাষায়, 'মালং' কথার অর্থ 'মালার মতো' এবং 'লা' শব্দের অর্থ নদী। যার অর্থ, 'মালার মতো নদী'। এমনিতেও মাল নদীর নকশা অর্ধচন্দ্রাকৃতি। সেই 'মালং লা' থেকেই বর্তমান মাল নদীর নামকরণ বলে মত একাংশের। প্রবীণ আদিবাসী লেখক তেজকুমার টোপ্পোর মতে, পরবর্তীতে সেই নদীর তীরে গড়ে ওঠা জনবসতির নাম হয় মালবাজার।

ব্রিটিশ আমলে যদিও মালবাজার নামের পরিবর্তে 'মাল' নামটি বেশি প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালীন ডাকঘর এবং রেলস্টেশনে উল্লেখ ছিল মাল নামটি। যদিও শহরের প্রবীণ নাগরিক তথা প্রাক্তন কাউন্সিলার হরেন্দ্রনাথ ঘোষের দাবি, 'মোটামুটি ১৮৯০ সালের দিকে এই এলাকায় ম্যালকম সাহেব নামের এক ব্রিটিশ আমিন ছিলেন, যিনি এই এলাকার জমি জরিপ এবং বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁকে সংক্ষেপে মাল সাহেব নামে ডাকা হত। তাঁর নামেই এই এলাকার নাম হয় মাল। পরবর্তীতে মালের পেছনে বাজারজুড়ে হয় মালবাজার।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাধীনতার আগেই বর্তমান দৈনিক বাজার এলাকায় গ্রামের টাটকা সবজি, মাছ এনে দোকান বসত। অনেকের মতে, সেই বাজার থেকেই নাম হয় মাল বাজার।

বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে আরও একটি তথ্য। ভুটানের শাসনকালে এই এলাকা ছিল ডুয়ার্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জোত বা ভূমি কর সংগ্রহের কেন্দ্র। ১৮৬৫ সালের পর থেকে আবার ব্রিটিশরা বলপ্রয়োগ করে সেই জায়গা থেকে কর সংগ্রহ করত। এই এলাকায় নগদ অর্থের পরিবর্তে সংগ্রহ হত বিভিন্ন সামগ্রী বা কাঁচামাল। সেই থেকে এই অঞ্চলের নাম হয় মাল জোত। তবে সরকারিভাবে এই জোতের নাম ছিল বাটাইগোল জোত। পরে এই জায়গায় রবিবারের সাপ্তাহিক বাজার বসা শুরু হলে, এলাকার নাম হয় বাটাইগোল বাজার। যা পরে পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায় মালবাজারে।

তবে এটা নিশ্চিত যে, মালবাজার শহর কয়েক দশকের শহর নয়, অন্তত্পক্ষে ২৫০ বছরের প্রাচীন ইতিহাস মালবাজারের। এই এলাকায় এক সময়ে ছিল ইউরোপীয় ক্লাব, চিনা বসতি সহ প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন। ১৯৩০ সালে তৈরি পশ্চিম ডুয়ার্সের একমাত্র পেট্রোল পাম্প এখনও সচল। যদিও ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত সেই পাম্পের নাম ছিল ক্যালটেক্স পেট্রোল পাম্প (আমেরিকান কোম্পানি)। এখনও অনেকেই সেই নামেই চেনেন সেটা। পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক স্বপনকুমার ভৌমিক বলেন, 'শহরের নামকরণের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এই শহর যে সকলকে আপন করতে পারে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর
শিলিগুড়ি জোনাল ইউনিট
ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

নিম্নে বর্ণিত অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যাদের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে তারা পলাতক রয়েছেন এবং তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর (এনসিবি) তাদের প্রত্যেকের জন্য ১০,০০০/- টাকা নগদ পুরস্কার ঘোষণা করছে, যারা এই সকল ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে তথ্য প্রদানের দ্বারা সহায়তা করবেন।

এনসিবি ক্রাইম নং ২৩/ ২০১৭ (ঝন্টু সরকার, প্রাণ বন্ধু সরকারের পুত্র, ফালিমারি, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ২৩/ ২০১৭ (রাম সরকার, শ্রীনিবাস সরকারের পুত্র, ফালিমারি, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০১৯ (যোগেশ্বর বর্মন, প্রয়াত শিবচরণ বর্মনের পুত্র, গ্রাম- বারাভিটা, পোস্ট- দুমুখা, থানা- কোতোয়ালি, কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ৩৩/ ২০২২ (গোবিন্দ মণ্ডল, প্রয়াত মনোরঞ্জন মণ্ডলের পুত্র, ব্রহ্মোত্তর কাসালডাঙ্গা, পোস্ট- আকরাহাট বন্দর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ২৫/ ২০২৩ (আত্রাফুল আলম, আমজাদ মিঞার পুত্র, চামতা, পোস্ট- চামতা, থানা- শীতাই, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০৪/ ২০২৪ উকিল চন্দ্র বর্মন, প্রয়াত সামারু বর্মনের পুত্র, গ্রাম- দক্ষিণ কোনাছত্র, পোস্ট- ব্রহ্মোত্তর ছত্র, থানা- সিতাই, জেলা- কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৬৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০৮/ ২০২৪ (হারাধন সরকার, লক্ষ্মণ সরকারের পুত্র, নিশিগঞ্জ, পোস্ট- নিশিগঞ্জ, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০২৫ (গোপাল বিশ্বাস, আশানন্দ বিশ্বাসের পুত্র, পূর্ব ভোগডাবরি, মাথপালা, পোস্ট- শীতলকুচি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

এনসিবি ক্রাইম নং ০২/ ২০২৫ (অনন্ত বিশ্বাস, অমর বিশ্বাসের পুত্র, পূর্ব ভোগডাবরি, মাথপালা, পোস্ট- শীতলকুচি, থানা- সাহেবগঞ্জ, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৬১৫৭-এর বাসিন্দা)

দ্রষ্টব্য ঃ তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে। তথ্যদাতা শিলিগুড়ি এনসিবি-এর নির্দিষ্ট কর্মকর্তার সাথে ০৩৫৩-২৯৯৯৬২৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন। মোবাইল : ৮২৭৮২০০৯০৬ এবং ইমেল : slgzu-ncb@gov.in

(জোনাল ডিরেক্টর)

CBC 19126/11/0135/2526

সরস্বতী মহাভাগে

॥ জয় জয় দেবী চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে ॥

সরস্বতীপুজো কেবল দেবী আরাধনা নয়, বরং তা প্রেম, জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও প্রকৃতির এক যৌথ উদযাপন। ঋগ্বেদীয় নদী থেকে জ্ঞানের দেবী হয়ে ওঠার বিবর্তনের পাশাপাশি এই পুজো আমাদের জীবনে বসন্তের মাধুর্য ও কামদেব-রতির প্রেমচেতনাকে গেঁথে দেয়। তবে আধুনিক আড়ম্বরের চাকচিক্যে আসল শিক্ষা ও সংযমের জায়গাটি আজ বড়ই সংকটে। সংস্কৃতি, মেধা ও ঐতিহ্যের সেই সন্ধিক্ষণকে বুঝতে উত্তরবঙ্গ সংবাদের এই বিশেষ নিবেদন।

এক জ্ঞানের প্রবাহের নাম

রিমি দে

শীতকুয়াশা কিছুটা হালকা হয় একটু একটু করে। মাঠে মাঠে সর্ষে ফুলের হলদে ঢেউ। উত্তুরে বাতাসের প্রকোপ সামান্য কমের দিকে। গাছের ডালে ডালে কুঁড়ি। বাতাসে এক অদ্ভুত নতুন ঘ্রাণ। ঠিক তেমন আবহাওয়ায় তিনি আসেন, কণ্ঠে বসন্তের সুর নিয়ে। শীতকালের শেষ সামাজিক উৎসব। সরস্বতীপুজো। দেবী সরস্বতী - যিনি বাক, সুর ও সৃষ্টির দেবী, তাঁর আবির্ভাব মানেই প্রকৃতির নীরবতা শীতলতা ভেঙে রং ও ছন্দের এক আশ্চর্য শুরু।

বসন্ত ও সরস্বতীর আগমন

'সরস্বতী এলে বসন্ত আসে'- বাংলার ঘরে ঘরে এমন একটি কথা আছে। হলদে শাড়ি ও পাঞ্জাবি, পলাশ, শিমুল, কাঁচা হলুদ মাখা শরীর, কচিপাতার সবুজ এবং না ফোটা প্রেমের প্রথম সংকোচ- সবটা মিলিয়েই সরস্বতী ও মানব মন প্রস্তুত হয় বসন্তের মধুময় কুহুর জন্য। সেইজন্যই হয়তো বা সরস্বতীপুজোর দিনটি বাংলার 'ভ্যালেন্টাইন দিবস' হিসেবে পালন করে আজকের জেন জেড এবং আলফারা!

যদিও শীত এখনও পুরোমাত্রায় এই বঙ্গে। প্রকোপ তবুও কিছুটা কম। বাতাসে ফুটে ওঠা রোদ ঝলমলে হাসি। কুঁকড়ে থাকা হিমঋতুকে বিদায় দিয়ে বসন্তের ডাক নিয়ে দেবী সরস্বতী আসেন প্রাণপ্রাচুর্যের বার্তা চারদিকে ছড়িয়েই। সত্যিই তিনি এক বর্ণময় সৃজনের, প্রেমের, জ্ঞানের দেবী। বাকপতি বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা। ইন্দ্রও বাকপতি। বৃহস্পতি পত্নী (জ্ঞানের গুরু বৃহস্পতি এবং জ্ঞানের দেবী সরস্বতী সেই অর্থে)। (পরবর্তীকালে ব্রহ্মা পত্নী) সরস্বতীও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জ্যোতিস্বরূপা সরস্বতীও জ্ঞানময়ী। এই দেবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। কোথাও দেবী এককভাবে আসীন আবার কোথাও ব্রহ্মার পরিবারভুক্ত দেবতারূপে, কোথাও বা বিষ্ণুর পরিবারের দেবতারূপে।

নদী থেকে দেবী

সরস্বতীর জন্ম= ব্রহ্মার চিন্তা ও বাকশক্তির প্রকাশ।

ব্রহ্মার সঙ্গে সম্পর্ক=মানসকন্যা ও সহধর্মিণী দুই-ই।

দার্শনিক অর্থে সৃষ্টি ও জ্ঞানের অভিন্নতা।

আসলে সরস্বতীর পরিচয় বহুরৈখিক। শাস্ত্রে শ্বেতপদ্মাসনা সরস্বতীর উল্লেখ আছে। ঋগবেদে নীল ও শ্বেতপদ্মের কথা বহুবার উচ্চারিত হয়েছে। 'আদিতমা মাতৃমূর্তি' প্রবন্ধে পাওয়া যায়, তিরিশ হাজার বছর পূর্বে মানুষ তার অপটু হাতে চুনাপাথরে খোদাই করেছিল আসন্ন প্রসবা নারীমূর্তি। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে উর্বরতার ধারণাটি চেতনে বা অবচেতনে অবস্থিত। আলো এবং জল নতুন প্রাণ সৃষ্টির এই হল প্রধান দুটি শর্ত। কিন্তু এই আলো ও জলের সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক কী? উত্তরে বলা যায় স্বয়ং সরস্বতীই আলো এবং জল। ঋগবেদে সরস্বতী দ্বিরূপা। জ্যোতিরূপা ও নদীরূপা। জ্যোতিরূপে সরস্বতী অগ্নি এবং নদী রূপে জল। ম্যাক ডোনেল পৃথিবীর স্থানীয় দেবতাদের আলোচনাতে rivers-এর মধ্যে সরস্বতীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সরস্বতী নদী তীরবর্তী অঞ্চলেই প্রথমত আর্যদের বসবাস। প্লক্ষ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে বিপুল কলেবরের সরস্বতী নদী ছিল আর্যদের অন্নসম্পদদায়িনী। সরস্বতীর কাছে এভাবে সমৃদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যেই আর্যদের প্রার্থনা উর্বরতার ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত। সরস্বতী প্রথমে মাতা ও নদী। পরবর্তীকালে দেবী। ঠিক যেমন মাতৃস্তন্যে শিশুর পুষ্টি, সরস্বতীর নদীজলে পুষ্ট খাদ্যসম্পদে তীরবাসীদের জীবনের বিকাশ। সম্ভবত এই কারণেই মাতা ও নদী সমতুল। আবার মাতৃদুগ্ধ ও জলধারার একটি একটি সাধারণ প্রতিশব্দ পয়ঃ। সরস্বতী তীরভূমি ছিল অতিউর্বর, প্রচুর শস্য উৎপাদক এবং পশুচারণযোগ্য। কিন্তু দু'কূলপ্লাবী বন্যায় সেই উর্বর অঞ্চল ছেড়ে যাতে অনুর্বর অঞ্চলে যেতে না হয়, সেই প্রার্থনাও শোনা যায়। সরস শব্দের অর্থ জ্যোতি। সেই অর্থেই সরস্বতী অগ্নিরূপা তথা জ্যোতিরূপা। মূলত পৌরাণিক কালেই সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা করা হয়ে গেছে। ইনি কিন্তু নারীরূপেই কল্পিতা। সারা বিশ্বের উর্বরতা ও প্রজননের দেবতা নারীমূর্তিতেই কল্পিত। মানুষের চিরকালীন উর্বরতার কামনা মাটি ও মানবীর কাছে। মানুষ তাই অধিক ফসলের আশায় জলের কামনা করেছে। ঋগবেদে সরস্বতীকে অম্বিতমে, দেবীতমে বলা হয়েছে।

জলপ্রবাহ থেকে জ্ঞানপ্রবাহ

ঋগবেদে আছে, 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতী'। আবার নদীতমেও বলা হয়েছে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে সরস্বতী হয়ে ওঠেন কৃষিকর্মের সহায়িকা। সরস্বতী নারী, উর্বরতা এবং প্রজননবাদের দেবী বলেই দেশে-বিদেশে তার বহু অনাবৃত বক্ষ ও নগ্ন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপুজো হয়। জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী 'দেবী সরস্বতী' প্রবন্ধে লিখেছেন, শীতকাল হল জড়তার কাল। মাঘের পঞ্চমী তিথি থেকেই জড়তা কেটে যেতে থাকে। শীত ঋতুতে প্রথম বসন্তের ছোঁয়া। তাই সরস্বতীর আবির্ভাবে সকল জড়তার মুক্তি ঘটে। মনের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুও পরিবর্তিত হয়। দেবী সরস্বতীর বাহন বা বাহনকেন্দ্রিক বিষয়টিও উর্বরতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। দেবী সরস্বতীর বাহন বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। সর্বশেষ ও স্বীকৃত বাহন হল হংস। লক্ষ করলে দেখা যায়, হংসের প্রজনন ক্ষমতা অসামান্য। মহাভারতে বলা হয়েছে, সরস্বতী নদী একসময় দৃশ্যমান ছিল, পরে তার কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এই অদৃশ্য হওয়া রূপকার্থে ধরা যেতে পারে। সেটা এইরকম যে, বাহ্য জলপ্রবাহ থেকে অন্তর্গত জ্ঞানপ্রবাহের দিকে যাত্রা। মৎস্য ও ব্রহ্মপুরাণে বলা হয়েছে, সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞ ও বেদপাঠ হত। সরস্বতী প্রথমে নদী, পরে দেবী। প্রথমে জলপ্রবাহ পরে বাকপ্রবাহ। দৃশ্য থেকে অদৃশ্যে। বাহ্য থেকে অন্তরে তার গতি প্রবাহিত। তাই সরস্বতীপুজো শুধু দেবীপুজো নয়, মানুষের ভেতরের জ্ঞানের নদীকে জাগ্রত করে তোলার এক আনুষ্ঠানিক উদযাপন...

আরাধনার রূপান্তর

আশুতোষ বিশ্বাস

'বীণা রঞ্জিত পুস্তক হস্তে'— এই শ্লোক উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি চেতনায় বিদ্যাদেবী সরস্বতীর কায়া আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। শুভ্রবসনা, শান্ত, সংযত, বাক ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। তাঁর আরাধনা মানেই বিদ্যার প্রতি অকুণ্ঠ প্রার্থনা, বইখাতা ছুঁয়ে প্রণাম, শিক্ষাগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা এবং জ্ঞানের পথে আত্মনিবেদন। কিন্তু সময়ের নিয়মেই সময় বদলেছে। বদলেছে বৈদিক আরাধনার রূপ, বদলেছে জ্ঞান আর জীবনকে উপলব্ধির গভীরতা। আজকের সরস্বতী আরাধনা কি আদৌ শ্বেতভুজা বিদ্যাদেবীর আরাধনা, নাকি এক ধরনের সামাজিক উৎসব?

অথচ কয়েক বছর আগেই তো দেখেছি, সকালসকাল মা নিমপাতা কাঁচাহলুদ শিলনোড়ায় বেটে তার মধ্যে ঘানির খাঁটি সর্ষের তেল মিশিয়ে কাঁসার বাটিতে রেখে দিতেন। সকালসকাল সক্কলকে সারা শরীরে মেখে তবেই স্নানে যেতে হত। সরস্বতীপুজোয় নির্জলা উপোস করে থাকতে হত। টিউবওয়েলের চাপা কলের গরম গরম ধোঁয়া ওঠা জলে স্নান সেরে নতুন পাঞ্জাবি পরে বিদ্যাদেবীর শাগরেদ হয়ে নিজের নিজের স্কুল অথবা পাড়ার পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়ার ঘটা। সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ খেয়ে তারপর ঘরে আসা, সারাদিনের জন্য আমাদের ঘুরে বেড়ানোর অনাবিল স্বাধীনতা। দিদিরা, মেয়েরা হলুদ শাড়ি পরে সেদিনের জন্য পুজোমণ্ডপে দেবীর আরাধনায়— সেই সুযোগে পাড়াময় ঘুরে বেড়ানো।

এখনও মনে আছে শ্রীপঞ্চমীর দিন বেশ ঠান্ডা লাগত। শীত যাই যাই করেও যেত না। দোর্দণ্ডপ্রতাপ শীত-বিক্রমের শেষ কামড়। গরম জল ছাড়া স্নান করার কথা ভাবাই যেত না। সরস্বতীপুজো ছিল মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক। স্কুল-কলেজের উঠোন, স্কুল, প্রাইভেট টিউশন স্যারের বাড়িতে ঘরের এককোণে দেবীর আসন পাতা হত। পুজোর দিন পড়াশোনা বন্ধ থাকলেও মন ছিল বিদ্যার কাছেই। হাতেখড়ি, বইবাঁধা, কালি-দোয়াত ছোঁয়া— এসব আচার নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়, ছিল জ্ঞানচর্চার প্রতি প্রতীকী অঙ্গীকার। পুজোর পরিবেশে ছিল সংযম, ছিল শুদ্ধতা, ছিল এক ধরনের নৈঃশব্দ্য। মনে হত বিদ্যাদেবী নিঃশব্দেই আমাদের ঐকান্তিক আচারনিষ্ঠ আন্তরিকতায় মগজে 'জ্ঞানরাশি' ঢুকিয়ে দেবেন— তারই নিঃশব্দ যাপন প্রতীক্ষা।

আজ দিকে দিকে শিক্ষাঙ্গন অথবা বিদ্যাচর্চাকেন্দ্রগুলিতে সরস্বতীপুজোর ছবি একেবারেই আলাদা। পাড়ায় পাড়ায় চমকপ্রদ মণ্ডপ, উচ্চগ্রামে ডিজে, চটুল গানের দাপট, রঙিন আলো— সব মিলিয়ে দেবীর উপস্থিতি আড়ম্বরের ধাক্কায় যেন আড়ালে চলে যাচ্ছে। সরস্বতীপুজো এখন বহু ক্ষেত্রে 'ইভেন্ট'-এ পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে, বিদ্যা এখন অনেকের কাছেই শুধুই চাকরি পাওয়ার হাতিয়ার। মূল্যবোধ, মানবিকতা, মননের চর্চা ক্রমশ কোণঠাসা। সেই প্রেক্ষিতে সরস্বতীপুজোও যেন বাহ্যিক উৎসবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছে। প্রয়োজন আত্মসমীক্ষার। সরস্বতীপুজো যদি শুধুই শব্দবাজি আর উচ্ছ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে বিদ্যার দেবীর প্রতি অবিচারই করা হবে। বিদ্যার দেবী যেন কেবল মণ্ডপে নয়, আমাদের মননেও অধিষ্ঠিত হন— এই কামনাই হোক বসন্তপঞ্চমীর প্রকৃত প্রার্থনা।

লাইক কুড়ানোর মরিয়া প্রতিযোগিতা

মলয় চক্রবর্তী

বাঙালির সরস্বতীপুজো ছিল মেধা, মনন ও শৃঙ্খলার এক নিভৃত উদযাপন। কিন্তু আজ সেই চেনা সংস্কৃতি ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। ভক্তি আর বই-খাতার স্তূপের জায়গা দখল করেছে মোবাইল ক্যামেরার অপ্রাসঙ্গিক দাপট, সাজগোজের নামে কুরুচিকর ফ্যাশন শো আর শহর থেকে গ্রাম- সর্বত্রই অপ্রাপ্তবয়স্কদের প্রাণঘাতী 'রেকলেস ড্রাইভিং'। উৎসবের জৌলুস ও দৃশ্যমানতা বাড়লেও আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে বিনয় ও সংযম। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক- আমরা কি সত্যি বিদ্যার দেবীকে আরাধনা করছি, নাকি স্রেফ আত্মপ্রদর্শনী আর উন্মাদনার জন্য একটি অজুহাত খুঁজছি? সরস্বতীপুজো আজ বিদ্যার আরাধনা নয়, বরং কিশোর-কিশোরীদের আত্মপ্রদর্শনীর এক বার্ষিক 'কার্নিভাল'। স্কুলের প্রাঙ্গণে বই-খাতা সাজিয়ে দেওয়া সেই বিনম্র শ্রদ্ধা এখন ফিকে; তার জায়গা নিয়েছে দামি পোশাক আর সোশ্যাল মিডিয়ায় 'লাইক' কুড়ানোর মরিয়া প্রতিযোগিতা। দেবীর উপস্থিতি এখানে স্রেফ গৌণ এক নেপথ্য কারুকার্য। সমাজের পচনশীল অগ্রাধিকার আজ শৈশবকে সময়ের আগেই সাবালক করে দিয়েছে, যেখানে শিক্ষার শৃঙ্খলার চেয়ে সস্তা হুজুগ আর উগ্র দেখনদারিই বড় সত্য।

যুক্তি দেওয়া হয়- প্রজন্ম বদলেছে, তাই প্রকাশের ভাষাও ভিন্ন। কিন্তু সেই 'ভাষা' যখন ডিজে বক্সের কানফাটানো আওয়াজ আর বেপরোয়া বাইক রেসিং-এ পর্যবসিত হয়, তখন তাকে আধুনিকতা বলা দায়। শ্রদ্ধার জায়গা নিয়েছে সস্তা 'শো-অফ, আর সংযমের জায়গায় জাঁকিয়ে বসেছে প্রকাশ্য অসংযম। বাগদেবীর আরাধনার নামে এই যে ঝুঁকির মহড়া আর রুচিহীন মাতামাতি- একে অন্তত 'উৎসবের আনন্দ' বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। মূলত, আমরা সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে আসলে এক চরম বিশৃঙ্খলাকেই প্রশ্রয় দিচ্ছি।

সরস্বতীপুজো উৎসবের দিন, আনন্দের দিন- এ নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু আনন্দের নামে যখন শালীনতা আর দায়িত্ববোধের সীমারেখা মুছে যায়, তখন তাকে 'সাংস্কৃতিক বিবর্তন' বলে আড়াল করা অসম্ভব। প্রজন্ম বদলালে উদযাপনের ধরন বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু বিদ্যার দেবীর সামনে দাঁড়িয়ে ন্যূনতম সৌজন্যবোধ বজায় রাখাই তো এই সময়ের আসল শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। পুজো যদি কেবল সোশ্যাল মিডিয়ার ফ্রেম আর উচ্চকিত উন্মাদনার মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, তবে বুঝতে হবে আমরা বিদ্যার সারমর্মই হারিয়ে ফেলেছি। সরস্বতীপুজো কেবল ক্যালেন্ডারের একটি তারিখ হয়ে না থেকে বরং শুভবুদ্ধি ও মননশীলতার উৎসবে পরিণত হোক- তবেই এই আরাধনা সার্থক।

প্রেম, সৌন্দর্য ও সৃজনের চিরন্তন উৎসব

পঙ্কজকুমার ঝা

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বসন্তপঞ্চমী কেবল ঋতু পরিবর্তনের সংকেত নয়, বরং এটি জীবনে প্রেম, সৌন্দর্য ও সৃজনশীল শক্তির আগমনের উৎসব। শীতের জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতি যখন হলুদ আভায় নিজেকে সাজিয়ে তোলে, তখনই বসন্তপঞ্চমীর আবির্ভাব ঘটে। এই দিনটি বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনার পাশাপাশি প্রেমের দেবতা কামদেব ও তাঁর অর্ধাঙ্গিনী রতির স্মরণের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত।

মুদ্গল পুরাণ অনুসারে, কামদেবের বাস যৌবন, সুন্দর পুষ্প, সংগীত ও মধুরসের মধ্যে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋতুদের মধ্যে 'বসন্ত' বলে অভিহিত করেছেন। বসন্তকালে প্রকৃতির প্রতিটি কণা নতুন প্রাণের স্পন্দনে মুখর হয়ে ওঠে। পুরাতন পাতা ঝরে যায় এবং বনভূমি নতুন অলংকারে সজ্জিত হয়। পলাশের লাল রং আর কোকিলের কুহুতান পরিবেশকে মোহময় করে তোলে। প্রাচীনকালে এই দিনটি 'মদন উৎসব' হিসেবে উদযাপিত হত। বিশ্বাস করা হয়, কামদেব তাঁর পুষ্পবাণে সৃষ্টির হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করেন।

পৌরাণিক চেতনায় কামদেব ও রতি হলেন দাম্পত্য প্রেমের প্রতীক। কামদেব 'অনঙ্গ' বা দেহহীন হলেও তাঁর প্রভাব সর্বব্যাপী। শিবের তেজে কামদেবের ভস্মীভূত হওয়ার কাহিনীটি ইঙ্গিত দেয় যে, প্রেম যখন কেবল ভোগে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তার বিনাশ ঘটে। কিন্তু ত্যাগ ও তপস্যার মাধ্যমে সেই প্রেমই আবার পুনর্জন্ম লাভ করে। রতির বিরহ ও সাধনা প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রেম শাশ্বত। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কিংবা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'— সংস্কৃত সাহিত্যের পরতে পরতে বসন্ত ও প্রেমের এই অমোঘ বর্ণনা পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগে মদন উৎসবের বাহ্যিক ঘটা কিছুটা কমলেও তার মূল চেতনা আজও অমলিন। বসন্তপঞ্চমীতে হলুদ বসন পরিধান এবং সরস্বতীপুজো আসলে ইতিবাচকতা ও সৃজনশীলতারই আহ্বান। এই উৎসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, করুণা ও প্রেম ছাড়া জ্ঞান অর্জন অপূর্ণ থেকে যায়। চরক সংহিতাতেও এই দিনে প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যৌবন প্রস্ফুটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলায় এই দিনটি 'শ্রীপঞ্চমী' নামে পরিচিত। এখানে সরস্বতী কেবল বিদ্যার দেবী নন, তিনি শিল্প ও সংগীতের প্রেরণা। রবীন্দ্রসাহিত্যেও বসন্ত এসেছে আত্মজাগরণের গান হয়ে। গ্রামীণ বাংলার সর্ষেখেত আর আম্রকুঞ্জের মুকুল আজও প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে এক নিবিড় সংলাপ তৈরি করে। এভাবেই বসন্তপঞ্চমী কামদেব-রতির প্রেমচেতনা ও সরস্বতীর বিদ্যাবোধকে একসূত্রে গেঁথে রাখে।

ফুল নয়, মিলছে কুঁড়ি

ময়নাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজোয় অপরিহার্য পলাশ ফুল। অথচ বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি বাজারে দেখাই মিলল না সেই ফুলের। এদিন বাজারে শুধু পলাশ ফুলের কুঁড়িই বিক্রি হয়েছে। কয়েকটি পলাশ ফুলের কুঁড়ি বিক্রি হয়েছে কুড়ি টাকায়। ময়নাগুড়ি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ফুল বিক্রেতা পিন্টু রায় বলেন, 'সাধারণত মাঘ মাসের শেষের দিকে পলাশ ফুল ফোটে। সেই কারণেই গোটা বাজারে ফুলের কুড়ি বিক্রি হচ্ছে। ফুলের দেখা পাওয়া যায়নি।'

ময়নাগুড়ি সুভাষনগর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৌমিক চক্রবর্তী বলছেন, 'বহু কষ্টে একটি পলাশ ফুল সংগ্রহ করতে পেরেছি স্কুলের পুজোর জন্য। গোটা বাজারে কোথাও পলাশ ফুল নেই। কারণ এবার সরস্বতীপুজো অনেকটাই আগে। মাঘের শেষের দিকে পলাশ ফুল ফোটে।'

পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৃহবধূ নমিতা চক্রবর্তী বলেন, 'পলাশ ফুলের কুঁড়ি দশ টাকার কিনেছি। সেটা দিয়েই বাড়ির পুজো সারতে হবে। বাজারের কোথাও পলাশ ফুল পাওয়া যায়নি।'

শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা মালে

মালবাজার, ২২ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজোর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত মালবাজার শহর। বিভিন্ন স্কুলে চলছে পুজোর প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ের কাজ। কোথাও চলছে আলপনা দেওয়া, তো কোথাও শ্রেণিকক্ষ সাজানোর কাজ।

মাল শহরের আদর্শ বিদ্যাভবন, সুভাষিণী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বেশ ব্যস্ত পুজোর কাজে। সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে সিজার স্কুলে আছে আলপনা প্রতিযোগিতা। এছাড়া থাকবে বিজ্ঞান প্রদর্শনীও। সিজার স্কুলের ছাত্রী অদ্রিজা দেওয়ানের কথায়, 'স্কুলের পুজোর আয়োজনে বড়দের সঙ্গে আমরা ছোটরাও সহযোগিতা করি, বেশ মজা হয়।'

এদিকে আদর্শ বিদ্যাভবনের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক উৎপল পাল জানালেন, পুজোর সব দায়িত্বে ছাত্রছাত্রীরা থাকে। শিক্ষকরা শুধু পেছনে থেকে সহযোগিতা করেন। এমন করলে তবেই ওরা দায়িত্ব নিতে শিখবে।

মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে সরস্বতীপুজোর পাশাপাশি পালন করা হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী। পাশাপাশি শহরের তরাই-ডুয়ার্স প্রেস ক্লাবেও পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। পুজোর সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া থাকলেও ঘড়ি মোড়ে বসা অস্থায়ী বাজারে বেশ ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে।

অন্যদিকে, ছোটবেলার সরস্বতীপুজোর কথা মনে করে নস্টালজিক হয়ে পড়েন মাল শহরের যন্ত্রসংগীত শিল্পী দীপক দে। তাঁর কথায়, 'এখনও ছোটবেলার সেই ২ টাকা চাঁদার কথা মনে পড়ে, বর্তমান প্রজন্মের কাছে এসব যেন গল্প কাহিনী।'

বৃহস্পতিবার আদর্শ বিদ্যাভবনে।

সরস্বতীপুজোয় প্রথম স্বাধীনতার স্বাদ

এবছর বাঙালির প্রেম দিবস অর্থাৎ সরস্বতীপুজো আর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস একই দিনে। সকালে স্কুল বা কলেজে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, তারপর বাগদেবীর পুজোর অঞ্জলি দেওয়া নিয়ে বেশ উৎসাহিত পড়ুয়ারা। তবে মা-বাবার নিষেধাজ্ঞার বলয় ছাড়িয়ে প্রথমবার যারা স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করবে অর্থাৎ প্রথমবার যারা বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে ঘুরতে বেরোবে কিংবা পিকনিক করবে, তাদের পরিকল্পনা কী? তারা কি উত্তেজিত, নাকি নার্ভাসও? এমনই কয়েকজন ছেলেমেয়ের কথা শুনলেন অনীক চৌধুরী ও অনসূয়া চৌধুরী।

একা বের হওয়ার সুযোগ

গতবছর থেকেই চেষ্টা করছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে সরস্বতীপুজোয় ঘুরতে বের হতে। কিন্তু বাবা একদম ছাড়তেন না। পড়ার ব্যাচে পর্যন্ত দেওয়া-নেওয়া করতেন। এবার অনেক কষ্ট করে বিকেলে তিন ঘণ্টার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরার অনুমতি পেয়েছি। আমাদের স্কুল (এফডিআই), জিলা স্কুল, শিশুনিকেতন সহ আরও কিছু স্কুলে যাব। কোথাও একটা দাঁড়িয়ে ফুচকা, চাউমিন পার্টি করব। ৮টায় আবার বাবার সঙ্গে কোর্টের সামনে দেখা করতে হবে। যাইহোক এবার অন্তত একা বের হওয়ার সুযোগ তো পেলাম, এটাই অনেক।

তমোঘ্ন সেন
নবম শ্রেণির ছাত্র

বন্ধুবান্ধবী মিলে প্ল্যান

আগে বন্ধুদের সঙ্গে তো পুজোয় অনেক ঘুরেছি। এবার বন্ধুবান্ধবী সকলে মিলে প্ল্যান করেছি। কলেজের পুজোর দায়িত্বও আমাদের। কলেজের পুজো, খাওয়াদাওয়া শেষে সকলে মিলে তিস্তা উদ্যান, স্পার যাওয়ার প্ল্যান হয়েছে। ওখান থেকে বেরিয়ে কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে ইভনিং স্ন্যাকস, তারপর স্কুল-কলেজ সব ঘুরে ডিনার সেরে বাড়ি। বন্ধুবান্ধবী সকলে মিলে গ্রুপ হিসেবে প্রথম প্ল্যান, তাই এক্সাইটমেন্টের সঙ্গে নার্ভাসনেসও রয়েছে।

দেবজ্যোতি কুণ্ডু
কলেজ পড়ুয়া

প্রথমবার সরস্বতী দর্শন

আমার এবার প্রথম জলপাইগুড়ির পুজো দেখার সুযোগ। আমার বাড়ি শিলিগুড়ি। এখানে এসি কলেজে ভর্তি হয়েছি। তাই পুজোর দিন সকালে বাড়ির পুজো সেরে, পুরোনো স্কুলে যাব। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে জলপাইগুড়ি আসব। এখানে নতুন বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল-কলেজের পুজো দেখব। সন্ধ্যায় নাকি প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠান হয়, সেটা দেখে পিজিতে ফিরব। কোথায় খাওয়াদাওয়া হবে সেটা লোকাল বন্ধুদের উপর ছেড়েছি।

ইশা রায়
কলেজ পড়ুয়া

সকালে বেরোনোর অনুমতি

প্রতিবছর বাবা-মা আমাকে নিয়ে সরস্বতীপুজোয় ঘুরতে বেরোন। কিন্তু আমার বন্ধুরা নিজেরাই ঘোরে। আমি এবার বাড়িতে বলেছি আমিও বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে বেরোব। প্রথমে বাবা একটু ঝামেলা করেছিলেন, কিন্তু পরে মা বলায় বাবাও রাজি হয়ে গিয়েছেন। তাও শুধু সকালেই বেরোনোর অনুমতি মিলেছে। সকালে স্কুলে নেতাজি জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে অঞ্জলি দিয়ে তারপর ঘুরতে যাব। খুব উত্তেজিত লাগছে।

আয়ুষ ভট্টাচার্য
অষ্টম শ্রেণির ছাত্র

তিস্তাপাড়ে পিকনিক

আগের বছর কলেজের পুজোয় মা'র সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। প্রথমবার কলেজের সরস্বতীপুজোতে মা-বাবা কোনওভাবেই একা ছাড়েননি। কিন্তু এবছর ফুল পারমিশন পেয়েছি। সেইমতো প্ল্যান হয়েছে। প্রথমে যাব স্কুলের সরস্বতীপুজোয়, তারপর কলেজ। সেখান থেকে বেরিয়ে কিছু খাবার কিনে তিস্তাপাড়ে বন্ধুরা মিলে খাব, ওই পিকনিকের আমেজ আর কী!

রূপসা দে
কলেজ পড়ুয়া

৮ বছর পর নিজের স্কুলে

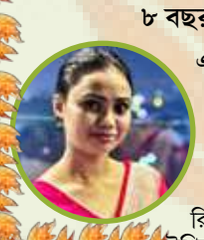

এর আগে বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে যাওয়া হয়নি। বিশ্বাস না হলেও এটাই সত্যি। আসলে মায়ের সঙ্গে ঘুরতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। তবে, এবছর বের হব বন্ধুদের সঙ্গে। ৮ বছর পর নিজের স্কুলে যাব সবাই মিলে। তারপর সেখানে বসে দুপুরে আড্ডা দেওয়ার প্ল্যান। বিকেলে অবশ্য তেমন কোনও প্ল্যান করিনি। তবে এটা কনফার্ম যে, সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে অনেকেই বাইরে থেকে শহরে এসেছে। তাই রিইউনিয়নের ফ্লেভারটা যতটা সম্ভব জিইয়ে রাখার চেষ্টা।

ঈশিকা তন্ত্র, কলেজ পড়ুয়া

মীরাবাই, রাজস্থানি ধাঁচের মূর্তির চাহিদা

অনসূয়া চৌধুরী ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : পলাশ, পদ্মের রঙিন ছটায় শহরজুড়ে সরস্বতীপুজোর আমেজ। তবে এলাকার নবীন হোক বা প্রবীণ সকলেই স্বীকার করছেন যে, আজকাল বাগদেবীর আরাধনায় বেশ খানিকটা বদল এসেছে।

প্রতিমার গঠন ও সাজও পালটেছে। কোথাও সরস্বতী প্রতিমা মীরাবাই-এর আদলে তৈরি করা হচ্ছে, কোথাও আবার রাজস্থানি স্টাইলে, কিংবা পাথরের মূর্তির ঢঙে বাগদেবী সেজে উঠছেন। গতানুগতিক শ্বেতবর্ণা, সাবেকি সাজের প্রতিমাও যেমন রয়েছে, তেমনই মূর্তি তৈরিতে আধুনিকতার ছোঁয়াও লেগেছে। সৌজন্যে মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা এআই। এআই দিয়ে তৈরি দেবীর ছবির আদলে প্রতিমা তৈরির চেষ্টায় মেতেছেন কোনও কোনও মৃৎশিল্পী।

এখন স্যোশাল মিডিয়ার ট্রেন্ড ফলো করে প্রতিমা গড়তে হচ্ছে, এমনটাই বলছেন জলপাইগুড়ির মৃৎশিল্পীরা। এমনকি কৃষ্ণনগর থেকে জলপাইগুড়িতে প্রতিমা বিক্রি করতে আসা শিল্পীদেরও একই মত। সরস্বতী আরাধনায় প্রতিমা কিনতে এসে তা কতটা ইউনিক, সেটা দেখছেন অভিভাবক থেকে পড়ুয়ার সকলেই। সঙ্গে থিমের সরস্বতীরও চাহিদা বাড়ছে। ১০০-৮০০ টাকার বিভিন্ন ছাঁচের প্রতিমা নেওয়ার আগ্রহ যেমন রয়েছে, তেমনই শহরের কুমোরটুলিতে গিয়ে নটরাজ আদলে বসা, মাটির শাড়ি, অলংকার দিয়ে বানানো একটু আলাদা ধরনের প্রতিমাও অর্ডার দিয়েছেন অনেকে।

কৃষ্ণনগর থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ও বিক্রেতা সুরত পাল বলেন, 'এবছর কিউট সরস্বতীর চাহিদা তুঙ্গে। এছাড়াও রাজস্থানি স্টাইলের প্রতিমার বিক্রিও ভালো। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিউট সরস্বতীর ছবি দেখিয়ে অনেকে আবার প্রতিমা চাইছেন।'

বৃহস্পতিবার দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের ডিবিসি রোড, দিনবাজার, স্টেশন রোড সহ বিভিন্ন জায়গায় পালদের হাতে গড়া প্রতিমার থেকে ছাঁচে ফেলা রাজস্থানি স্টাইল, নটরাজ বা মীরাবাই স্টাইলের প্রতিমার দরদাম করছেন ক্রেতারা। বাচ্চাদেরও সেগুলোই পছন্দ। এবিষয়ে এক অভিভাবক পিয়ালি মোহন্ত বললেন, 'রাজস্থানি পোশাকে মা সরস্বতী এই প্রথম দেখলাম। প্রতি বছরই শহরের মৃৎশিল্পীদের হাতে গড়া প্রতিমাই নিয়ে যাই। তবে এবছর নতুন ধাঁচের প্রতিমা কিনে নিলাম সন্তানের আবদারে।'

অন্যদিকে, আরেক বিক্রেতা তথা মৃৎশিল্পী রাজু পাল জানান, হাতে গড়া প্রতিমা বেশি আনেননি তিনি। আসলে ছাঁচের মূর্তির দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কম। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নতুন স্টাইলের প্রতিমা কেনার ঝোঁক বেশি।

ছাত্রীদের হাতেই বাগদেবীর বন্দনা

যজ্ঞের জায়গা সাজাচ্ছেন অদিতি।

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ছোট থেকেই বাড়ির নিত্যপুজো করা থেকে কলেজ কিংবা হস্টেলের দায়িত্বে দুই পড়ুয়া। বিদ্যার দেবীর সামনে বসে মন্ত্রোচ্চারণ যাতে শুদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য শেষলগ্নে চলছে রিভিশন। বসন্তপঞ্চমীর দিনে মায়ের সামনে বসে 'ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বতৈ নমো নমঃ' মন্ত্র পাঠ শোনা যাবে আনন্দচন্দ্র কলেজ ও আনন্দচন্দ্র ট্রেনিং কলেজের দুই ছাত্রীর গলায়।

মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা তনুশ্রী অধিকারী। পড়াশোনার সূত্রে তিনি আনন্দচন্দ্র কলেজের ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। টানা প্রায় ২০ দিন ধরে তিন ঘণ্টা করে পুজোর আচার, রীতিনীতি রপ্ত করেছেন। শুক্রবার তারই ফাইনাল পরীক্ষা। অবশ্য সেই পরীক্ষায় তাঁর সঙ্গী হয়েছেন তৃতীয় বর্ষের তনুষ্কা রায়, স্নেহা বর্মন, বহ্নিশিখা মজুমদারও। গার্লস হস্টেলের সরস্বতীপুজোর দায়িত্ব অবশ্য তাঁদেরই।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বেচ্ছাসেবক সৌরভ সোমের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রোচ্চারণ থেকে মুদ্রা, হোমযজ্ঞের নিয়ম- সবই শিখেছেন তনুশ্রীরা। প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বে থাকা তনুশ্রী বললেন, 'গত বছরও করেছিলাম। এবছরও সুযোগ পেয়ে খুবই ভালো লাগছে। আশা করছি সকলে মিলে মায়ের আরাধনায় কোনও ত্রুটি রাখব না।'

আনন্দচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা তথা মহিলা হস্টেলের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা আবিরা সেনগুপ্ত বলেন, 'বাড়িতে যখন দেখা যায় মহিলারা পৌরোহিত্য করেন তখন এই ধরনের পুজোতে মহিলারা কেন ভাগ নেবেন না সেই ভাবনা থেকেই এই পথে চলা।' এধরনের উদ্যোগে সাড়া দিয়ে যেভাবে ছাত্রীরা এগিয়ে এসেছে তা সত্যি প্রশংসনীয় বলে জানালেন ওই কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশিস দাস।

অন্যদিকে, আনন্দচন্দ্র ট্রেনিং কলেজেও বিদ্যার দেবীর আরাধনায় পৌরোহিত্য করবেন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী অদিতি বক্সী। বাবার কাছেই হাতেখড়ি তাঁর। গত বছর কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহে, বাবার শিক্ষায় শুরু হয়েছিল প্রথম পৌরোহিত্য করা। অদিতির কথায়, 'ছোট থেকেই বাড়িতে পুজোর পরিবেশে বড় হয়েছি। বর্তমানে পুজো থেকে বিয়ে সবেতেই মহিলারা পৌরোহিত্য করছেন। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গে। তাহলে উত্তরবঙ্গে নয় কেন? সেই ভাবনা থেকেই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি।' এ ব্যাপারে আনন্দচন্দ্র ট্রেনিং কলেজের টিচার ইনচার্জ ডঃ রাতুলা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে খুব ভালো লাগছে। কলেজের পুজোর দায়িত্ব ছাত্রীরা সামলাচ্ছে দেখে গর্ব হচ্ছে।'

আসলে পুরোহিত মানেই যে পুরুষ এই ধারণা প্রায় কয়েক বছর আগেই ভেঙে গিয়েছে। মহিলা পুরোহিত দিয়ে পুজো কিংবা বিয়ে সম্পন্ন হতে বর্তমানে কমবেশি আমরা সকলেই দেখছি। নিজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাগদেবীর আরাধনায় ব্রতী হওয়া দুই কলেজের দুই ছাত্রী ইতিমধ্যে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তাঁরাও চাইছেন, পাশ করে বেরিয়ে গেলেও এই রীতি যেন থেকে যায়।

তনুশ্রী অন্যদের সঙ্গে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

রাজপথ সেজেছে আলপনায়। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে সৌরভ দেবের ক্যামেরায়।

গাঁদা ফুলের চেন ৪০ টাকা

ময়নাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার ময়নাগুড়ি বাজারে গাঁদা ফুলের একেকটি চেন বিক্রি হয়েছে চল্লিশ টাকায়, যেখানে অন্যান্য দিনে গাঁদা ফুলের চেনের দাম কুড়ি টাকা থাকে। টেকাটুলির বাসিন্দা ফুল বিক্রেতা গৌতম রায় বলেন, 'কৃষ্ণনগরের বেথুয়াডহরি থেকে গাঁদা ফুল নিয়ে আসা হয়েছে। পুজো উপলক্ষ্যে ফুলের চাহিদা এবং বাজারদর অনেকটাই বেশি।' ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা গৃহবধূ শিবানী দাস বলেন, 'উপায় না থাকায় দ্বিগুণ দাম দিয়ে গাঁদার চেন কিনতে হয়েছে।'

স্টল বণ্টনে ক্ষোভ ময়নাগুড়িতে

তৃতীয়বারেও বাতিল হতে পারে টেন্ডার প্রক্রিয়া

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ময়নাগুড়ি শহরের পুরোনো বাজারের মার্কেট কমপ্লেক্সে স্টল বণ্টন প্রক্রিয়া নিয়ে সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের তীব্র ক্ষোভ ফের প্রকাশ্যে এল। এমনকি জেলা পরিষদের তরফে ডাকা অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সরব হলেন তৃণমূলের নেতারাই। আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। এর জেরে আগের দুইবারের মতো তৃতীয়বারেও স্টল বণ্টনের টেন্ডার প্রক্রিয়াও বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় বাজারের ভিতরে মার্কেট কমপ্লেক্সটির নির্মাণকাজ প্রায় ছয় বছর আগে শেষ হয়েছে। সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ মতানৈক্যের জেরে আগে দুইবার টেন্ডার প্রক্রিয়া বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল জেলা পরিষদ। ডিজিটাল সিস্টেমে টেন্ডার ডাকার পর আবার শহরজুড়ে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এদিকে বিষয়টি ফের ভেবে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'নিজস্ব তহবিল মজবুত করার লক্ষ্যেই এভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়ার কথা ভাবা হয়েছিল। তবে সকলের কথাও ভেবে দেখা জরুরি।'

পুরোনো বাজারের ভেতরে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের মার্কেট কমপ্লেক্স।

এদিকে, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় মার্কেট কমপ্লেক্সটি এখন ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। লোহার গ্রিল এবং স্টলের শাটারে মরচে ধরছে। এদিকে খোদ শাসকদলের নেতারাই জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

মার্কেট কমপ্লেক্সে মোট ১৪টি স্টল রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা দাম বেঁধে ডিজিটাল সিস্টেমে টেন্ডার ডাকে। এভাবে টেন্ডার ডাকলে সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী কিংবা এলাকার বেকার তরুণদের স্টল পাওয়ার আশা কম। তাই এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতিও। সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'স্টল পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এমন সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যাবে না। আগামী সপ্তাহে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদে এব্যাপারে স্মারকলিপি দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।'

সাধারণ মানুষ কিংবা শাসকদলের নেতারা সকলে চাইছেন, প্রত্যেকটি স্টলের অবস্থান অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দর বেঁধে দিয়ে জনসমক্ষে লটারির মাধ্যমে তা বিলি করা হোক। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বা ব্যবসায়ী কারও অসন্তোষ প্রকাশ করার কোনও সুযোগ থাকবে না। অতীতে বামফ্রন্ট আমলে এভাবেই স্টল বণ্টনের নজির রয়েছে।

পার্কে বসছে নেতাজির মূর্তি

ময়নাগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : শুক্রবার ময়নাগুড়ি দুর্গাবাড়ি মোড়ের সিনিয়ার সিটিজেন পার্কে বসতে চলেছে নেতাজির পূর্ণাবয়ব মূর্তি। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করবেন ময়নাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সনৎকুমার বোস। পরবর্তীতে এই মোড়ের নাম নেতাজির নামে করার চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। মূর্তিটি বসানোর জন্য দুর্গাবাড়ির দিকে কয়েকটি জবরদখল করে থাকা দোকান সরানো হয়েছে। নেতাজির মূর্তিটি বসানোর জন্য ইতিমধ্যে উঁচু বেদি তৈরি করে মার্বেল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সেখানে জাতীয় পতাকা তুলে নেতাজির মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে। ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'ময়নাগুড়ি শহরের মোট ৫টি স্থানে ৫ জন মনীষীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে ময়নাগুড়ি নতুন বাজারে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি বসানো হয়েছে। এবার নেতাজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শুক্রবার নেতাজির আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হবে।'

পাড়ায় পাড়ায়

ভ্যাটে দৃশ্য দূষণ

জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : ১০ নম্বর ওয়ার্ডের রেসকোর্সপাড়ায় আবর্জনা ফেলার যে ভ্যাটটি রয়েছে তার থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ওই ভ্যাটের জন্য দৃশ্য দূষণ হচ্ছে বলে মনে করছেন শহরবাসী। শহরবাসী তাপস মাহাতো বলেন, 'ভ্যাটের চারপাশে এমনকি রাস্তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবর্জনা পড়ে থাকে। কিন্তু প্রশাসনের এদিকে কোনও নজর নেই।' সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দীনেশ রাউত বলেন, 'আমরা ওই ভ্যাটটিকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার চেষ্টা করছি।'

তথ্য : অনসূয়া চৌধুরী

গীতা পাঠ

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : খড়িয়া সনাতনী ঐক্য মঞ্চের তরফে বৃহস্পতিবার সহস্র কণ্ঠে গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হল। এদিন আয়োজকদের তরফে দীপঙ্কর দত্ত বলেন, 'শোভাযাত্রার মধ্যে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়েছি। গীতা পাঠে প্রচুর মানুষের সমাগম লক্ষ করা গিয়েছে। আমরা কাউকে গাড়ি ভাড়া করে এখানে নিয়ে আসিনি। এরাজ্যে হিন্দু ধর্ম অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষায় আমাদের এই উদ্যোগ।' গীতা পাঠের আগে এদিন পার্কের মোড় থেকে জগন্নাথ কলোনির খেলার মাঠ পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল।

সমারোহে... কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা নিয়ে রায় সুপ্রিম কোর্টের

পুজো, নমাজ দুই-ই হবে

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : বসন্ত পঞ্চমী ও শুক্রবারের জুম্মার নমাজ একই দিনে পড়ায় মধ্যপ্রদেশের ধার জেলার বিতর্কিত ভোজশালা চত্বরে উপাসনা নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, বৃহস্পতিবার তার অবসান ঘটাল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছে, শুক্রবার ২৩ জানুয়ারি ভোজশালা চত্বরে হিন্দু ও মুসলিম—উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই নিজ নিজ আচার পালন করতে পারবেন।

আদালত নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, দুপুর ১টা থেকে ৩টে পর্যন্ত নির্দিষ্ট একটি এলাকায় জুম্মার নমাজ অনুষ্ঠিত হবে। নমাজের পর জনসমাগম দ্রুত সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, একই চত্বরে পৃথক একটি স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য প্রথাগত সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা রাখা হবে। দুই সম্প্রদায়ের জন্য প্রবেশের পথও থাকবে আলাদা।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি বিপুল পাঞ্চোলির বেঞ্চ জানিয়েছে, যাঁরা নমাজ পড়বেন, তাঁদের তালিকা জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দিতে হবে। দুই সম্প্রদায়ের জন্য প্রার্থনার বন্দোবস্ত করার পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এর পাশাপাশি তিন বিচারপতির বেঞ্চ দুই সম্প্রদায়কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রাখা এবং প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার আর্জি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে মধ্যপ্রদেশের ধার জেলায় ৮,০০০ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, যে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সিসি ক্যামেরা, সমাজমাধ্যমের ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।

গত ২৩ বছর ধরে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর নিয়ম অনুযায়ী, হিন্দুরা মঙ্গলবার এবং মুসলিমরা শুক্রবার এখানে উপাসনা করেন। ২০১৬ সালেও এই দুই তিথি একই দিনে পড়ায় ধারের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। মূল বিবাদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মামলাটি মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে ফেরত পাঠিয়েছে এবং ডিভিশন বেঞ্চকে দুই সপ্তাহের মধ্যে শুনানি শুরু করতে বলেছে। একই সঙ্গে এএসআই-এর সিলমোহর দেওয়া সমীক্ষা রিপোর্টটি প্রকাশ্য আদালতে খোলার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০২৪ সালের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় ওই স্থানে প্রাচীন মন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ মিলেছে বলে খবর।

- একই দিনে পৃথক স্থানে পুজো ও নমাজ সম্পন্ন হবে
- দুপুর ১টা-৩টে পর্যন্ত নমাজের জন্য সময় বরাদ্দ
- মূল বিবাদ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হয়েছে
- এএসআই-এর গোপনীয় সমীক্ষা রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের নির্দেশ

খাদে গাড়ি, মৃত ১০ সেনা

শ্রীনগর, ২২ জানুয়ারি : জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১০ জওয়ান। বৃহস্পতিবার জঙ্গি দমন অভিযানে যাওয়ার পথে পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনার গাড়িটি ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেলে এই বিপর্যয় ঘটে। ঘটনায় আরও ১০ জওয়ান গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেনা সূত্রে খবর, বুলেটপ্রুফ 'ক্যাসপির' গাড়িটি ভাদেরওয়াহ-চাম্বা আন্তঃরাজ্য সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় খান্নি টপের কাছে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় চড়াই-উতরাই পেরোতে গিয়ে পিছলে যায়। সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কোর সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে, 'অভিযানে যাওয়ার সময় দুর্গম পথ ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেনার গাড়িটি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে। এতে বেশ কয়েকজন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে এবং আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

জম্মু-কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা জওয়ানদের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'ডোডায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় আমাদের সাহসী জওয়ানদের মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।'

'বইতীর্থ'-এর ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বইতীর্থ' নির্মাণের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স গিল্ডের আবেদনকে মান্যতা দিয়ে ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান থেকে এই সিদ্ধান্ত জানান তিনি। একইসঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, কবি জয় গোস্বামীর মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এসআইআরের শুনানিতে তলবের বিরুদ্ধে হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়ে মমতা বলেন, 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি কোনওদিন এসআইআরে ছিল না। একমাত্র এই রাজ্যে হচ্ছে। এসআইআরের কারণে বাংলায় ইতিমধ্যেই ১১০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটা নিয়ে সবাই প্রতিবাদ করুন।'

তিনি আরও জানান, এসআইআরকে কেন্দ্র করে রাজ্যব্যাপী হয়রানির ঘটনা নিয়ে তিনি ২৬টি কবিতা লিখেছেন। ২০২৬ সালকে মাথায় রেখে এই সংখ্যক কবিতা লেখা হয়েছে। এবারের বইমেলায় নতুন ৯টি বই প্রকাশিত হবে মুখ্যমন্ত্রীর।

মাওবাদী নেতা সহ নিহত ১৫

রাঁচি, ২২ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডের চাইবাসার সারান্ডা অরণ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর হানায় মৃত্যু হল অন্যতম শীর্ষ মাওবাদী নেতা পতিরাম মাঝি ওরফে 'অনল দা'র। বৃহস্পতিবার ভোরে ছোটনাগরা থানার কুম্বাদিহ গ্রামের কাছে ওই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অনল দা সহ মোট ১৫ জন মাওবাদী নিহত হয়েছে। নিহত পতিরামের মাথার ওপর ১ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সরকার। এছাড়া ৫০ লক্ষ টাকার ইনামধারী আরও এক মাওবাদী এই অভিযানে মারা গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও ১৫টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে আরও এক শীর্ষ মাওবাদী নেতা থিপ্পিরি তিরুপতির খোঁজে গোটা এলাকা ঘিরে রেখে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মহিলা মেয়র

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি : বৃহন্মুম্বই পুরসভার (বিএমসি) মেয়র পদে বসতে চলেছেন একজন মহিলা (সাধারণ)। বিএমসি সহ ২৯টি পুরসভার মেয়র পদটি কাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে তা বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের নগরোন্নয়ন দপ্তরে এক লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। মুম্বইয়ের পাশাপাশি পুনে, ধুলে, নাগপুর পুরসভাও মহিলা মেয়র পেতে চলেছে। যদিও লটারি প্রক্রিয়া নিয়েই আপত্তি তুলেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেত্রী তথা প্রাক্তন মেয়র কিশোরী পেড়নেকার। তাঁর অভিযোগ, নিয়ম ভেঙে লটারি করা হয়েছে। সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় রিগিং করারও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মেয়র প্রার্থী হিসেবে এগিয়ে তেজস্বী অভিষেক ঘোসালকার এবং যোগীতা সুনীল কোলি।

রাতারাতি বদল মেধাতালিকায়, জটের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না স্কুল সার্ভিস কমিশনের। বুধবারই একাদশ-দ্বাদশের চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে তারা। অথচ রাতারাতি সেই তালিকা বদলে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পুনঃপ্রকাশিত তালিকায় দেখা গিয়েছে, অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে বহু পরীক্ষার্থীর নম্বর যোগ করা হয়েছে। শুধু অভিজ্ঞতার নম্বর নয়, তাদের প্রকাশিত তালিকায় এখনও বহু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে বলেই মনে করছে আইনজীবী মহল। নম্বরে গরমিল, যোগ্যদের তালিকায় স্থান না পাওয়া, নতুনরা বঞ্চিত হয়েছেন, এই ধরনের নানা অভিযোগ উঠছে। যা নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে। প্রশ্ন তুলছেন আইনজীবীরাও। ফলে নতুন এই তালিকা নিয়ে অভিযোগের জল গড়াতে পারে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত।

চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, প্রথমেই কেন সঠিক তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব হল না? তবে এসএসসি সূত্রে খবর, পুরোনো ও নতুন মিলিয়ে সমানভাবে সকল চাকরিপ্রার্থী তালিকায় সুযোগ পেয়েছেন। আগেই প্রায় ১৩০০ জন 'যোগ্য' চাকরিহারারা নথি যাচাইয়ের ডাক পাননি। তখন থেকেই তাঁরা বঞ্চিত তালিকায় চলে গিয়েছেন। এবার যাঁরা মেধাতালিকা ও ওয়েটিং লিস্টে সুযোগ পেলেন না, তাঁদের সুরাহার জন্য শীঘ্রই আদালতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন 'যোগ্য'রা। তবে শূন্যপদের ওপর ভিত্তি করে ওয়েটিং লিস্টের প্রার্থীরা আদৌ কাউন্সেলিংয়ের ডাক পাবেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। চাকরিহারা শিক্ষিকা সংগীতা সাহার কথায়, 'কাউন্সেলিং শেষ হলে তবে হিসেব করা যাবে কতজন যোগ্য সুযোগ পেলেন না। মোট হিসেব পেলে তবেই আমরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারব।' বিষয়টি নজরে এসেছে আইনজীবীদেরও। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রে যোগে ভুল করা হয়েছে। অভিজ্ঞতার নম্বর সঠিকভাবে সংযুক্ত করা হয়নি। এমনিতেই নতুন রুল নিয়ে মামলা চলছে। এই বিষয়গুলিও আদালতের সামনে আনা হবে।' আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরীর কথায়, 'সবচেয়ে বড় কথা, যোগ্যরা বার বার বঞ্চিত হচ্ছেন। ২৭ জানুয়ারি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা ফের আদালতে উঠবে। তখন এই বিষয়গুলিও জানানো হবে।' আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্তর কথায়, 'নতুন মেধাতালিকায় নানা ত্রুটি রয়েছে। কেউ বঞ্চিত হয়েছে এই অভিযোগ করলেই মামলা হবে।'

রাজ্য বিজেপিতে বিয়ে-অস্বস্তি

হিরণ-দিলীপকে নিয়ে সরস চর্চা

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : কথায় বলে 'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ'। দিঘায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে জগন্নাথ ধামে যাওয়া আর বিয়ে, এই দুই জোড়া ফাঁড়ায় দলীয় বৃত্ত থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ। সেই সময় অনেকেই মনে করেছিল '২৬-এর বিধানসভায় বিজেপির খড়্গপুর আসন হিরণের জন্য নিষ্কণ্টক হয়ে গেল। কিন্তু গত কয়েকদিনের পরিস্থিতির নিরিখে সেই হিরণই এখন মাঠের বাইরে।

পরিষদীয় বা মেঠো রাজনীতির কোনওটাতেই সেভাবে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না খড়্গপুরের বর্তমান বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। গত লোকসভা নির্বাচনের সময় তাঁর বিরুদ্ধে একবার শিবির বদলের অভিযোগ উঠেছিল। এরই মধ্যে আচমকা সমাজমাধ্যমে নিজের বিয়ের ছবি পোস্টে চর্চায় হিরণ। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত মজুমদাররা বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন বারবার।

বুধবার খড়্গপুরের আনন্দপুর থানায় হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায়ের এফআইআর দায়ের করার পর গোল বাঁধে। হিরণের নববিবাহিত স্ত্রী রীতিকা গিরির দাবি, গত পাঁচ বছর ধরেই তাঁরা একসঙ্গে থাকছেন। তাঁদের সম্পর্কের বিষয়ে অনিন্দিতা জানেন। অনিন্দিতাকে আইনমাফিক বিবাহবিচ্ছেদের নোটিশও পাঠানো হয়েছে। যদিও রীতিকার এই দাবি অস্বীকার করেই

তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছেন অনিন্দিতা। সূত্রের খবর, অনিন্দিতার পাশে দাঁড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল। ভোটের মুখে খড়্গপুর আসনে যাতে কোনও প্রভাব না পড়ে সেদিকে সতর্ক দল। বরাবরই খড়্গপুরের বর্তমান ও প্রাক্তনীর মধ্যে সম্পর্ক অম্লমধুর। হিরণের ঘটনায় সরাসরি কোনও মন্তব্য না করলেও দিলীপ ঘনিষ্ঠ শিবিরের মতে খড়্গপুরের আসন এখন 'দাদা'র জন্য নিষ্কণ্টক। কার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে সেটাই এখন দেখার।

জি রাম জি

শ্রমিকদের সঙ্গে অন্যায় : রাহুল

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : অধুনা বাতিল তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইনের সঙ্গে সদ্য তৈরি হওয়া ভিবি জি রাম জি আইনের তুলনা টানলেন রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস আয়োজিত জাতীয় মনরেগা শ্রমিকদের কনভেনশনে কেন্দ্রকে বিঁধে তাঁর তোপ, 'মোদি সরকার এর আগে কৃষকদের বিরুদ্ধে যে কালো আইনগুলি এনেছিল, সেগুলি কৃষকরা আটকে দিয়েছিলেন। যে অন্যায় কৃষকদের বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেটা এবার শ্রমিকদের বিরুদ্ধেও হচ্ছে।' তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভিবি জি রাম জি একটি জুমলা। গরিবদের অধিকারের ওপর হামলা।' জি রাম জি বিল নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতার এই সমালোচনাকে হিন্দুবিরোধী বলে পালটা তোপ দেগেছে বিজেপি। এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। মনরেগার সঙ্গে জি রাম জি-র তুলনা টেনে রাহুল বলেন, 'মনরেগা গরিবদের হাতে অধিকার দিয়েছে। যাঁদের কাজের প্রয়োজন, তাঁরা যাতে সম্মানের সঙ্গে কাজ চাইতে পারেন সেই ধারণা থেকেই ওই আইন তৈরি করা হয়েছিল। পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে মনরেগাকে চালানো হত। মনরেগা মানুষের আওয়াজ ছিল, অধিকার ছিল। একেই খতম করতে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।' মনরেগার পুনরুজ্জীবনে এবং জি রাম জি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে ১০ জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী প্রচার-আন্দোলন শুরু করেছে কংগ্রেস।

এবার রাজ্যপাল গেহলট বিতর্কে

বেঙ্গালুরু, ২২ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ুর পর এবার সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের বিরোধ বিতর্কের জল গড়াল কর্ণাটকেও। বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েই বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন কংগ্রেস বিধায়করা। তাঁরা রাজ্যপালকে ঘিরে বিক্ষোভও দেখান। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার ইউপিএ জমানার মনরেগা বাদ দিয়েছে বলে প্রথমে ওই ভাষণ পাঠই করতে চাননি রাজ্যপাল। সম্প্রতি তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল আরএন রবিও সেই রাজ্যের বিধানসভায় জাতীয় সংগীতের অবমাননা করার অভিযোগ তুলে ভাষণ পাঠ না করেই সভাকক্ষ ছেড়েছিলেন। থাওয়ারচাঁদ গেহলটের আচরণের তীব্র নিন্দা করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

বোর্ড অফ পিস গঠনের ঘোষণা

দাভোসে ট্রাম্প

দাভোস, ২২ জানুয়ারি : 'লোকে আমাকে ভয়ংকর স্বৈরাচারী শাসক বলে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে আমার বক্তৃতার এত প্রশংসা হয়েছে! তবে সত্যি বলতে, মাঝেমাঝে একজন একনায়কের প্রয়োজন হয়।' সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) মঞ্চে এভাবেই ফের বিতর্কের ঝড় তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দাভোসেই তাঁর বহুচর্চিত 'বোর্ড অফ পিস' বা শান্তি পরিষদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন তিনি। যে বোর্ডের স্থায়ী চেয়ারম্যান হবেন ট্রাম্প। পরিষদের সদস্য হিসাবে যে দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের অনেকেই এদিন বোর্ডের সনদে সই করেছে।

অনুষ্ঠানে নজর কেড়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। ট্রাম্পের পাশে বসে বোর্ড অফ পিসে যোগ দেওয়ার সময় দৃশ্যতই উচ্ছ্বসিত দেখিয়েছে তাঁকে। এছাড়া আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, মিশর, হাঙ্গেরির মতো কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা আনুষ্ঠানিকভাবে বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন। তবে ভারত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানায়নি। সূত্রের খবর, সাউথ ব্লক শান্তি পরিষদের ভূ-রাজনৈতিক প্রভাব খতিয়ে দেখছে। ট্রাম্পের এই উদ্যোগে শামিল হতে সরাসরি অস্বীকার করেছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে। ব্রিটিশ বিদেশসচিব ইভেট কুপার সাফ জানিয়েছেন, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এই বোর্ডে থাকা নিয়ে তাঁদের গভীর উদ্বেগ রয়েছে। তাঁর মতে, এই বোর্ড আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।

ট্রাম্পের শান্তি পরিষদ নিয়ে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। তাঁদের যুক্তি, বোর্ড অফ পিস আগামী দিনে রাষ্ট্রসংঘের সমান্তরাল একটি সংগঠনে পরিণত হবে। যার শীর্ষে থাকবেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। অর্থাৎ, বোর্ড অফ পিসকে সামনে রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে। যা ট্রাম্পের 'একনায়ক' ও 'স্বৈরাচারী শাসক' মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বোর্ড অফ পিসের মঞ্চে অবশ্য ট্রাম্পকে প্রবল আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটি বিশ্বের ইতিহাসের সবথেকে মর্যাদাপূর্ণ বোর্ড হতে চলেছে। এই শান্তি পরিষদ রাষ্ট্রসংঘের চেয়েও অনেক বেশি সাফল্য পাবে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মূলত ইরানের পারমাণবিক হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করার মাধ্যমেই।' গাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হামাস যদি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে, যদিও আমি মনে করি সম্ভবত তারা করবে। আর যদি তারা তা না করে, তাহলে সেটাই হবে তাদের শেষ।'

- বোর্ড অফ পিসে শামিল পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বাহরিন, বেলারুশ, মিশর, হাঙ্গেরি
- যোগ দিতে রাজি হয়নি ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন এবং নরওয়ে। নীরব ভারত
- হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার হুঁশিয়ারি

ফের হামলা অস্ট্রেলিয়ায়

মেলবোর্ন, ২২ জানুয়ারি : সিডনির বন্ডি বিচের ভয়াবহ স্মৃতি ফিকে হওয়ার আগেই ফের রক্তাক্ত হল অস্ট্রেলিয়া। নিউ সাউথ ওয়েলসের লেক কার্গেলিগো এলাকায় এক বন্দুকবাজের এলোপাতাড়ি গুলিতে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু-জন মহিলা এবং একজন পুরুষ। গুরুতর আহত একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আততায়ীকে ধরতে শহরে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টে ৪০ নাগাদ লেক কার্গেলিগো এলাকার ওয়াকার স্ট্রিটে গুলিবর্ষণ শুরু হয়।

খালাস সজ্জন

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : শিখ বিরোধী হিংসার অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমারকে মুক্তি দিল দিল্লির একটি আদালত। এই রায়ে হতাশ জানকপুরী, বিকাশপুরীর স্বজনহারা পরিবারগুলি। বিশেষ বিচারক দিগ্বিজয় সিং জানান, সরকারপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারত সরকার
বস্ত্র মন্ত্রণালয়
হস্তচালিত তাঁত শিল্পের জন্য উন্নয়ন কমিশনারের কার্যালয়
২০২৫ সালের জন্য সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার এবং জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার

হস্তচালিত তাঁত শিল্প ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য ভারতের বাসিন্দাদের কাছ থেকে ২০২৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত শ্রেণির হ্যান্ডলুম পুরস্কার দেওয়ার জন্য নির্ধারিত বিন্যাস অনুসারে সম্পূর্ণরূপে আবেদনপত্রটি পূরণ করার হেতু আহ্বান জানানো হচ্ছে। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণটি উল্লেখ করা হইল :

ক্রমিক নং	পুরস্কারের নাম	বিভাগ	উপ-বিভাগ	পুরস্কারের সংখ্যা
০১	সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার (এসকে এইচএ)	বয়ন	বয়ন	০৩
			শুধুমাত্র মহিলা তাঁতিদের জন্য (সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়)	০১
			বিলুপ্তপ্রায় বয়ন	০১
			উপজাতীয় বয়ন	০১
			মোট পুরস্কার	০৬
০২	জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার (এন এইচএ)	বয়ন	বয়ন	০৮
			শুধুমাত্র মহিলা তাঁতিদের জন্য (সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়)	০২
			তরুণ তাঁতি (বয়স ৩০ বছরের উর্ধ্বে নয়)	০১
			দিব্যাঙ্গ তাঁতি	০১
			বিলুপ্তপ্রায় বয়ন	০১
			উপজাতীয় বয়ন	০১
		ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট		০২
		হ্যান্ডলুম পণ্যের বিপণন		০২
		স্টার্ট আপ উদ্যোগ/ প্রযোজক সংস্থা		০১
			সম্পূর্ণ (বি)	১৯
			সম্পূর্ণ (এ+বি)	২৫

২. যোগ্যতার মানদণ্ড, বয়স, অভিজ্ঞতা, আবেদনপত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য হস্তশিল্প তাঁতের জন্য উন্নয়ন কমিশনের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট (www.handlooms.nic.in) থেকে ডাউনলোড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। যেকোনো তথ্যের জন্য আবেদনকারীরা নিকটস্থ উইভার্স সার্ভিস সেন্টার (ডব্লিউএসসি)- এ যোগাযোগ করতে পারেন।

৩. আবেদনপত্রগুলি অনলাইন এবং অফলাইন উভয়মাধ্যমেই (ডুয়াল মোড) জমা দিতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্রটি "মাই হ্যান্ডলুম" পোর্টালের (https://myhandlooms.gov.in) মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এছাড়া অফলাইন আবেদনপত্র যেটি সবদিক থেকে সঠিকভাবে পূর্ণ করা, সঙ্গে হাতে-বোনা নমুনা (যেখানে প্রযোজ্য), অনলাইন আবেদনপত্রটির প্রিন্ট আউট, এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি ২৩শে মার্চ ২০২৬ এর মধ্যে নিকটস্থ ডব্লিউএসসি-তে জমা দিতে হবে।

উন্নয়ন কমিশনার (হস্তচালিত তাঁতশিল্প)

CBC 41102/11/0008/2526

'নো এসআইআর নো ভোট'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : ফরাক্কা বিডিও অফিসে তৃণমূল বিধায়ক মণিরুলের তাণ্ডবের পর জেলারই আর এক শাসকদলের বিধায়ক আখরুজ্জামানের বিরুদ্ধে শুনানিকেন্দ্রে ঢুকে হামলার অভিযোগ উঠল। শুধু মুর্শিদাবাদেই নয়, বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে শুনানিকেন্দ্রে গণ্ডগোলের অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। শুনানিতে উপর্যুপরি হামলার ঘটনায় কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ফের জ্ঞানেশ কুমারকে রাজ্যে এসে এসআইআর পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার দাবি তুলে বলেছেন, নির্বিঘ্নে এসআইআর হতে না দিলে ভোটই হতে দেব না।

বুধবারই রাজ্যের জনগণকে আশ্বস্ত করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেছিলেন, কাউকেই নিজের হাতে আইন তুলে নিতে দেওয়া হবে না। এ ধরনের ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপ করবে কমিশন। জ্ঞানেশের সেই আশ্বাসের পরেই বৃহস্পতিবার ফরাক্কার ঘটনায় সরাসরি তৃণমূল বিধায়ক মণিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেয় কমিশন। জেলা নির্বাচনি আধিকারিককে বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করতে বলা হয়।

ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে অভিযুক্ত চার সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ কার্যকর কার্যকর করার নির্দেশ দেয় কমিশন। এরপরেই ফরাক্কার ঘটনা রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাত চরমে পৌঁছোল বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশনের উদ্দেশে প্রকাশ্য সভা থেকে মণিরুল কমিশনের আধিকারিকদের 'টেনে বার করে মারব' এই নিদান দেন। কমিশনের মতে যা যথেষ্ট উসকানিমূলক। কমিশনের নির্দেশে ফরাক্কা থানায় এফআইআর দায়ের হলেও মণিরুলের নাম না থাকায় মণিরুলের বিরুদ্ধে এফআইআর করতে নির্দেশ দেয় কমিশন।

শমীকের বার্তা

রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমার ধারণা, তৃণমূল সরকার কোনও ব্যবস্থাই নেবে না। কারণ, এখানের সরকার সংবিধান মানে না। আইন মানে না। তাই এর দায়িত্ব নিতে হবে নির্বাচন কমিশন, সুপ্রিম কোর্টের মতো সংবিধানের রক্ষকদের।'

এদিন কমিশনকে নিশানা করে শমীক বলেন, 'সমাজের প্রতিষ্ঠিত কিছু ব্যক্তির নামে পরিকল্পিতভাবে ভুল তথ্য আপলোড করে কমিশনকে হেয় করা হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা চাই শুধু বিজেপির নয় সব রাজনৈতিক দলের ফর্ম-৭ জমা নিতে হবে কমিশনকে। না নিলে এসআইআর হওয়ার কোনও অর্থ নেই। তাতে দেরি হলে হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'নির্বিঘ্নে এসআইআর করতে না দিলে রাজ্যে ভোটই হতে দেব না।' কিন্তু 'নো এসআইআর নো ভোট' এটাই বিজেপির দাবি।

এদিন রাজ্যের ৩৩ এসআইআর অবজার্ভারদের সঙ্গে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্তর বৈঠক নিয়ে শমীক বলেন, 'স্পেশাল না সুপার স্পেশাল, ওসব বুঝি না। আবারও বলছি, জ্ঞানেশ কুমার দিল্লিতে না বসে থেকে কলকাতায় আসুন।'

KHOSLA ELECTRONICS

এই প্রথম বার KHOSLA নিয়ে এলো **DOUBLE DISCOUNT,** EMI এর ওপর DISCOUNT এবং PRODUCT এর ওপরেও DISCOUNT

KHOSLA ELECTRONICS
COST TO COST OFFER

প্রতিটি EMI -তে
10% ছাড়!!
গ্যারান্টিড

Upto 80% DISCOUNT

0 DOWN PAYMENT | 1 EMI OFF | 36 MONTHS EMI | ₹500 EMI STARTS

পুরনো AC# -তে
₹10,000
EXCHANGE অফার

Upto ₹45,000 CASH BACK | Upto ₹45,000 EXCHANGE OFFER | BUY GET 1 FREE

LED TV

LG SAMSUNG SONY KGA Haier LLOYD Hisense

UPTO 58% DISCOUNT

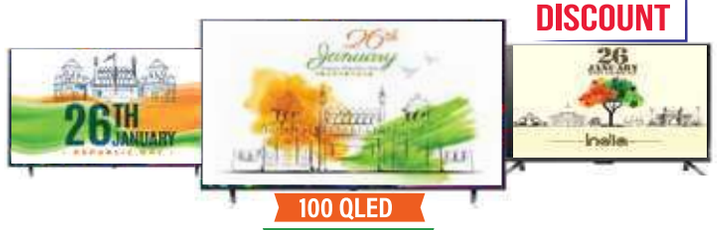

100 QLED
EMI ₹ 4,545

75 QLED EMI ₹ 4,545 | 55 4K UHD EMI ₹ 3,388 | 65 QLED EMI ₹ 3,112 | 43 SMART LED EMI ₹ 1,633

32 LED Starting Price ₹ 8,990*

AIR CONDITIONER

5 YEARS COMPREHENSIVE WARRANTY* | FREE FREE STANDARD INSTALLATION + BRACKET worth ₹ 2,500*

GURANTEED 50% DISCOUNT ON ALL BIG BRANDS

1.5 Ton 3* INV EMI ₹ 2,124 | 1.5 Ton 5* INV EMI ₹ 2,333 | 2 Ton 3* INV EMI ₹ 2,525

REFRIGERATOR

LG SAMSUNG Godrej Whirlpool Haier LLOYD Panasonic IFB BOSCH BLUE STAR

UPTO 41% DISCOUNT

FREE SAFARI Trolley Bag worth ₹ 10,500
600 Ltr. SBS EMI ₹ 2,525

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
330 Ltr. DD EMI ₹ 2,916

FREE 2 Jar 500 watt Mixi worth ₹ 4,999
187 Ltr. SD EMI ₹ 922

WASHING MACHINE

SAMSUNG LG BOSCH IFB Whirlpool LLOYD Godrej Panasonic Haier SIEMENS

UPTO 50% DISCOUNT

8 Kg. Front Load EMI ₹ 2,416 | 7 Kg. Top Load EMI ₹ 1,399
8 Kg. Semi Auto EMI ₹ 958

FREE 1000 Watt Iron Worth ₹ 1,200

MOBILE

FREE BOAT NECKBAND OR CROSS BAGPACK OR REALME EARBUDS

iPhone

iPhone 17 Pro (256GB)
₹ 1,30,900
EMI ₹ 11,242
Cashback ₹ 4,000

Buy any apple product and get an assured gift
Offer valid from 23rd till 26th January

SAMSUNG

S25 Ultra (256GB)
₹ 1,11,990*
EMI ₹ 9,325

vivo

V 60 (12/256GB)
₹ 40,999*
EMI ₹ 9,325
Cashback ₹ 3,000

oppo

RENO 15 (8/256GB)
₹ 42,399*
EMI ₹ 2,611
Cashback ₹ 4,600

realme

16 PRO (8/256GB)
₹ 31,999*
EMI ₹ 1,899
Cashback ₹ 2,000

mi

NOTE 15 (8/256GB)
₹ 21,999*
EMI ₹ 1,667
Cashback ₹ 3,000

LAPTOP

FREE GAMING WIRED KEYBOARED + MOUSE worth ₹ 1,999

DELL Technologies

Core i3 16GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24
₹ 44,990*
EMI ₹ 3,749

ASUS

Core i3 8GB Ram/ 512GB SSD/Win 11+OFC 24
₹ 39,900*
EMI ₹ 3,325

hp

i5, 16GB RAM, 512GB SSD, 3050A 4GB Graphics Win 11 + MSO 24
₹ 72,900
EMI ₹ 6,083

BUY 1.5 TON 3* INVERTER AC — BUY GET 1 FREE

FREE 32 SMART LED TV worth ₹ 24,999

COST PRICE ₹ 35,990 EMI ₹ 2,999 | DISCOUNT 50%

BUY 240 L FF — BUY GET 1 FREE

FREE 20 Ltr. MICROWAVE OVEN worth ₹ 8,499

COST PRICE ₹ 25,990 EMI ₹ 2,166 | DISCOUNT 42%

BUY 55" QLED GOOGLE TV — BUY GET 1 FREE

FREE SOUND BAR worth ₹ 19,999

COST PRICE ₹ 41,990 EMI ₹ 3,499 | DISCOUNT 60%

BUY 20 Ltr. MICROWAVE OVEN — BUY GET 1 FREE

FREE CHOPPER worth ₹ 695

COST PRICE 20 Ltr. ₹ 5,490 25 Ltr. ₹ 6,990 | DISCOUNT 40%

BUY CHIMNEY — BUY GET 1 FREE

FREE 2BB Glass Cooktop worth ₹ 5,190
1400 Suc, 60 cm Auto Clean with Touch & Motion Sensor

COST PRICE ₹ 14,990 EMI ₹ 1,249 | DISCOUNT 57%

BUY WATER PURIFIER — BUY GET 1 FREE

RO + UV 2X

FREE STAINLESS STEEL BOTTLE worth ₹ 1,399

COST PRICE ₹ 13,999 EMI ₹ 1,167 | DISCOUNT 55%

VOLTAS

VOLTAS · beko

CELEBRATE FREEDOM WITH
Smart Upgrades

Unlock Republic Day savings on Voltas & Voltas Beko appliances
Offers valid till 31st January 2026

Fixed EMI of ₹2950 with multiple advance EMI Options for TVS Credit

Long Tenure Schemes for 18 months across all the major financiers

Low Down Payment Avail finance by paying balance in 9 months

Zero Down Payment Finance at zero down payment with 10, 8 & 6 month tenures.

Fixed EMI of ₹2888/1888/1088 with multiple advance EMI options for Bajaj on all appliances

5 years* Comprehensive Warranty Includes Gas Charging + Labor for Coil & Compressor Replacements

*T&C Apply, *Applicable on Voltas Split & Window ACs, *All Inverter ACs come with a 10 year compressor warranty

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED HDFC AXIS BANK SBI HSBC standard chartered citibank ICICI Bank kotak Bank of Baroda

Easy Finance by BAJAJ FINSERV IDFC FIRST Bank HDB FINANCIAL SERVICES kotak

UP TO 15% INSTANT DISCOUNT# SBI card

#Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹6,000 per card; Also valid on EMI Trxns.; Validity: 17 Jan - 02 Feb 2026. T&C Apply.

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | 89 SHOWROOMS

BUY 24 X 7 @ khoslaonline.com

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. **Offer price under Exchange Amount,** Offers are not applicable on Samsung Products. # AC on working condition.

locate your nearest Khosla store

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

চোখ থাকবে ঈশানের দিকেও

অভিষেক শোয়ের হাতছানি রায়পুরে

রায়পুর, ২২ জানুয়ারি : হাতে ঠিক চারটি ম্যাচ।

বিশ্বকাপের টিম কম্বিনেশন থেকে যাবতীয় প্রস্তুতি, সেরে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। নিউজিল্যান্ডের শুভসূচনা কাপ-প্রত্যাশাকে উসকে দিয়েছে। শুক্রবার সুযোগ যে পারদ আরও ঊর্ধ্বমুখী করার। গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের যে বিশ্বকাপ ভাবনার মাঝে দর্শকদের চোখ অভিষেক শর্মাতে।

বুধবার প্রথম টি২০ স্বৈরথে অভিষেক শোয়ের সামনে হার মেনেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ডেথ ওভারে তাল ঠুকেছিলেন রিঙ্কু সিংও। শুক্রবার সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে

জয়ের ছন্দ নিয়ে রায়পুরের উদ্দেশে হর্ষিত রানা, অভিষেক শর্মারা।

দুইজনের ফর্ম বজায় রাখার সঙ্গে দল তাকিয়ে ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনদের দিকেও।

বড় রান হাতছাড়া করলেও প্রথম ম্যাচে সূর্যের ইনিংস আশ্বস্ত করেছে। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের বিশ্বাস, গত কিছু ম্যাচে ২০-২২-এই আটকে যাচ্ছিল সূর্য। সেখানে তিরিশের কোঠায় পা রাখা ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। বাকি চার ম্যাচে আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করবে সূর্যকে নিয়ে বিশ্বাস অশ্বীনের।

ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ ট্রফি ধরে রাখতে সূর্যের ব্যাটে '৩৬০' ডিগ্রি শটের ফুলঝুরির প্রত্যাবর্তন জরুরি। একইসঙ্গে জরুরি, শুরুতে অভিষেক-ঝড় অব্যাহত থাকা। তবে বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে প্রয়োজন টিমগেম।

শহিদ বীরনারায়ণ সিং ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই প্রত্যাশা মেটানোর তাগিদ থাকবে সঞ্জু, ঈশানের। এরমধ্যেই সুখবর তিলক ভার্মার। 'চোট সারিয়ে দ্রুত ফিরছি,' সামাজিক মাধ্যমে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে লিখেছেন তিলক।

দুই শিবিরের জন্যই চলতি সিরিজ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মঞ্চ। সুযোগ ফাঁকফোকর মেরামত করে আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর। ০-১ পিছিয়ে থাকলেও কিউয়ি শিবিরের দাবি, আগামীকালও পরীক্ষানিরীক্ষা চলবে। ভারতীয় দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। প্রথম ম্যাচের পুরো দলকে আরও একটা সুযোগ দিতে চাইছেন গৌতম গম্ভীররা। নাগপুর ম্যাচে টসের সময় অধিনায়ক সূর্য বলেও দিয়েছিলেন, যারা বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রয়েছেন, তাঁরা অগ্রাধিকার পাবেন। তিলক ও ওয়াশিংটন সুন্দরের চোটে ডাক পেলেও শ্রেয়স আইয়ার, রবি বিষ্ণোইদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা বাড়ছে।

অক্ষর প্যাটেলকে নিয়েও যদি, কিন্তু। গতকাল নিজের বোলিংয়ে ক্যাচ ধরতে গিয়ে হাতে চোট। সঙ্গে সঙ্গে মাঠও ছাড়েন। ঝুঁকি এড়াতে আগামীকাল দলের সহ অধিনায়ককে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। সেক্ষেত্রে বোলিং কম্বিনেশন কী দাঁড়াবে, সেদিকে চোখ থাকবে অনেকের। নাগপুরে দুরন্ত জয়ের পর রায়পুরে উৎসাহ তুঙ্গে। আবহাওয়াতে ক্রিকেট উৎসবের অনুকূল পরিস্থিতি। পরিষ্কার আকাশ। বৃষ্টির বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তবে বাইশ গজ নিয়ে সেই নিশ্চয়তা দেওয়া মুশকিল। পিচ প্রস্তুতকারকরা অবশ্য দাবি করেছেন, টি২০সুলভ উইকেট থাকছে। হিসেব মেলে কিনা, সেটাই দেখার।

ব্যাট-বলের টক্করে প্রথম ম্যাচে আধিপত্য দেখালেও ভারতের চিন্তা ফিল্ডিং। গত কয়েক সিরিজে একঝাঁক ক্যাচ পড়েছে। নতুন বছরে প্রথমবার মাঠে নেমেও ভারতীয় ফিল্ডিংয়ের যে ছবিটা বদলায়নি। সূর্য যদিও ফিল্ডারদের আড়াল করছেন। যুক্তি, প্রচুর শিশির পড়েছে রাতের দিকে। ফ্লাডলাইটের আলো নিয়েও কিছুটা সমস্যা ছিল।

রিঙ্কু সিংয়ের গলায় যদিও উলটো সুর। ক্যাচ মিসের জন্য কোনও অজুহাত দিতে নারাজ। সাফ কথা, শিশির বা আলো নিয়ে কোনও সমস্যা হয়নি। তাই ক্যাচ মিস মানতে পারছেন না। খারাপ লাগছে। ক্যাচ মিস নয়, প্রাক্তনরা মুগ্ধ রিঙ্কুর ফিনিশারের ভূমিকায়। দাবি, নিয়মিত প্রথম একাদশে রাখারও।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
দ্বিতীয় টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : রায়পুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে জিম সেশনে তিলক ভার্মা। ছবি পোস্ট করে লিখলেন, 'চোট সারিয়ে দ্রুত ফিরছি'।

কোচ সৌরভে মজে পোলক

জোহানেসবার্গ, ২২ জানুয়ারি : কোচের ভূমিকায় অভিষেকেই জয়রথ ছোটাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে (এসএ২০) টগবগিয়ে ছুটছে সৌরভের দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসও। প্রথম চেষ্টাতেই দলকে ফাইনালে তুলে দিয়ে স্বস্তির ঢেঁকুর। অপেক্ষা রবিবারের ফাইনাল যুদ্ধের। লক্ষ্য পরিষ্কার আর একটা জয়ে কাপ হাতে ভিকট্রি ল্যাপ।

ফাইনাল যুদ্ধের আগে সৌরভকে সাফল্যের কৃতিত্ব দিয়ে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন সহকারী শন পোলক। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন তারকার মতে, দলের মধ্যে খোলা হাওয়া এনেছেন মহারাজ। প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। সাফল্যে যেমন একসঙ্গে খুশিতে ভাসেন, তেমন ব্যর্থতায় হতাশ হন।

পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা, সম্মান, বোঝাপড়া- একটা দলকে সফল করে তুলতে যা যা দরকার সৌরভ প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের সাজঘরে সেটাই আনার চেষ্টা করছে। বাকি দলও মহারাজের সঙ্গে পায়ে পা মেলাচ্ছে। বাইশ গজে তারই প্রতিফলন। পোলক বলেছেন, 'সাফল্য হোক ব্যর্থতা, নিজেদের মধ্যে আবেগ ভাগ করে নিই। এই রকম একটা দুর্দান্ত দল, দুর্দান্ত কোচিং ইউনিটের সঙ্গে কাজ করা উপভোগ করছি। আমাদের সবার লক্ষ্য এক— নিজেদের সেরাটা যথাসম্ভব বের করে আনা।'

কাপ আর ঠোঁটের মধ্যে আর একটা ম্যাচ। রবিবার ফাইনাল যুদ্ধ। পোলকদের বিশ্বাস, মহারাজের হাতে কাপ উঠছে এবার।

'অনড়' বাংলাদেশ কঠিন শাস্তির মুখে

বিকল্পের নাম ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা

ঢাকা ও দুবাই, ২২ জানুয়ারি : আলোচনা হল। কিন্তু বরফ গলল না। সমাধানসূত্রও মিলল না।

নিট ফল, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে বৃহস্পতিবার কার্যত সিলমোহর পড়ে গেল। যদিও রাত পর্যন্ত ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি-র তরফে বাংলাদেশকে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে 'ছাঁটাই' করার বিষয়টি সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়নি। ঠিক যেমন জানানো হয়নি, বাংলাদেশের বিকল্প হিসেবে স্কটল্যান্ড, নাকি অন্য কোনও দেশকে কুড়ির বিশ্বকাপে দেখা যাবে। তবে জানা গিয়েছে, বিকল্পের নাম ঘোষণা সময়ের অপেক্ষা।

গত কয়েকদিনে বারবার বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়েছিল, ভারতে তারা বিশ্বকাপ খেলতে যাবে না। ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সমর্থক, সাংবাদিক- সবারই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। আজও সেই কথাই ফের জানিয়েছে বাংলাদেশ। মাঝের সময়ে নতুন দিক বলতে এতদিন আড়ালে রাখা বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে সরকারি প্রতিনিধিত্বও ছিল। জানা গিয়েছে, বাস্তবে সেই বৈঠকও নিষ্ফলা হয়েছে। কারণ, লিটন দাসরা নিজেদের দেশেই নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন। ফলে তাঁরা বোর্ড বা সরকার বিরোধী কিছু বললে তার ফল মারাত্মক হতেই পারে। সূত্রের খবর, সেই পথে হাঁটেননি বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। বরং তাঁরা আজকের বৈঠকে স্পষ্ট করেছিলেন, তাঁরা ক্রিকেট খেলতে চান শুধু।

ক্রিকেটারদের সঙ্গে সেই বৈঠকের পরই ফের বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সরকারিভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘোষণা করা হয়, আইসিসি তাদের দাবি না মানলে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

আজ বিকেলের দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'বাংলাদেশের ক্রিকেটার, বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে আমরা আজ বৈঠক করেছি। সবাই বিশ্বকাপ খেলতেই চেয়েছি। কারণ, বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ আমরা কষ্ট করে অর্জন করেছিলাম। কিন্তু ভারতে গিয়ে টি২০ বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে আমাদের নিরাপত্তার ঝুঁকি রয়েছে। আইসিসি-কে আমরা সেটা জানিয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটা বদলায়নি। তাই নিরাপত্তার আশঙ্কা নিয়ে আমরা ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার কথা ভাবছিই না।' বাংলাদেশের অনড় মনোভাব, ভারতে হাজির হয়ে টি২০ বিশ্বকাপে না খেলার 'স্টান্স' না বদলানোর সিদ্ধান্ত আইসিসি-কেও চাপে ফেলেছে। কারণ, ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দেরি নেই। ফলে নতুন কোনও দলকে কীভাবে প্রতিযোগিতায় যুক্ত করা হবে, তা নিয়ে ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার অন্দরে আলোচনা শুরু হয়েছে।

পাশাপাশি বাংলাদেশের তরফেও আইসিসি-র উপর চাপ বাড়ানো হয়েছে। ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার থেকে তারা 'সুবিচার' পায়নি বলেও আজ সরাসরি অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ। ক্রীড়া উপদেষ্টা নজরুল বলেছেন, 'আইসিসি আমাদের প্রতি সুবিচার করল না। শ্রীলঙ্কায় আমাদের বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ দিলে এত সমস্যাই হত না। আমরা এখনও শ্রীলঙ্কার মাটিতেই বিশ্বকাপ খেলার অপেক্ষায় রয়েছি।' আইপিএল নিলামের আসরে মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ৯.২০ কোটি টাকা দিয়ে মুস্তাফিজুরকে নেওয়া হয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময়ে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্কের অবনতির কারণে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারকে আইপিএল থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়। আর সেই ঘটনার পরই ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে হাজির না হওয়ার অনড় স্টান্স নেয় বাংলাদেশ। যা এখনও বজায় রয়েছে। বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাংলাদেশের এমন সিদ্ধান্ত অবাক করেছে ক্রিকেটমহলকে। বাংলাদেশের তরফে আজ এই কথাও বলা হয়েছে, তারা বিশ্বকাপ না খেললে আইসিসি ২০ কোটি দর্শককে হারাবে। যদিও এমন যুক্তিকে পাত্তা দেওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

মেদিনীপুরকে ৫ গোল বীরভূমের

কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগের ম্যাচে বড় জয় পেল কোপা টাইগার্স বীরভূম। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে তারা ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে এফসি মেদিনীপুরকে। এটি চলতি লিগে বীরভূমের প্রথম জয়। হ্যাটট্রিক

করেন তুরসুনোভ। তাদের বাকি দুইটি গোল ইমরান ও লালরুয়াতসাঙ্গার। মেদিনীপুরের গোলকোরার ওয়াট্টারা। এই জয়ের পরও লিগ টেবিলে সবার শেষে বীরভূম। তারা ১৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। ১৩ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে বীরভূমের ঠিক ওপরে মেদিনীপুর।

অলিম্পিকে ক্রিকেটার বোল্ট!

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি : অলিম্পিক ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদ। দীর্ঘদিন বিশ্বের দ্রুততম মানবের শিরোপা ছিল তাঁর মুকুটে। ২০০৮, ২০১২, ২০১৬- টানা তিন অলিম্পিকে ১০০ ও ২০০ মিটারে সোনা জিতেছেন। কিংবদন্তি উসেইন বোল্ট অবসর ভেঙে আবারও ফিরতে চান 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থে'। তবে ক্রিকেটার হিসেবে!

২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তন ঘটছে। ১৯০০-র পর ১২৮ বছরের প্রতীক্ষা অবসানের অপেক্ষা। ফাস্টবোলার হিসেবে ক্রিকেটের অলিম্পিক প্রত্যাবর্তনে শামিল হতে চান জামাইকার বছর উনচল্লিশের কিংবদন্তি দৌড়বিদ বোল্ট। বলেছেন, 'পেশাদার ক্রীড়াকে বিদায় জানিয়ে এখন আমি অবসরে। দীর্ঘদিন ক্রিকেটও খেলিনি। তবে ওরা যদি চায়, তাহলে আমি প্রস্তুত।'

বাংলার সামনে আজ উত্তরাখণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : প্রথমত মাঝে একদিনের ব্যবধানে ম্যাচ। তার ওপর দীর্ঘ ৮০ কিলোমিটার যাত্রার ক্লান্তি। শুক্রবার সন্তোষ ট্রফিতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিপক্ষে নামার আগে যা ভাবাচ্ছে বাংলা ফুটবল দলের কোচ সঞ্জয় সেনকে।

বৃহস্পতিবার সকালে তাই হালকা মেজাজেই অনুশীলন করেছেন রবি হাঁসদা, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে রিকভারির দিকে। উত্তরাখণ্ড ম্যাচে দলে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে পারেন সঞ্জয়।

অনুষ্টুপের মঞ্চে সুদীপের শতরান

বাংলা-৩৪০/৪
(প্রথম দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ২২ জানুয়ারি : মঞ্চটা সাজানো ছিল তাঁর জন্য। সতীর্থরা আবেদনও করেছিলেন শতরানের।

অথচ, কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে অনুষ্টুপ মজুমদারের মঞ্চে সারাদিন ধরে ব্যাট হাতে সার্ভিসেস শাসন করলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। চোট সারিয়ে ফিট হয়ে রনজি ট্রফিতে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চে সুদীপ খেললেন অপরাজিত ১৪০ রানের ইনিংস। প্রথমে বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের (৮১) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে তুললেন ১৫১ রান। পরে মুহূর্তের ভুল বোঝাবুঝিতে বাংলা অধিনায়ক রানআউট হয়ে যাওয়ায় সুদীপ দায়িত্ব নিয়ে সারাদিন ধরে রাজত্ব করলেন কল্যাণীর মাঠে। মূলত সুদীপের অপরাজিত শতরানে ভর করে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে প্রথম দিনের শেষে বাংলার স্কোর ৩৪০/৪। দিনের শেষে সুদীপের সঙ্গে বাইশ গজে রয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত (অপরাজিত ৩১)। শুক্রবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে দলের স্কোরটা অন্তত ৫৫০-এ নিয়ে যেতে চায় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। উদ্দেশ্য, দ্বিতীয় ইনিংসে যেন ব্যাটিং করতে না হয়।

সবুজ পিচ। দিনের শুরুতেই টসে হার। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে চার পেসারে প্রথম একাদশ সাজানো বাংলা দল ব্যাটিং করতে নেমেছিল। সুদীপ-অভিমন্যুর জন্য কাজটা সহজ ছিল না একেবারেই। শুরু থেকেই অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যাটিং করে সার্ভিসেসের ঘাড়ে চেপে বসে টিম বাংলা। দুই ওপেনার ১৫১ রান তুলে দেওয়ার পর পালটা চাপে পড়ে গিয়েছিল সার্ভিসেস। অধিনায়ক অভিমন্যু ফেরার পর তিন নম্বরে সুদীপকুমার ঘরামি (৩) রান পাননি। চার নম্বরে বাংলার ক্রাইসিস ম্যান অনুষ্টুপও বড় রান পাননি তাঁর সেঞ্চুরি ম্যাচের আঙিনায়। যদিও অনুষ্টুপের (২৭) ক্যাচ নিয়ে বাংলা শিবিরে রয়েছে সংশয়ও। শাহবাজ আহমেদ (৩৮) দারুণভাবে দলকে ভরসা দেওয়ার কাজ করলেও তিনিও বড় রান পেতে ব্যর্থ। একা কুস্ত হয়ে ওপেনার সুদীপ অবশ্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দিনের শেষে বাংলার নায়ক সুদীপ বলছিলেন, 'উত্তরাখণ্ড ম্যাচে ৯৮ রানে আউট হয়েছিলাম। অল্পের জন্য সেদিন শতরান হাতছাড়া হয়েছিল। তাই আজ একটু বেশিই সতর্ক ছিলাম। যদিও কাজ এখনও শেষ হয়নি। কাল আরও রান করতে হবে আমাদের।'

প্রথম দিনের খেলার শেষে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও সেই কথাই তাঁর দলকে বুঝিয়েছেন। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'পরিকল্পনামাফিক শৃঙ্খলার ব্যাটিং করতে হবে আমাদের। আরও রানের প্রয়োজন।'

রনজিতে ব্যর্থ গিল-জাদেজা

রাজকোট, ২২ জানুয়ারি : রনজি ট্রফিতে শুভমান গিল বৃহস্পতিবার সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২ বল খেলে শূন্য রানে ফিরে যান। পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সৌরাষ্ট্র ১৭২ রানে প্রথম ইনিংসে অল আউট হয়। ৭ রানে আউট হন রবীন্দ্র জাদেজা। জয় গোহিল (৮২) ছাড়া কেউ রান পাননি। জবাবে ১৩৯ রানে শেষ পাঞ্জাবের ইনিংস। পার্থ ভুট ৫টি ও জাদেজা ২টি উইকেট নেন। দ্বিতীয় ইনিংসে সৌরাষ্ট্রের স্কোর ২৪/৩।

জিতল লিভারপুল ও বার্সা

শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

মিউনিখ, ২২ জানুয়ারি : উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটের ছাড়পত্র পেল বায়ার্ন মিউনিখ। নিজেদের ঘরের মাঠে ইউনিয়ন সেন্ট গিলোইসের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় তুলে নিয়েছে ভিনসেন্ট কোম্পানির দল। জোড়া গোল হ্যারি কেনের। ৬৩ মিনিটে কিম মিন লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় বায়ার্নকে।

এই জয়ের সুবাদে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে বায়ার্ন। ম্যাচের পর কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানি বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে কোনও ম্যাচ সহজ নয়। এদিন আমরা প্রথমার্ধে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে দশজন হওয়ার পরেও ছেলেরা যে ফুটবল খেলেছে, তা প্রশংসনীয়।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে বার্সেলোনা ৪-২ গোলে হারিয়েছে ব্লাভিয়া প্রাহাকে। হ্যাপ্পি ফ্রিকের দলের হয়ে জোড়া গোল করেন ফের্মিন লোপেজ। অপর দুইটি গোল আসে ভানি ওলমো ও রবার্ট লেওয়ানডস্কির থেকে। ব্লাভিয়ার হয়ে একটি গোল ভাসিল কুসেইর। অপর গোলটি লেওয়ানডস্কির আত্মঘাতী। এই ম্যাচ জিতে ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে নবম স্থানে রয়েছে বার্সা।

পাশাপাশি জয় পেয়েছে লিভারপুলও। ফ্রান্সের মার্সেইকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা। গোল করেছেন ডমিনিক সোবোজলাই ও কোডি গাকপো। অন্যটি জেরোনিমো রুলির আত্মঘাতী। আফকন খেলে আসার পর এই ম্যাচে প্রথমবার লিভারপুলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ।

এছাড়াও মোয়েস কাইসেদোর গোলে ১-০ ফলে পাফোসকে হারিয়েছে চেলসি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

গালাতাসারে ১-১ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
কারাবাগ এফকে ৩-২ আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট
নিউক্যাসল ইউনাইটেড ৩-০ পিএসভি আইন্দহোভেন
স্লাভিয়া প্রাগ ২-৪ বার্সেলোনা
মার্সেই ০-৩ লিভারপুল
জুভেন্তাস ২-০ বেনফিকা
চেলসি ১-০ পাফোস এফসি
আটালান্টা ২-৩ অ্যাথলেটিক বিলবাও
বায়ার্ন মিউনিখ ২-০ ইউনিয়ন সেন্ট গিলোইসে

প্রয়াত ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ জানুয়ারি : চার বছর আগের এক ২২ জানুয়ারি, ভারতীয় ফুটবল হারিয়েছিল প্রবাদপ্রতিম সুভাষ ভৌমিককে। সেই একইদিনে আরও একবার শোকের ছায়া নেমে এল কলকাতা ময়দানে। প্রয়াত প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ইলিয়াস পাশা। ৬১-তে থামল জীবনের দৌড়।

উলগানাথন, বাবু মানি, কার্লটন চ্যাপম্যানদের মতো বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন ইলিয়াসও। ১৯৮৯ সালে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জার্সিতে আত্মপ্রকাশ। বছর ঘুরতেই তাঁকে তুলে নেয় ইস্টবেঙ্গল। ডানদিক থেকে তাঁর ওভারল্যাপ অল্প সময়ের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। দীর্ঘ প্রায় ৯ বছর ইস্টবেঙ্গল রক্ষণভাগে অন্যতম নির্ভরযোগ্য নাম ছিলেন ইলিয়াস। ১৯৯৩ সালে লাল-হলুদ নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ওঠে তাঁর হাতে। পাশার অধিনায়কত্বেই কাপ উইনার্স কাপে ইরাকের আল জাওরাকে ৬-২ গোলে হারায় ইস্টবেঙ্গল। নেপালে জয়ও তাঁর নেতৃত্বেই। একাধিকবার জিতেছেন কলকাতা লিগ, ডুরান্ড, রোভার্স, আইএফএ শিল্ড।

বৃহস্পতিবার ৬১ বছর বয়সে চলে গেলেন ইলিয়াস পাশা।

পেশাদার ফুটবল ছাড়ার পর ফুড কর্পোরেশনের চাকরিতে যোগ দেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে কিছুদিন পর সেই চাকরি ছেড়ে ফিরে যান বেঙ্গালুরুতে। শোনা যায়, অভাবের তাড়নায় অটো চালিয়ে দিনযাপন করেছেন একটা সময়। কয়েকবছর আগে পাশার শরীরে থাবা বসায় ক্যানসার। দীর্ঘ অসুস্থতার পর বৃহস্পতিবার সকালে প্রয়াত হন লাল-হলুদের এই বর্ষীয়ান ফুটবলার।

ইলিয়াস লাল-হলুদ জনতার মধ্যে এতটাই জনপ্রিয় যে এখনও ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলা হলে তাঁর জার্সি পরে মশাল হাতে ঘুরে বেড়ান এক সমর্থক। ২০১২ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে ইলিয়াসের হাতে জীবনকৃতি সম্মান তুলে দেওয়া হয়। আর্থিকভাবেও সাহায্য করা হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবতাঁবুতে। অর্ধনমিত রাখা হয়েছে লাল-হলুদ পতাকা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 92K 31487 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি করে আমার জীবনে নতুন পথ খুলে দিয়েছে। আমার মনে কোনও ধারনা না থাকায় মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করেই এটা সম্ভব হয়েছে। এটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং আমার জীবনকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করার অনুপ্রেরণা দিয়েছে। ডিয়ার লটারিকে এর জন্য ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা অনুপ কুন্ডু - কে 26.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজ্ঞাপনটি তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

উত্তরের খেলা

অর্ণবের ৬৫, সৌরভের ৪

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : পাতকাটা কলোনি ক্লাব ও পাঠাগারের পরিচালনায় এবং অ্যাথিশন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকফেস্ট টি২০ ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার এনবিসিসিসি ৭ উইকেটে হারিয়েছে পিসিসিসিওপি-কে। পিসিসিসিওপি প্রথমে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩৪ রান করে। মনোজ রায় রেখে এসেছে ৩৯ রান। অংশুমান সরকার ২৪ রানে ৫ উইকেট নেয়। জবাবে এনবিসিসিসি ১০ ওভারে ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অর্ণব সরকার ৬৫ রান করে। পরে মিলন সংঘ ১ উইকেটে জিতেছে শিলিগুড়ি সিএ-র বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ি প্রথমে ১৩৯ রানে অল আউট হয়। দীপ চৌধুরীর অবদান ৬১ রান। সৌমজিৎ দাস ২০ রানে ৩ উইকেট নেয়। জবাবে মিলন ১৯.৫ ওভারে ৯ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। সায়ন মহম্মদ ২৬ রান করে। সৌরভ ঘোষের শিকার ২২ রানে ৪ উইকেট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে সত্যব্রত মাইতি। ছবি : অনীক চৌধুরী

জয়ী আরএসএ

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার আরএসএ সিসিসি ৭ উইকেটে হারিয়েছে এফইউসি সিসিসি-কে। প্রথমে এফইউসি ১২৫ রানে অল আউট হয়। কৃষ্ণ বাসফোর ৪৬ রান করে। অভিজিৎ রায় ৪ এবং সত্যব্রত মাইতি ৩ উইকেট নেয়। জবাবে আরএসএ ৩ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিকাশ মালোদাস ৩৬ রান করে। ম্যাচের সেরা সত্যব্রতর অবদান ১৫ রান।

জিতল জেওয়াইএমএ

জলপাইগুড়ি, ২২ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার জেওয়াইএমএ ৫ উইকেটে হারিয়েছে দাদাভাই ক্লাবকে। জেওয়াইএমএ মাঠে দাদাভাই প্রথমে ৩২ ওভারে ১১৩ রানে অল আউট হয়। আকাশ সরকারের অবদান ৩১ রান। সুদীপ যাদব এবং তুহিন বন্দোপাধ্যায় ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে জেওয়াইএমএ ২৭ ওভারে ৫ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছায়। সন্দীপন দাস ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। শুভম সুর ২৪ রানে নেন ২ উইকেট।